দ্বিতীয় পাণিপথ

[ঐতিহাসিক নাটক]

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক (সাহিত্যসরস্বতী)

সুপ্রসিদ্ধ সত্যম্বর অপেরাপার্টি কর্তৃক
সগৌরবে অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী
স্থান—শান্তিনিকেতন, বোলপুর হরগৌরীতলা (ত্রিশূলাপটী)
তারিখ—১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬ সাল।

—প্রাপ্তিস্থান—
দি নিউ মানিক লাইব্রেরী
৯৮।২, রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা-৬।

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

—যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী—

দে সাহিত্য কুটীর—১১, মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৬।
শ্রীপঞ্চানন দে কর্তৃক প্রকাশিত। ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস, ১৭।এ.এইচ।২,
গোয়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

'দ্বিতীয় পাণিপথ' যার পরিপূর্ণ সাহায্যে আজ
যশোমণ্ডিত, সত্যম্বর অপেরার স্বত্বাধিকারী
রসগ্রাহী বিচক্ষণ সেই

শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র দাস

মহাশয়ের করকমলে
নাটকটি উৎসর্গ
করিলাম।

নাট্যকার

ভূমিকা

জাতি, ধর্ম এমনকি জীবনের চেয়েও যে দেশ বড়—এই শিক্ষা এই উপলব্ধি পেয়েছিলাম স্বদেশী যুগে—স্বাধীনতা—আন্দোলনের শুভলগ্নে। কিন্তু বহুকাম্য স্বাধীনতা পেয়ে আজ আমরা দেশকে ভুলে গেছি—ভুলে গেছি মনুষ্যত্বের শিক্ষা।—তারই পুনঃ অভ্যুদয়ের আশায় আমার এই দ্বিতীয় পাণিপথের সৃষ্টি। এতে যদি একটি দেশবাসীও আত্মসচেতন হয় তবেই সার্থক হবে আমার লেখনী ধারণ। ইতি—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক

-যাদের নিয়ে নাটক—

—পুরুষ—

আদিলশাহ্	...	পাঠানসম্রাট ইসলামশাহের খুল্লতাতপুত্র
ইব্রাহিমশাহ্, সেকেন্দারশাহ্	...	আদিলশাহের ভগ্নিপতিদ্বয়
মোহম্মদশাহ্	...	সেকেন্দারশাহের যুবক পুত্র
আলীহোসেন	...	আদিলশাহের তরুণ সিপাহ্‌শালার
মীনা পেশোয়ারী	...	চৌঘুড়ী-চালক
অশ্বজিৎ	...	আদিলশাহের অনুচর
ফিরোজশাহ্	...	ইসলামশাহের বালকপুত্র
গুলবদন	...	আদিলশাহের বালকপুত্র
হিমু বাকাল	...	সুদর্শন হিন্দু যুবক (দোকানদার)
বাইরাম খাঁ	...	আকবরের অভিভাবক
আকবর	...	মুঘলসম্রাট হুমায়ুনের পুত্র
শংকর	...	নির্যাতিত হিন্দু

ফকির, সৈনিক

—স্ত্রী—

মরিয়ম	...	ইসলামশাহের বেগম
চাঁদ	...	আদিলশাহের বেগম
হাস্‌নাবানু	...	ঐ কন্যা
শঙ্খিনী	...	হিমুর গৃহে পালিতা তরুণী

নর্তকীগণ, হিন্দু তরুণীগণ।

অভিনয়-কালে নাটকের নাম-পরিবর্তন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় পাণিপথ

প্রথম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

সেকেন্দারশাহের প্রাসাদ।

নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

আগো—আগো ফুলকলি।
ডাকছে তোমায় গুঞ্জরণে মধু-পিয়াসী অলি।
শোন—ঝুমুর ঝুমুর পায়েল বাজে,
তালে তালে ভোমরা নাচে,
ঘোমটা খোল, মুখটি তোল আবেশভরা আঁখি মেলি।

মোহম্মদের প্রবেশ।

মোহম্মদ। দুঃসংবাদ! দুঃসংবাদ! সরকার থেকে হুকুম এসেছে আজ থেকে সাতদিন নাচ-গান-বাজনা আমোদ-প্রমোদ—সব বন্ধ।

১ম নর্ত্তকী। বন্ধ?

মোহম্মদ। হ্যাঁ, বন্ধ। আমি বুঝতে পারছি সবার মনেই প্রশ্ন জেগেছ কেন এরকম বেরসিক হুকুমটা হ'লো? এটা অবশ্য স্বাভাবিক।

তাই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—গত রাত্রে পাঠান-গৌরব শের-শাহের একমাত্র পুত্র পাঠান সম্রাট ইসলামশাহের আত্মা সুনিপুণভাবে পটল তুলেছেন, অর্থাৎ অক্কালাভ ক'রেছেন।

১ম নর্তকী। সুতরাং—

মোহম্মদ। বিনাবাক্যব্যয়ে আস্তাবলে—না-না, মানে—অন্তঃপুরে শোকসভার আয়োজন করগে।

[নর্তকীগণের প্রস্থান।

মোহম্মদ। শোকসভা! তা অবশ্য শোকসভা ইতিমধ্যে নানাস্থানে নানাভাবে সুরু হ'য়ে গেছে। আমার মহামান্য আব্বাজান ও চাচাজী সেকন্দরশাহ ও ইব্রাহিমশাহ শোকচিহ্নস্বরূপ মদ্যপান ক'রে ছুরিতে শান দিচ্ছে। ওদিকে সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র—মানে চাচাতো ভাই আদিলশাহ, তিনিও শোকসভায় পাঁয়তারা ক'রছেন। জানি না সম্রাটের নাবালক পুত্র ফিরোজশাহের বরাতে শোকসভার এই ধাক্কাটা কি ভাবে লাগবে।

ফিরোজশাহের হাত ধরিয়া আলুথালুবেশে মরিয়ম বেগমের প্রবেশ।

মরিয়ম। ফিরোজকে রক্ষা কর মোহম্মদ। আমার ফিরোজকে রক্ষা কর।

মোহম্মদ। একি, বেগম সাহেবা!

মরিয়ম। বেগম সাহেবা আমি নই মোহম্মদ। আজ আমি ভিখারিণী, তোমার পিতা ও পিতৃব্যের কাছে আমি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছি।

মোহম্মদ। ভিক্ষা?

মরিয়ম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও মোহম্মদ। আমার পুত্র ফিরোজের জীবনভিক্ষা দাও।

মোহম্মদ। হঠাৎ আপনার অস্থিরতার কারণ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না বেগম সাহেবা।

মরিয়ম। বুঝতে পার্‌ছো না মোহম্মদ, বিপদের গুরুত্ব কত অধিক হ'লে এমনি ক'রে পাঠানসম্রাজ্ঞী ছুটে আসে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে? দেখতে পাচ্ছ না পাঠানসাম্রাজ্যের অধিকারের দাবী নিয়ে এই ফিরোজের বুক লক্ষ্য ক'রে কতগুলি খঞ্জর শাণিত হ'য়ে উঠেছে?

মোহম্মদ। এবার কিছুটা বুঝতে পারছি বেগম সাহেবা। কিন্তু ভাবছি, সিংহের বিবর হ'তে বাঘের গহ্বরে পালিয়ে এসে কেউ কি কোন দিন নিস্তার পায়?

মরিয়ম। মোহম্মদ!

মোহম্মদ। আমার মনে হয়, শাহাজাদা আদিলশাহের নিকটই আপনার আশ্রয় নেওয়া উচিত ছিল।

মরিয়ম। শাহাজাদা আদিল! তুমি জান না মোহম্মদ, আদিলশাহ সাম্রাজ্যের লোভে রক্তপিপাসু বাঘের মতই ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে। তার কাছে ফিরোজকে নিয়ে আশ্রয় চাওয়া আর ফিরোজকে মৃত্যুর পায়ে ফেলে দেওয়া একই কথা।

মোহম্মদ। আমার কিন্তু মনে হয় বেগম সাহেবা, আদিলশাহের কাছে আশ্রয়ভিক্ষা ক'রলে সাম্রাজ্যের অধিকার হয়তো রক্ষা হ'তো না—কিন্তু ফিরোজশাহের জীবনটা অন্ততঃ বাঁচতো।

ফিরোজ। আপনারা কি আমাকে রক্ষা ক'রতে অসমর্থ?

মোহম্মদ। আমার কথা ছেড়ে দাও শাহাজাদা। আমি ঢাকের বাঁয়া—বাজি না কোনদিনই। পিতার সঙ্গে তালে তাল দেওয়াই আমার ধর্ম।

মরিয়ম। তাহ'লে তোমার পিতা আর পিতৃব্যকেই ডাক মোহম্মদ!

এখনো পাঠানসম্রাটের মৃতদেহ হয়তো কফিনের মধ্যে উষ্ণই র'য়ে গেছে। আমার স্থির বিশ্বাস—তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে সম্মান দেখাতে তোমার বাবা এবং কাকা হয়তো কার্পণ্য ক'রবেন না।

মোহম্মদ। খোদা আপনার ইচ্ছা পূরণ করুন। ঐ দেখুন মেঘ না চাইতেই জল! পিতা ও পিতৃব্য এইদিকেই আসছেন।

মরিয়ম। আসছেন?

মোহম্মদ। হ্যাঁ, আসছেন। সূর্যের উদয় হ'লে চাঁদকে যেমন গা-ঢাকা দিতে হয়, তেমনি এবার আমারও প্রস্থানের পালা।

মরিয়ম। তুমি চ'লে যাবে মোহম্মদ!

মোহম্মদ। হ্যাঁ, যাবো। যাবার আগে আপনাকে একটা কথা জানিয়ে যাই বেগম সাহেবা—হিন্দুদের গঙ্গায় পাঁঠা দেওয়ার মত অবস্থা আপনার যেন না হয়। খুব হুঁসিয়ার। [গমনোদ্যত]

সেকেন্দারশাহ ও ইব্রাহিমের প্রবেশ।

সেকেন্দার। গঙ্গায় পাঁঠা দেওয়ার অর্থ কি মোহম্মদ?

মোহম্মদ। কিছু না, কিছু না আব্বা। পাগল-ছাগল মানুষ আমি, তাই বেগম সাহেবাকে হিন্দুরা যে গঙ্গায় পাঁঠা দেয়, তারই বিবরণ শুনাচ্ছিলাম।

ইব্রাহিম। সে আবার কি রকম?

মোহম্মদ। বুঝলেন না চাচা মিঞা? পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে হিন্দুরা গঙ্গায় পাঠা ছেড়ে দেয়। আর একদল লোক থাকে, যারা ঐ পাঁঠার লোভে কেউ ধরে ঠ্যাং, কেউ ধরে হাত, কেউ ধরে কান, কেউ ধরে মুণ্ডু। সুরু হয় হেঁইয়ো টানের পালা। তারপর পাঁঠার অবস্থা কি হয় ব'লতে পারেন?

সেকেন্দার। ছিঁড়ে নিশ্চয়ই টুকরো টুকরো হ'য়ে যায়।

মোহম্মদ। হুবহু তাই—ঠিক যেমনটি হয় পরস্পর হানাহানির ফলে শক্তিশালী রাজ্যের অবস্থা। সেলাম।

[প্রস্থান।

সেকেন্দার। পাগলা, পাগলা, ছেলেটা একদম পাগলা।

মরিয়ম। পাগল হ'লেও ওর ইঙ্গিতটি কিন্তু বড়ই তথ্যপূর্ণ।

ইব্রাহিম। বেগম সাহেবা হঠাৎ—

মরিয়ম। একটা ঝড়ের পূর্বাভাস আমাকে এখানে টেনে এনেছে আফগান-বীর।

সেকেন্দার। ঝড়?

মরিয়ম। হ্যাঁ, ঝড়। আমার স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমি লক্ষ্য ক'রেছি আমার ফিরোজকে তছনছ ক'রে দেবার জন্যে একটা ঝড়ের ষড়যন্ত্র চ'লেছে। তাই নিরাপত্তার জন্য ফিরোজকে নিয়ে আপনাদের কাছে আশ্রয়ের জন্য এসেছি।

ইব্রাহিম। আপনার এই আশংকার হেতু সুস্পষ্ট বুঝতে না পারলেও আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি বেগম সাহেবা, আপনার পুত্রকে রক্ষা করবার জন্য আমার তরবারি সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে।

সেকেন্দার। তোমার ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই ভাই। শাহজাদা ফিরোজশাহের দায়িত্ব আমিই গ্রহণ ক'রলাম। আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন বেগম সাহেবা। আমি বেঁচে থাকতে ফিরোজশাহের কোন অমঙ্গলই হ'তে দেব না।

মরিয়ম। খোদা আপনাদের মঙ্গল করুন। এই মুহূর্তে গতায়ু সম্রাটের পবিত্র নামে আমার ফিরোজকে আপনাদের হাতেই তুলে দিলাম। যাও ফিরোজ, আজ থেকে তোমার সব দায়িত্ব শক্তিশালী—

মহান আফগান-বীর সেকেন্দার—ইব্রাহিমের উপর। [ফিরোজকে ইব্রাহিম ও সেকেন্দারের হাতে তুলিয়া দিল]

ফিরোজ। রাজ্য আমি চাই না—আমি চাই আপনাদের ভালবাসা। চাই একটু আশ্রয়।

ইব্রাহিম। আল হাম্‌দো লিল্লাহ।

সেকেন্দার। যান বেগম সাহেবা, আপনি পুত্রকে নিয়ে হারেমে বিশ্রাম করুন। আমরা ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির জন্য একটু আলোচনা ক'রেনি।

মরিয়ম। তাই করুন—তাই করুন। ধীর মস্তিষ্কে আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করুন। বেহেস্তবাসী স্বামীর নামে আমি শপথ ক'রে যাচ্ছি—আমার নাবালক পুত্রের অভিভাবক হ'য়ে আপনারা যে-কেউ পাঠানসাম্রাজ্য শাসন ক'রবেন।

[ফিরোজ সহ প্রস্থান।

ইব্রাহিম। ইব্রাহিমশাহ থাকতে আপনার পুত্রের—

সেকেন্দার। তুমি অত্যন্ত বেলাহাজ্ ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম। কেন?

সেকেন্দার। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ সেকেন্দারশাহ উপস্থিত থাকতে এই সব গুরুতর রাজকার্যে কথা কইবার তুমি কে? কি তোমার যোগ্যতা?

ইব্রাহিম। বয়োজ্যেষ্ঠের দাবীটাই যদি যোগ্যতার মাপকাঠি হ'তো, তাহ'লে বিদ্যালয়ের প্রবীণ দপ্তরীরাই সবচেয়ে বেশী বিদ্বান্ ব'লেই পরিচিত হ'তো।

সেকেন্দার। তুমি কি আমার সংগে বিবাদ করতে চাও?

ইব্রাহিম। না। আমি তোমার সুবুদ্ধিকে সজাগ ক'রে দিতে চাই।

সেকেন্দার। তার অর্থ?

ইব্রাহিম। তার অর্থ আত্মকলহ না ক'রে এসো আমরা সন্ধি করি।

সেকেন্দার। সন্ধি?

ইব্রাহিম। হ্যাঁ, সন্ধি। ভবিষ্যতে অর্ধেক পাঠান-সাম্রাজ্য আমার, আর অর্ধেক তোমার। রাজী?

সেকেন্দার। রাজী।

ইব্রাহিম। তাহ'লে—[হাত বাড়াইয়া দিল, সেকেন্দার সে হাত চাপিয়া ধরিল। উভয়ের মুখ নীরব পৈশাচিক হাসিতে ভরিয়া উঠিল]

সেকেন্দার। এই স্বর্ণ-সুযোগ। এই প্রাসাদের মধ্যেই ফিরোজকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

সহসা পিস্তলহস্তে আদিলশাহের ও অশ্বজিৎ গৌড়ের প্রবেশ। আদিলশাহ্ কিছুটা মাতাল।

আদিল। সে সুযোগ দিতে পারলাম না ব'লে আমি বহুৎ বহুৎ দুঃখিত মিঞা সাহেবের দল।

সেকেন্দার ও ইব্রাহিম। আদিলশাহ।

আদিল। জী জনাব। আমার আগমনে আপনাদের বড়ই অসুবিধা হ'লো, না বড় মিঞা?

সেকেন্দার। তোমার এই পরিহাসের জন্য তোমাকে আমরা— [তরবারিতে হস্ত প্রদান]

আদিল। উঁ-হু-হু, কষ্ট ক'রে আর নড়াচড়া ক'রবেন না। এই পিস্তলের গুলি খুব সুবিধের জিনিষ নয়। হুট্ ক'রে ছুটে গেলেই পুট্ ক'রে প্রাণপাখী খাঁচা-ছাড়া হ'য়ে যাবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ইব্রাহিম। আদিলশাহ।

অশ্বজিৎ। আপনারা দয়া ক'রে হাত তুলে দাঁড়ান। নইলে—

আদিল। থাক্—থাক্ অশ্বজিৎ। সম্মানী ব্যক্তিদের ভয় দেখানো ঠিক উচিত নয়। কি বলেন আপনারা?

সেকেন্দার। সম্মানী ব্যক্তিদের এভাবে বিদ্রূপ ক'রতে কবে থেকে শিখ্‌লে আদিলশাহ?

আদিল। যেদিন থেকে খোদার নামে আশ্রয় দিয়েও আশ্রিতের বুক লক্ষ্য ক'রে আপনারা তরবারি তুলে ধ'রতে শিখেছেন—ঠিক সেই দিন থেকেই।

ইব্রাহিম। তোমার উপহাস অসহ্য। পথ ছাড়, আমরা বেরিয়ে যাব।

আদিল। সেজন্যে আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না মিঞা ভাই। বাইরে প্রাসাদদ্বারে সৈন্যেরা অপেক্ষা ক'রছে আপনাদের হাতে লোহার বলয় পরিয়ে যথাযোগ্য স্থানে স্থানান্তরিত ক'রতে—অবশ্য সসম্মানে। অশ্বজিৎ!

অশ্বজিৎ। আদেশ করুন সম্রাট।

ইব্রাহিম ও সেকেন্দার। সম্রাট?

আদিল। না—না, এখনো অবশ্য শাহাজাদা। তবে অশ্বজিতের দৃষ্টি একটু প্রখর কিনা, তাই সে ভবিষ্যৎটা কাছে দেখ্‌তে পেয়েছে।

ইব্রাহিম। তুমি কি তাহ'লে পাঠানসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হ'তে চাও?

আদিল। দোষ কি পয়গম্বর সাহেব! আপনারা পাঠানসাম্রাজ্যের কেউ না হ'য়েও যদি গদি দখল ক'রতে চান, তাহ'লে আমি আদিলশাহ পাঠানসম্রাট ইসলামশাহের চাচাতো ভাই—আমি গদি চাইলে কি অন্যায় হয়, না অশোভন হয়?

অশ্বজিৎ। বিলম্বে সময় নষ্ট হ'চ্ছে জাঁহাপনা।

আদিল। তুমি—সত্যি অশ্বজিৎ, তোমার চিন্তার গতি এত দ্রুত

ব'লেই বোধহয় তোমার পিতা শেরশাহের সেনাপতি ব্রহ্মজিৎ গৌড় অশ্বের সংগে তুলনা ক'রেই তোমার নাম রেখেছিল।

অশ্বজিৎ। জনাব কি আমাকে—

আদিল। তোমার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ঐ মহাপুরুষদের হাতে শিকল পরিয়ে যথাস্থানে প্রেরণ কর।

ইব্রাহিম ও সেকেন্দার। তুমি আমাদের বন্দী করতে চাও?

আদিল। [অশ্বজিৎকে] যদি বাধা দেয়, তাহ'লে—কি করা হবে অশ্বজিৎ?

অশ্বজিৎ। গুলি ক'রে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

আদিল। সাবাস্—সাবাস্!

[অশ্বজিৎ সেকেন্দার ও ইব্রাহিমশাহ্‌কে বন্দী করিল]

ইব্রাহিম। এর শোচনীয় পরিণাম কিন্তু তোমাকে একদিন ভুগতে হবে আদিলশাহ।

সেকেন্দার। যদি সুযোগ পাই, তবে আজকের এই অপমানের প্রতিশোধ আমি কড়ায় গণ্ডায় ওয়াশীল ক'রে নেব শয়তান।

[আদিলশাহের ইংগিতে অশ্বজিৎ বন্দীদের লইয়া গেল।

আদিল। শয়তান! হাঃ-হাঃ-হাঃ। যারা আশ্রয় দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশ্রিতকে হত্যা ক'রতে উদ্যত হয়, তারা হ'লেন সাধুপুরুষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কিন্তু ফিরোজশাহ—ফিরোজশাহ্ কোথায়? তাকে আমি চাই—তাকে আমি চাই।

দ্রুত ফিরোজশাহের প্রবেশ।

ফিরোজ। মোহম্মদ ভাই—মোহম্মদ ভাই! আম্মাজান তোমাকে —একি! চাচাজি!

আদিল। [দ্রুত ফিরোজকে ধরিল] তোমার জন্যই অপেক্ষা ক'রছি বাপজী ?

ফিরোজ। আমার জন্য ?

আদিল। সেটা কি অসম্ভব ? আমি মাতাল ব'লে কি ভ্রাতুষ্পুত্রকে আদর করবার অধিকারও আমার নেই ?

পিস্তলহস্তে মোহম্মদের প্রবেশ।

মোহম্মদ। পিস্তল পরিত্যাগ ক'রে হাত সোজা ক'রে লক্ষ্মী ছেলেটির মত একবার দাঁড়ান। আমি পরীক্ষা ক'রে দেখি—আপনার অধিকার আছে কি না।

আদিল। একি, মোহম্মদ !

মোহম্মদ। আফশোষ কি পাঠান-কালনেমি, এ হ'চ্ছে ইতিহাসের পুনরাবর্তন। দয়া ক'রে অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। নইলে—

আদিল। নইলে ?

মোহম্মদ। ক্ষ্যাপা কুকুরকে গুলি ক'রে মারতে কেউ কোন দিনই দ্বিধা করে না।

সহসা পশ্চাৎ দিক হইতে অশ্বজিৎ আসিয়া গুলিভরা পিস্তল মোহম্মদের কাঁধে ছোঁয়াইল।

অশ্বজিৎ। আমরাও দ্বিধা করি না আমাদের পথের বাধাকে সরিয়ে দি'তে।

মোহম্মদ। কে ?

[যেই ঘুরিয়া দাঁড়াইতে গেল, অমনি অশ্বজিৎ ও আদিলশাহ আক্রমণ করিয়া বন্দী করিল]

অশ্বজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ইতিহাসের পুনরাবর্তন।

মোহম্মদ। ইতিহাসের এই পুনরাবর্ত্তনে তোমার তড়িৎ গতি দেখে তোমাকে আমি মোবারকবাদ জানাচ্ছি ঘোড়া মশাই!

অশ্বজিৎ। মোহম্মদ!

মোহম্মদ। জিন্দা রহো বেটা—জিন্দা রহো।

আদিল। বন্দী হ'য়েও তোমার ভয় হ'চ্ছে না মোহম্মদ?

মোহম্মদ। ভয়! হাঃ-হাঃ-হাঃ! বরং দুঃখই হ'চ্ছে।

অশ্বজিৎ ও আদিল। দুঃখ?

মোহম্মদ। দুঃখ। মানে আফশোষ। আমার হাত দুটো খোলা নেই; নইলে মানুষ ঘোড়ার পিঠে হাত চাপড়ে যেমন বলে জিন্দা রহো বেটা,—আমিও ঠিক তেমনি ক'রেই ব'লতাম।

অশ্বজিৎ। তুমি আমাকে জানোয়ার ব'লে অপমান ক'রছ মোহম্মদ।

মোহম্মদ। না—না, সম্মান ক'রছি—সম্মান ক'রছি। ঘোড়া কেমন প্রভুভক্ত—বলবান্—দ্রুতগামী সুন্দর। এই সব বেইমান মানুষের বাচ্চার চেয়ে ঘোড়ার বাচ্চা অনেক ভাল।

আদিল। তোমার নির্ভীকতাকে আমি প্রশংসা করি মোহম্মদ। তুমি যদি স্বেচ্ছায় আমার আনুগত্য স্বীকার কর, তবে আমি তোমাকে মুক্তি এবং সেই সংগে—

মোহম্মদ। ইনাম—উচ্চরাজপদ ইত্যাদি ইত্যাদি? মাফ ক'রবেন শাহাজাদা। ওসব ইনাম রাজপদের লোভ থাকে আপনাদের মত ভাল মানুষদের, আমার মত পাগল-ছাগলের নয়।

আদিল। তোমার এই নির্লোভ প্রবৃত্তি আমাকে আরো খুসী ক'রলো মোহম্মদ।

মোহম্মদ। খুসীই যদি হ'য়ে থাকেন শাহাজাদা, তবে আমার একটা আর্জি মঞ্জুর করুন।

অশ্বজিৎ। শত্রুর আর্জি আমরা শুনি না।

আদিল। কিন্তু আমি শুনি। বল মোহম্মদ, কি তোমার আর্জি ?

মোহম্মদ। মেহেরবানী ক'রে কারাগারে আমার হতভাগ্য পিতার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিন।

অশ্বজিৎ। তুমি স্বেচ্ছায় কারাগারে যেতে চাও! তুমি কি মূর্খ ?

মোহম্মদ। না ভাই, আমি মূর্খ নই। আমি ঢাকের বাঁয়া। ডাইনা ছাড়া আমার পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নেই। তাই আমার অনুরোধ—আমাকে কারাগারে প্রেরণ করুন।

আদিল। না নির্লোভ পাঠান। তোমার মত একটা মহাপ্রাণকে কারাগারে পাঠিয়ে মারতে পারি না, আমি তোমায় মুক্তি দিলাম। [শিকল খুলিয়া দিল]

অশ্বজিৎ। কিন্তু ও যে শত্রু।

আদিল। না, ও কারো শত্রু নয়। ও সারা জাহানের মিত্র।

মোহম্মদ। শাহাজাদা!

আদিল। যাও মোহম্মদ, তুমি এই মুহূর্তে গোয়ালিয়রের পথে যাত্রা কর। এই রক্তমাখা হানাহানির পথে আমাদের মত স্বার্থপর কৃমি-কীটেরাই কিলবিল করুক্। তোমার মত সাধু পুরুষের পবিত্র অংগে যেন এর বাতাস পর্যন্ত না লাগে।

অশ্বজিৎ ও মোহম্মদ। শাহাজাদা—

আদিল। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মোহম্মদ, আমার রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন হ'য়ে গেলে আমি তোমার পিতা এবং পিতৃব্যকে সসম্মানে মুক্তি দেব। তুমি যাও।

মোহম্মদ। যাচ্ছি। যাবার আগে জানিয়ে যাচ্ছি, আমি পিতার পুত্র। ন্যায় হোক্, অন্যায় হোক্, তাঁর নিরাপত্তা আর মংগলের জন্য আমি সব ক'রতে পারি এবং করবো। [প্রস্থানোদ্যত]

ফিরোজ। আমাকে ফেলে তুমি চ'লে যাবে ভাই ?

মোহম্মদ। দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান আল্লাহো-তালার কাছেই তোমায় রেখে গেলাম ফিরোজ। খোদা হাফেজ।

[প্রস্থান।

অশ্বজিৎ। আর বিলম্ব ক'রবেন না জনাব। এই মুহূর্তে কাজ হাঁসিল ক'রে ফেলুন। বিলম্বে বিঘ্ন ঘট্‌তে পারে।

আদিল। তুমি কি ফিরোজকে বন্দী ক'রতে বল ?

অশ্বজিৎ। না জনাব! ঐ শিশুকে অত দুঃখ দিতে আমি চাই না।

আদিল। তবে ?

অশ্বজিৎ। ঐ পয়গম্বর মোহম্মদের কথামত কাজ করুন। ফিরোজ-শাহ্‌কে একদম খোদাতালার কাছে পাঠিয়ে দিন।

আদিল। হত্যা ?

ফিরোজ। না—না, আমায় মেরো না, আমায় মেরো না। মা—মা—[গমনোদ্যত]

অশ্বজিৎ। [ফিরোজের হাত ধরিল] কোথায় পালাবে বালক ? নিয়তি যাকে ডাকে, তার আর গত্যন্তর নেই। কাজ হাঁসিল করুন জনাব।

আদিল। কিন্তু শিশুহত্যা—

অশ্বজিৎ। পাঠানসাম্রাজ্যে এ তো নূতন কথা নয় শাহাজাদা! নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ ক'রতে যদি আপনি চান, তবে দ্বিধাশূন্য চিত্তে এর বুকে আমূল খঞ্জর বিঁধিয়ে দিন।

বেগে মরিয়মের প্রবেশ।

মরিয়ম। না—না, ফিরোজকে তোমরা মেরো না। ফিরোজকে তোমরা মেরো না।

ফিরোজ। মা—মা!

মরিয়ম। বাবা! [জড়াইয়া ধরিল]

আদিল। বেগম সাহেবা!

মরিয়ম। বেগম সাহেবা! এখনো এই সম্বোধন তোমার মনে আছে দস্যু?

অশ্বজিৎ ও আদিল। দস্যু?

মরিয়ম। হ্যাঁ। দস্যু—পরস্বাপহারী—তস্কর—হত্যাকারী ঘাতক।

আদিল। তাহ'লে ঘাতকের রূপটাই বেশ ভাল ক'রে দেখে নাও বেগম সাহেবা। [খঞ্জর তুলিল]

মরিয়ম। না—না, তুমি সাধু—তুমি মহান্। তোমার পায়ে ধ'রে অনুরোধ ক'রছি, তুমি রাজ্য নাও—ঐশ্বর্য নাও—শুধু আমার দুধের বাছা ফিরোজকে ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও।

অশ্বজিৎ। দুর্বল হ'লে চ'লবে না শাহাজাদা। শীঘ্র কাজ হাঁসিল ক'রে ফেলুন।

ফিরোজ। না না, আমায় মেরো না—আমায় মেরো না। রাজ্য আমি চাই না, আমায় শুধু বাঁচতে দাও।

আদিল। বাঁচতেই তো তোমায় দিতে চেয়েছিলাম ফিরোজ। কিন্তু তোমার মা যে অবিশ্বাসের কষাঘাতে আমার সুপ্ত দানবটাকে জাগিয়ে তুল্‌লে।

মরিয়ম। আমি?

আদিল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি। আমি মাতাল—উচ্ছৃঙ্খল। সিংহাসনের লোভ হয়তো আমার মনে ছিল। কিন্তু শিশুহত্যার কল্পনা আমি কোন দিনই করিনি। তুমি ফিরোজকে নিয়ে এখানে পালিয়ে এসে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছ রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য শিশুহত্যা অসম্ভব নয়।

অশ্বজিৎ। সুতরাং—

আদিল। সুতরাং এইখানেই ফিরোজশাহের সমাপ্তি ঘটুক। [অস্ত্র উত্তোলন]

মরিয়ম। না—না, মেরো না। আমাদের বন্দী ক'রে রাখ, তবুও মায়ের সামনে সন্তানকে হত্যা ক'রো না। শাহাজাদা—শাহাজাদা! [পদতলে পতন]

আদিল। বেগম সাহেবা—

মরিয়ম। ভেবে দেখ এখনো। কফিনে শায়িত পাঠানসম্রাটের দুটি ব্যগ্র চক্ষু সুদূর কবর-গাত্র থেকে আকুল দৃষ্টিতে তাঁর পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে আছে।

আদিল। বেগম সাহেবা!

মরিয়ম। স্মরণ ক'রো, জীবিতকালে আমার স্বামী তোমাকে কত স্নেহ ক'রতেন। ঐ ফিরোজের সঙ্গে তোমাকে নিয়ে কত দীর্ঘরাত্রি গল্পের মালা গেঁথে গিয়েছেন। এই ফিরোজ কতদিন পরম নির্ভয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছে।

আদিল। আপনি থামুন, আপনি থামুন বেগম সাহেবা। আপনার কথায় আমার বিবেকটা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে।

ফিরোজ। চাচাজী!

আদিল। ফিরোজ!

অশ্বজিৎ। শাহাজাদা!

আদিল। থাক্—থাক্ অশ্বজিৎ। ফিরোজ বেঁচেই থাক্। শিশু-হত্যায় আর প্রয়োজন নেই।

অশ্বজিৎ। কিন্তু আপনার মসনদ?

মরিয়ম। আমায় দরবারে নিয়ে চল। আমি প্রকাশ্য দরবারে ঘোষণা ক'রবো এরাজ্য ফিরোজশাহের নয়, সম্রাটের ভ্রাতা আদিলশাহের।

অশ্বজিৎ। সে শুধু প্রহসন ছাড়া আর কিছুই হবে না শাহাজাদা। যদি রাজ্য চান—যদি পাঠানসাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা ক'রতে চান, তাহ'লে অবিলম্বে ফিরোজকে হত্যা করুন!

আদিল। থাক্ অশ্বজিৎ। ফিরোজকে হত্যা না ক'রে বরং তুমি বন্দী ক'রেই নিয়ে চল।

অশ্বজিৎ। বন্দী নয় সম্রাট! সিংহাসন নিষ্কণ্টকে ভোগ ক'রতে হ'লে ঐ ফিরোজকে আপনার হত্যা ক'রতেই হবে। দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতেই হবে।

আদিল। তুমি কোন্ জাতের মানুষ ব'লতে পার অশ্বজিৎ?

অশ্বজিৎ। আমি সেই জাতের মানুষ জনাব, যে জাতের মানুষ চাণক্যশ্লোক রচনা ক'রে ব'লেছেন—ঋণ অগ্নি আর শত্রুর যে শেষ রাখে, তার মত আহাম্মক কেউ নেই।

মরিয়ম। তুমি মানুষ নও, রাক্ষস।

আদিল। না। ও চাণক্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী। হে চাণক্যো-পম হিন্দু! রাজনীতিক্ষেত্রে তুমি ওস্তাদ, আমি চেলা। এসো ফিরোজ, আমি ওস্তাদের ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে আমার পথ পরিষ্কার ক'রে নিই। [ফিরোজকে ছুরিকাঘাত]

ফিরোজ। আঃ, মা—মা, বাঁচাও—বাঁচাও।

[ছুটিয়া প্রস্থান।

মরিয়ম। ফিরোজ—ফিরোজ!

আদিল। কোথায় পালাবে শিশু? মৃত্যু তোমার পশ্চাতে।

[ফিরোজের পশ্চাদ্ধাবন]

মরিয়ম। ফিরোজ—ফিরোজ! [গমনোদ্যত]

অশ্বজিৎ। [বাধা দিয়া] পথ রুদ্ধ বিবি।

মরিয়ম। পথ ছাড়—পথ ছাড়। [নেপথ্যে ফিরোজের চীৎকার—"মা—মা" এবং আদিলশাহের অট্টহাসি] ঐ—ঐ ফিরোজ আমায় ডাকৃছে, পথ ছেড়ে দে—পথ ছেড়ে দে।

অশ্বজিৎ। না। একদিন আমার পিতা ব্রহ্মদত্ত গৌড় পুণ্যশ্লোক সম্রাট শেরশাহের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তারই পুত্র ইসলামশাহ তোমার স্বামী কাফের ব'লে আমাকে অপমান ক'রে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আজ তারই প্রতিশোধ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রক্তমাখা হাতে আদিলশাহের প্রবেশ।

আদিল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সব শেষ।

মরিয়ম। ফিরোজ—আমার ফিরোজ—

আদিল। ঐখানে রক্ত শতদলের উপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মরিয়ম। ফিরোজ—ফিরোজ— [ছুটিয়া প্রস্থান।

অশ্বজিৎ। সাবাস্—সাবাস্ জনাব। এই না হ'লে সম্রাট হওয়া যায়?

আদিল। অ্যাঁ! আমায় ব'লছো?

অশ্বজিৎ। এই শূন্য প্রাসাদে আমিই প্রথম আপনাকে ভারতসম্রাট ব'লে সেলাম জানাচ্ছি।

[ইতিমধ্যে রুমাল বাহির করিয়া আদিল তাহার
হাতের রক্ত মুছিতেছিল]

আদিল। সেলাম! তা ভাল—তা ভাল। কিন্তু এত রক্ত—
[গমনোদ্যত]

অশ্বজিৎ। জাঁহাপনা।

আদিল। অশ্বজিৎ! জিন্দাবাদ। সম্রাট আদিলশাহ্! তুমিও—
জিন্দাবাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

অশ্বজিৎ। যাক্। প্রতিশোধের প্রথম পর্ব শেষ। এইবার ভূতপূর্ব বেগম সাহেবা মরিয়ম, কৌতূহল বশে একদিন তোমার হারেমের উদ্যানে প্রবেশ করেছিলাম ব'লে তোমার স্বামী আমাকে পদচ্যুত ক'রেছিল—তুমি চেয়েছিলে আমাকে পয়জার মারতে। এবার প্রতিশোধ নেবো—তোমাকে দিয়েই আমার পয়জারের ময়লা সাফ করিয়ে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যমুনাতীর।

[নেপথ্যে কোকিলের 'কুহু' শব্দ]

কলসী কাঁখে শঙ্খিনীর প্রবেশ।

[সে কোকিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া 'কুহু—কুহু' শব্দ করিতে লাগিল। স্বর ক্রমেই উচ্চগ্রামে উঠিল। শঙ্খিনী হাসিয়া গান ধরিল]

শঙ্খিনী।—

গীত।

ওরে, ও কোকিলা রে,
তুই এমন ক'রে আকুল স্বরে ডাকিস্ কারে?
তোর কুহু কুহু কুহু রাগে,
মোর মনের বনে ফাগুন জাগে,
আমার হিয়া পরশ মাগে
না জানি সে কোন অজানারে।

মাথায় একটা বিরাট ঝাঁকাতে সওদা সহ হিমুর প্রবেশ।

হিমু। বাঃ, বাঃ শঙ্খিনী! আজ যে দেখছি তোর গানের যমুনা উজান বইতে সুরু ক'রেছে রে। [ঝাঁকা নামাইয়া চাদর দিয়া ঘাম মুছিল]

শঙ্খিনী। দেখ না হিমুদা, ঐ পোড়া পাখিটা আমাকে দেখলেই কেমন কুহু কুহু ক'রে জ্বালাতে সুরু করে। তাইতো আমি রাগ ক'রে—

হিমু। গানের তুবড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছিস্ যাতে কোকিলের পোড়া প্রাণ আরো পুড়ে যায়, না? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শঙ্খিনী। হেসো না—হেসো না হিমুদা—ও পাখিটা সত্যি ভারী দুষ্টু। তুমি তো আচ্ছা পালোয়ান। তা দাও না ধ'রে আচ্ছা ক'রে শায়েস্তা ক'রে।

হিমু। ধ'রে শায়েস্তা নিশ্চয়ই ক'রবো—তবে ওকে নয়—

শঙ্খিনী। আবার কাকে?

হিমু। ওর ডাক শুনলে যার কথা তোর মনে পড়ে, সেই মনো-চোরাকে ধ'রে আচ্ছা ক'রে কান ম'লে দেব।

শঙ্খিনী। যাও তুমি ভারী দুষ্টু। সব কথাতেই কেবল তোমার ঠাট্টা আর ঠাট্টা।

হিমু। ঠাট্টা নয় দিদি। তুই আজ বড় হ'য়েছিস্ তোর জন্য বর খুঁজে দেখা আমার একটা কর্তব্য।

শঙ্খিনী। কে ব'লেছে তোমাকে আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট ক'রতে।

হিমু। কে আর বলবে রে পাগলি। তোর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি—সময় হয়েছে নিকট, এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

শঙ্খিনী। [অভিমানে] বুঝতে পেরেছি হিমুদা। পরের মেয়েকে দয়া ক'রে মানুষ ক'রেছ। সে এখন তোমাদের গলগ্রহ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেয় ক'রতে পারলে তোমরা বাঁচো।

হিমু। ছিঃ বোন, এমন কথা তুই আমায় ব'লতে পারলি? তুই আমাদের গলগ্রহ! ওরে, তোর মা যেদিন মুমূর্ষু অবস্থায় বনের পথে আমার পিতার হাতে তোকে তুলে দিয়ে প্রাণত্যাগ ক'রলেন—সেদিন থেকে তোকে কি আমার পিতা নিজের মেয়ের মতই মানুষ ক'রে

তোলেনি? এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে আমি কিম্বা আমার পিতা তোর সঙ্গে কি পরের মত ব্যবহার করেছে?

শঙ্খিনী। তুমি রাগ করলে হিমুদা? দেখ, বুদ্ধিশুদ্ধি আমার কম! অতটা ভেবে আমি কথা বলিনি। আমায় তুমি ক্ষমা কর হিমুদা!

হিমু। ক্ষমা কি রে পাগলি? তুই যে আমার পরম স্নেহের পাত্রী; এ সংসারে একমাত্র আকর্ষণ।

[নেপথ্যে আর্ত্ত চীৎকার—গোলমাল ও হৈ-চৈ]

নেপথ্যে। গেল—গেল—সামাল, ঘোড়াটা ক্ষেপে গেছে। গেল—গেল।

হিমু। তাইতো শঙ্খিনী, হঠাৎ কি হ'লো? একি! একটা চৌঘুড়ি উল্কাবেগে নদীর দিকে ছুটে যাচ্ছে! গাড়ীতে বিপন্ন আরোহী—কেউ ঘোড়াকে ধ'রতে পাচ্ছে না। [চীৎকার করিয়া] ভয় নেই—ভয় নেই।

[দ্রুত প্রস্থান।

শঙ্খিনী। হিমুদা, সাবধান! তুমি নিজে জখম হ'য়ে যাবে। সাবধান!

[প্রস্থান।

ক্ষণপরে হাসনাবানুকে ধরিয়া শঙ্খিনী ও চৌঘুড়ির চালক মীনা পেশোয়ারীকে ধরিয়া হিমুর প্রবেশ।

হাসনা। কে তুমি মহান্ যুবক, আমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা ক'রলে?

হিমু। মহান্ আমি মোটেই নয় দেবী। আমি সামান্য দোকানদার।

হাসনা। না; তুমি দোকানদার নও। তুমি বেহেস্তের দূত। ওগো মহাপ্রাণ, তোমাকে এই দীনা রমণীর হাজার হাজার সেলাম।

[সেলাম করিতে গেল। মুখের ওড়না সরিয়া গেল। একটি
অনিন্দ্যসুন্দর মুখ প্রকাশিত হইল। হিমুর রূপ
দেখিয়া চমকিয়া উঠিল]

হিমু। [স্বগত] এত রূপ! এ যে বেহেস্তের হুরী।

শঙ্খিনী। [স্বগত] হিমুদার মনেও চাঞ্চল্য! আশ্চর্য্য!

মীনা। সাবাস্ বাবুজী। আপনার হিম্মতের আমি বহুৎ তারিফ করি।

হিমু। কেন ভাই?

মীনা। এই ক্ষ্যাপা ঘোড়াকে জোর ক'রে থামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তামাম্ হিন্দুস্থানে আপনি ছাড়া আর কারো নেই বাবুজী।

হাস্না। হাজার হাজার লোক পথের দুধারে দাঁড়িয়ে শুধু মজাই দেখলে আর চীৎকার ক'রলে। কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না. নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে শাহাজাদী হাস্নাবানুকে রক্ষা ক'রতে।

হিমু ও শঙ্খিনী। আপনি শাহাজাদী?

মীনা। হ্যাঁ। ইনি ভারতসম্রাট আদিলশাহের কন্যা শাহাজাদী হাস্নাবানু।

হিমু ও শঙ্খিনী। এই হিন্দু প্রজার অভিবাদন গ্রহণ করুন শাহাজাদী। [করজোড়ে নমস্কার]

হাস্না। না-না, অভিবাদন আমাকে নয়, অভিবাদন আপনারই প্রাপ্য। ওগো হিন্দুবীর, আজ থেকে শাহাজাদী হাস্নাবানু আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

হিমু। কৃতজ্ঞতার আমি কিছুই করিনি শাহাজাদী। মানুষ হ'য়ে মানুষকে রক্ষা করাই তো মানুষের কর্ত্তব্য। আমি তো তার বেশী আর কিছু করিনি।

শঙ্খিনী। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না হিমুদা, রাজবাড়ীর এই শিক্ষিত ঘোড়া হঠাৎ এভাবে ক্ষেপে গেল কেন?

মীনা। আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না।

হাস্না। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি।

হিমু। কি বুঝতে পেরেছেন শাহাজাদী?

হাস্না। ঐ বেইমান মীনা পেশোয়ারী চালকের আসন থেকে ঘোড়ার সামনে একটা পটকা নিক্ষেপ করায় ঘোড়াটা ক্ষেপে ওঠে।

হিমু। পট্‌কা নিক্ষেপের অর্থ কি মীনা পেশোয়ারী?

মীনা। পট্‌কা মানে—আমি—না-না—আমি কিছুই জানি না।

হাস্না। তুই সব জানিস্ শয়তান। বল্ কেন তুই পট্‌কানিক্ষেপ ক'রেছিস।

মীনা। দোহাই হুজুরাইন, আমি নির্দোষ। হঠাৎ খেয়ালের বশে—

হিমু। খেয়ালের বশে? বেইমান! তোমার এই খেয়ালের বশে আজ শাহাজাদীর জীবন বিপন্ন হ'তে চ'লেছিল। বল্, এর পশ্চাতে কি গুপ্ত ষড়যন্ত্র র'য়েছে।

শঙ্খিনী। বল্। নইলে, [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া] এই ছুরি দিয়ে তোমায় কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ঐ যমুনার জলে ভাসিয়ে দেব।

মীনা। [সভয়ে] দোহাই হুজুরাইন, আমাকে প্রাণে মারবেন না। আমি সব কথাই বলছি।

হিমু। বল্।

মীনা। আমি বড় গরীব আদ্‌মী বাবুজী। গাড়ী চালিয়ে যে টঙ্কা বেতন পাই, তাতে আমার কিছুতেই চলে না। তাই যখন একটা অপরিচিত লোক আমার কাছে এসে পাঁচ হাজার আস্‌রফী দিয়ে ব'ললে

—এই গাড়ী শুদ্ধ শাহাজাদীকে যদি ঐ যমুনার জলে ডুবিয়ে মারতে পারিস্ তবে এই পাঁচ হাজার আশরফী তোর।

হাস্না। তুই সেই পাঁচ হাজার আস্রফী নিলি?

মীনা। নিলাম শাহাজাদী। ভবিষ্যৎ সুখের লোভে গরীব মানুষ আমি, আমার ইমান বিক্রী ক'রে দিলাম।

হাস্না। হত্যা করুন, হত্যা করুন। ঐ নিমকহারাম বেইমানকে এই মুহূর্তে আপনি হত্যা করুন হিন্দুবীর।

মীনা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই করুন—তাই করুন। লোভের বশে ইমান্ বিক্রী ক'রে যে অন্যায় আমি করেছি, তাতে মৃত্যুই আমার যোগ্য শাস্তি।

শঙ্খিনী! না হিমুদা। ওকে তুমি নিজে হত্যা না ক'রে রাজপুরুষের হাতে তুলে দাও।

হাস্না। তাই করুন হিন্দুবীর। ওকে আমার পিতার কাছেই প্রেরণ করুন। পিতা বিচার ক'রে ওর যথাযোগ্য দণ্ড বিধান ক'রবেন।

হিমু। যদি অপরাধ না নেন শাহাজাদী, তাহ'লে মীনা পেশোয়ারীকে এবারের মত আমিই ছেড়ে দিতে চাই।

সকলে। ছেড়ে দেবেন।

হিমু। হ্যাঁ, ছেড়ে দেবো। কারণ প্রকৃত অপরাধী এই দরিদ্র মীনা পেশোয়ারী নয়।

সকলে। তবে?

হিমু। প্রকৃত অপরাধী সেই শয়তান—যে হিংসায় উন্মত্ত হ'য়ে মীনা পেশোয়ারীর দারিদ্রের সুযোগ নিয়েছে।

হাস্না। কিন্তু রাজদণ্ডবিধি তো একথা বলে না হিন্দুবীর।

হিমু। বলে না ব'লেই সারা দেশটা আজ শয়তানে ভ'রে গেছে।

প্রকৃত অপরাধী সগর্বে সমাজের বুকে বিচরণ ক'রছে—আর চুনোপুঁটি ধ'রে সরকার বাহবা নিচ্ছে। যাও মীনা পেশোয়ারী, আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম।

মীনা। মুক্তি দিলেন ?

হিমু। দিলাম। তবে এক সর্তে। লোভের বশবর্তী হ'য়ে আজ যে অন্যায় ক'রেছ, একদিন বুকের রক্ত ঢেলে এই রাজপরিবারের উপকার ক'রে তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে।

মীনা! আপনার মহত্বের তুলনা নেই বাবুজী। আমি খোদার কাছে শপথ ক'রছি—রক্ত দিয়ে এই মহাপাপের আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যাব।

হিমু। সাধু! যান শাহাজাদী, আপনি নির্ভয়ে মীনা পেশোয়ারীর সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে যান।

হাস্না। আবার মীনা পেশোয়ারী ?

হিমু। হ্যাঁ, আবার মীনা পেশোয়ারী। শাহাজাদী, পাপী হ'য়ে মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় না। কুসঙ্গীর প্রভাবে—লোভের বশবর্তী হ'য়ে মানুষ হারিয়ে ফেলে তার মনুষ্যত্ব। আবার সুযোগ-সুবিধা পেলে সেই অমানুষই হ'য়ে ওঠে বেহেস্তের দেবতা।

হাসনা। আপনার কথা আমি আমরণ মনে রাখবো। জীবনের প্রতি পদে পদে মিলিয়ে দেখ্‌বো আপনার এই নীতি সত্য কি মিথ্যা ?

শঙ্খিনী। কিন্তু হিমুদার নিরাপত্তার জন্য আজকের এই ষড়যন্ত্রের কাহিনী আপনাকে গুপ্ত রাখতে হবে শাহাজাদী। আশাকরি, আমার এই অনুরোধ আপনি উপেক্ষা ক'রবেন না।

হাস্না। ওগো হিন্দু, আমরা তোমাদের চোখে ঘৃণ্য মুসলমান হ'লেও উপকারীর উপকার অস্বীকার করি না।

আলীহোসেনের প্রবেশ ।

আলী। আপনার দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছি শাহাজাদী।

হাস্না। [ওড়নায় মুখ ঢাকিল] সেনাপতিকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহ'লে আসি মহান উদ্ধারকর্তা। আসি বোন শঙ্খিনী। তোমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি জীবনে কোন দিন বিস্মৃত হবো না।

[মীনা পেশোয়ারী সহ প্রস্থান।

আলী। [হিমুকে] আপনি শাহাজাদীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা ক'রেছেন ?

হিমু। আমি নই, ভগবান।

আলী। আপনার পরিচয়—আপনার নাম ?

হিমু। পরিচয় অতি সামান্য, দোকানদার আমি। নাম হিমু বাকাল।

আলী। আপনার এই উপকারের কথা পাঠান কোন দিনই ভুলবে না হিন্দুবীর। সরকার থেকে আপনাকে নিশ্চয়ই ইনাম দেওয়া হবে।

শঙ্খিনী। ইনামের লোভে যারা পরোপকার করে, তাদের আমরা মানুষ ব'লে স্বীকার করি না।

আলী। এ আপনি ব'লছেন কি ?

হিমু। আমার বোন ঠিকই ব'লেছে পাঠানবীর। হিমু বাকাল দরিদ্র দোকানদার হ'লেও অপরের অনুগ্রহের দান সে কোন দিনই গ্রহণ করে না। বিশেষতঃ আপনাদের সম্রাটের অতীত জীবনকে আমি ঘৃণা করি।

[প্রস্থান।

আলী। তোমার সাহস তো কম নয় হিন্দু।

শঙ্খিনী। হিন্দুরা চিরদিনই এমনি সাহসী। পাপকে ঘৃণা করা তাদের জন্মগত স্বভাব। [গমনোদ্যত]

আলী। কিন্তু সম্রাটকে ঘৃণা করার অপরাধে আপনাদের বিপদ হ'তে পারে, আশা করি এ কথাটা আপনাদের ইয়াদ আছে।

শঙ্খিনী। [ঘুরিয়া] স্মৃতিশক্তি আমাদের দুর্বল নয়। শিশুরক্তে একদিন যার হস্ত কলঙ্কিত হ'য়েছে, তার দেওয়া ইনাম গ্রহণ করার চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাওয়া আমার দাদা অনেক গৌরবের মনে করে।

আলী। আপনাদের এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আপনাদের শাস্তি পেতে হবে।

শঙ্খিনী। আমরা যুগ যুগ ধ'রে মাথা পেতে শাস্তি গ্রহণ ক'রবো, তবু বিবেক-ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে নরহন্তার দান কোনদিনই আমার দাদা গ্রহণ ক'রতে পারবে না। [প্রস্থান

আলী। অদ্ভুত অপূর্ব এই ভ্রাতাভগ্নী। তেজে গর্বে সূর্যের মতই প্রদীপ্ত। কিন্তু আমিও আলীহোসেন। তোমাদের এই গর্বোক্তি আমি কষ্টি-পাথর ফেলে পরীক্ষা ক'রে নেব। [প্রস্থানোদ্যত]

সহসা পাগলা শংকরের প্রবেশ।

শংকর।—   গীত।

আর কত কাঁদাবি শ্যামা, পরীক্ষা সাগরে ফেলে।
যায় যে ডুবে আয়ু-সূর্য, নে মা এবার অভয় কোলে।
মনবিহঙ্গ পাগল পারা
ঘুরবে কত দিশেহারা,
ঝ'রবে কত আঁখিধারা মা—মা—মা ব'লে।

শীর্ণ দেহ জীর্ণ বেশ,
হয়নি কি পরীক্ষা শেষ,
ভবের হাটে খেয়া ঘাটে পার ক'রে দে নায়ে তুলে।

আলী। কে তুমি?

শংকর। আমি—আমি পাগল।

আলী। পাগল?

শংকর। হ্যাঁ, পাগল। জগৎজননী মা আমাকে পরীক্ষার কষ্টি-পাথরে ফেলে পাগল ক'রে দিয়েছে।

আলী। কিসের পরীক্ষা পাগল?

শংকর। দুঃখের পরীক্ষা। দুঃখ দিয়ে মা আমাকে দেখাতে চান—আমি বিশ্বাস হারাই কি না?

আলী। পাগল!

শংকর। তাইতো বিনা অপরাধে মিথ্যা মামলায় হ'লো আমার কারাবাস। গৃহ গেল পুড়ে, হারিয়ে গেল আমার গৃহের বন্ধন পত্নী আর কন্যা।

আলী। আ-হা-হা! তাহ'লে তো তোমার খুব দুঃখ। তাই বুঝি সংসার-সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছ?

শংকর। না-না, দুঃখ কোথায়? দুঃখ কোথায়? সুখ—সুখ, মহা সুখ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আলী। সুখ!

শংকর। হ্যাঁ, সুখ বৈকি।

গীত।

আমি দুঃখের মুখে লাথি মেরে সুখের হাটে ভেসে বেড়াই।
চক্ষে ঝরে বাদল ধারা, প্রতি ধারায় মাকে যে পাই।

তাই ভয় করি না আঁধার ব'লে,
আমি যে মায়ের দামাল ছেলে,
এগিয়ে চলি বিপদ ঠেলে ঝড়-বাদলে না ডরাই।

[প্রস্থান

আলী। শুধু তোমার একার পরীক্ষা নয় পাগল, তামাম্ দুনিয়া জুড়ে চ'লেছে এই পরীক্ষার খেলা। খোদার উপর যে বিশ্বাস রাখতে পারে, তারই হয় জয়, আর যে বিশ্বাস হারায়, তার ভাগ্যে নামে জমাট অন্ধকার।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

গোয়ালিয়র—প্রাসাদ

অর্ধমত্ত আদিলশাহের হাত মুছিতে মুছিতে প্রবেশ।

আদিল। গেল না—গেল না, এই দীর্ঘদিনেও ফিরোজের রক্ত আমার হাত থেকে মুছে গেল না। উঃ, খোদা, এই রক্তের বিভীষিকার হাত থেকে তুমি আমায় রেহাই দাও। শান্তি দাও। যদি প্রয়োজন হয়, এই অভিশপ্ত মসনদ পরিত্যাগ ক'রে আমি ফকিরী গ্রহণ ক'রবো। শান্তি চাই—শুধু শান্তি চাই।

বেগে মরিয়মের প্রবেশ।

মরিয়ম। তাতেও তোমার শান্তি আস্‌বে না ঘাতক। যে অন্যায়

তুমি করেছ, সারাটি জীবন দোজাকের আগুনে জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেলেও শান্তি আর ফিরে আস্‌বে না।

আদিল। তুমি—তুমি এখানে কেন?

মরিয়ম। যেখানে তুমি সেখানেই আমি। মূর্তিমতী বিভীষিকার মত তোমার চোখের সাম্‌নে জেগে থেকে তোমার জীবনকে আমি বিষময় ক'রে তুলবো।

আদিল। স্তব্ধ হও নারী। একমাত্র আমার বেগমের অনুরোধে সসম্মানে তোমাকে প্রাসাদে স্থান দিয়েছি। কিন্তু বেশী উত্যক্ত ক'রলে তোমাকে আমি অন্ধ কারাগারে নিক্ষেপ ক'রবো।

মরিয়ম। কারাগার! হাঃ—হাঃ—হাঃ। পরস্বাপহারী সম্রাট। তুমি দেখ নাই পতি-পুত্রহারা বিধবার দীর্ঘশ্বাসের কি প্রচণ্ড শক্তি। সেই দীর্ঘশ্বাসের প্রচণ্ড বেগে তোমার কারাকক্ষের প্রাচীর নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে।

আদিল। ভুলে যেও না নারী, যে শিশুহত্যা ক'রতে পারে, প্রয়োজন হ'লে সে নারীকেও হত্যা ক'রতে পারে।

মরিয়ম। [বুক পাতিয়া] কর আঘাত। আঘাত কর দস্যু। আঘাত ক'রে দেখ—এই মরিয়মের রক্ত যেখানে প'ড়্‌বে, সেখানে হাজার হাজার মরিয়ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠে কিনা! তাদের মিলিত দীর্ঘশ্বাসে তোমার সুখকল্পিত পাঠান-সাম্রাজ্য শূন্যে বিলীন হ'য়ে যায় কিনা!

আদিল। সর্পিনী নারী,—[খঞ্জর বাহির করিতে উদ্যত]

সহসা অশ্বজিতের প্রবেশ।

অশ্বজিৎ। ক্ষান্ত হ'ন্ সম্রাট। এক শিশুহত্যার ধূমায়িত বহ্নি নির্বাপিত হ'তে না হ'তেই নারীহত্যার আগুন আর জ্বালিয়ে তুলবেন না।

আদিল। কিন্তু এই নারীর বিষাক্ত জিহ্বা আমার প্রতিটি মুহূর্তকে [যে] বিষময় ক'রে তুলছে অশ্বজিৎ।

অশ্বজিৎ। ওকে আমার হাতে অর্পণ করুন জনাব। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, ওর বিষাক্ত জিহ্বায় আমি অমৃত সিঞ্চন ক'রে দেবো।

আদিল। [সাগ্রহে] পার্‌বে—পার্‌বে অশ্বজিত, এই রমণীর জিহ্বা থেকে বিষ উদ্গীরণ বন্ধ ক'রতে ?

অশ্বজিৎ। পার্‌বো জনাব। আমি এমন মন্ত্রগুপ্তি জানি, যার সাহায্যে এই বিষ উদ্গীরণ আমি বন্ধ করতে পারবো।

আদিল। তাহ'লে নিয়ে যাও এই রমণীকে তোমার গৃহে। কিন্তু ইয়াদ রেখো, তোমার উপর অখণ্ড বিশ্বাস নিয়েই আমি এতবড় শত্রুকে হাতছাড়া ক'রলাম।

অশ্বজিৎ। আসুন বেগম সাহেবা আমার সঙ্গে।

মরিয়ম। তোমার সঙ্গে ? যার মুখ লক্ষ্য ক'রে আমি একদিন পয়জার তুলেছিলাম, আজ সেই কাফেরের সঙ্গেই আমায় যেতে হবে !

অশ্বজিৎ। আফশোষ কি বেগম সাহেবা ? সেদিন পয়জার তুলেছিলেন, আজ আসুন সেই পয়জারের সদ্ব্যবহার ক'রবেন।

মরিয়ম। না—না, আমি যাব না—আমি যাব না।

আদিল। স্বেচ্ছায় না যায়, চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে যাও অশ্বজিৎ।

মরিয়ম। কি—কি বল্লে দস্যু ? পাঠান হ'য়ে পাঠান-রমণীর অসম্মানে একটা কাফেরকে অনুমতি দিচ্ছ ! ভাল—ভাল। আচ্ছা, আমি নিজেই যাচ্ছি, কিন্তু ইয়াদ রেখো, এই অপমানের জ্বালা আমি একদিন তোমার বুকের রক্তে ধৌত ক'রে নেব।   [বেগে প্রস্থান।

অশ্বজিৎ। আসি জনাব। [স্বগত] এই দ্বিতীয় ধাপ।

[গমনোদ্যত]

আদিল। শোন অশ্বজিত, ঐ রমণীকে গৃহে রেখে আমার সাথে অবিলম্বে সাক্ষাৎ ক'রবে। বিশেষ প্রয়োজন।

অশ্বজিৎ। যো হুকুম জাহাপনা।

[প্রস্থান।

আদিল। বিষ! বিষ! এই সুন্দর প্রভাতটা নারীর দীর্ঘশ্বাসে বিষাক্ত হ'য়ে গেল। বিস্মৃতি—বিস্মৃতি চাই। কে আছিস্? সরাব—সরাব নিয়ে আয়।

সরাবের পাত্রহস্তে কানা কদাকার বান্দাবেশী সেকেন্দারের প্রবেশ।

সেকেন্দার। এই নিন জনাব, আপনার জন্য বান্দা সরাব প্রস্তুত রেখেছে। [মদ্যপাত্র প্রদান]

আদিল। তোমার কর্ম্মতৎপরতা আমাকে বিস্মিত করেছে বান্দা। কিন্তু কই, এতদিন তো এমন কর্ম্মতৎপর বান্দা আমার নজরে পড়েনি।

সেকেন্দার। হুজুর মালেক। হাজার হাজার বান্দা আপনার তদ্বির করে। আমার মত চুনোপুঁটি আপনার নজরে না পড়াটা অস্বাভাবিক নয় জনাব।

আদিল। শুধু কর্ম্মতৎপরই নও—আচ্ছা বাক্যবিদ্‌ও বটে। যাও, তোমার কথা আমার মনে থাক্‌বে।

সেকেন্দার। হুজুর মেহেরবান। [স্বগত] সুরার সঙ্গে বিষ, আর বিষপানে—

[নীরব হাস্য করিয়া প্রস্থান।

আদিল। [মদ্যপাত্র তুলিয়া] সুরা—সুরা। টলটলে রঙীন পানীয়। বহুৎ আচ্ছা চিজ্। নীরস জীবনকে সরস রঙীন ক'রে তুলতে এর জুড়ি দুনিয়াতে নেই। এস সুরা সুন্দরী, তোমাকে আশ্রয় ক'রেই আদিলশাহের বাদশাহী চলুক্। [মদ্যপাত্র মুখে দিতে উদ্যত]

সহসা চাঁদবিবি আসিয়া মদ্যপাত্র কাড়িয়া লইল।

আদিল। কে? ও, চাঁদবিবি!

চাঁদ। হ্যাঁ অপদার্থ সম্রাট!

আদিল। তুমি এখানে কেন? যাও যাও, হারেমে গিয়ে বাঁদী দিয়ে অঙ্গসেবা করাও গিয়ে। এখানে কেন? এই অপদার্থ স্বামীর কাছে কেন মহামান্য শেরশাহের কন্যা?

চাঁদ। শেরশাহের কন্যা ব'লেই আমি তোমার এই উপেক্ষা, অনাদর সহ্য ক'রেও তোমার পাশে এসে দাঁড়াই। অন্য কারো কন্যা হ'লে—

আদিল। অপদার্থ স্বামীর মুখে লাথি মেরে তালাকনামা লিখিয়ে নিতে, না চাঁদ বিবি?

চাঁদ। তোমার অন্তরটাও যেমন হীন, জিবটাও তেমনি নীচ।

আদিল। তা এই নীচের কাছে ঊর্ধ্বলোকের জীব না থেকে সসম্মানে স্বস্থানে প্রস্থান করাই কি উচিত নয় মহামান্যা চাঁদ বেগম?

চাঁদ। সম্রাট্!

আদিল। যাও-যাও, বিরক্ত ক'রো না।

চাঁদ। যাচ্ছি—যাচ্ছি। থাকার জন্য আমি এখানে আসিনি। [গমনোদ্যত]

আদিল। দয়া ক'রে সুরাপাত্রটা ফিরিয়ে দিয়ে যাও, বেগম সাহেবা। আমার মত ঐ সুরাপাত্রও খুব ভদ্র উঁচু জাতের নয়।

চাঁদ। [ফিরিয়া] না, সুরাপাত্র আমি ফিরিয়ে দেব না।

আদিল। কেন বেগম সাহেবা, কেন? ঐ সুরাপাত্রকি তোমার সতীন ব'লে হিংসা হ'চ্ছে?

চাঁদ। না। এই সুরার প্রভাবেই অমানুষ তুমি, দিন দিন আরো চরম অধঃপতনের পথে নেমে যাচ্ছ ব'লে।

আদিল। আমি অধঃপাতে গেলে তোমার কি চাঁদ বেগম?

চাঁদ। আমার কি? অন্ধ সম্রাট্, চিরকালটাই তুমি বিলাসব্যসনে উচ্ছৃঙ্খলতায় কাটিয়ে দিয়েছ। দেখেছ কি কখনো এই চাঁদ বিবি তোমার মঙ্গলের জন্য কত বিনিদ্র রজনী খোদার কাছে দোয়া প্রার্থনা ক'রেছে? দেখেছ কি কখনো তোমার অর্ধাঙ্গিনী এই স্ত্রী তোমার জন্য কতবড় মঙ্গলআসন প্রতিষ্ঠা ক'রে রেখেছিল?

আদিল। ওরূপ মঙ্গলে আমার প্রয়োজন নেই চাঁদ বেগম। যে স্ত্রীর রসনায় দিবারাত্র বিষ ঝরে, তার দেওয়া মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল ঢের ভাল।

চাঁদ। অমঙ্গলকে আর ডাকতে হবে না সম্রাট্। তোমার উচ্ছৃঙ্খলতায়,—তোমার উদাসীনতায় তোমার রাজ্যে সেই অমঙ্গল অনেকদিন আগেই পাপ রন্ধ্রপথে প্রবেশ ক'রেছে। আজ সুযোগ বুঝে তোমার বুকেই সে ছোবল হেনেছে। তোমার বড় আদরের কন্যা হাস্‌নাবানু আজ যমুনায় গোসল ক'রতে গিয়ে মহা দুর্ঘটনায় বিপন্ন হ'য়ে পড়েছে।

আদিল। [সচকিতে] হাস্‌নাবানু বিপদাপন্ন! কি হ'য়েছে— কি হ'য়েছে তার? কোথায় সে?

চাঁদ। জানি না। তবে তার সঙ্গের সহচরীরা এসে সংবাদ দিল চৌধুড়ীর ঘোড়া হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে হাস্‌নাবানুকে নিয়ে তীরবেগে উধাও হ'য়ে গেছ।

আদিল। তাজ্জব! এতবড় একটা দুর্ঘটনা আমার রাজ্যে ঘ'টে গেল, আর আমার সৈন্যেরা কি সব ঘুমিয়ে ছিল?

চাঁদ। কেন ঘুমিয়ে থাকবে না? যে রাজ্যের সম্রাট অলস-বিলাসে ঘুমিয়ে থাকে, তার কর্ম্মচারীরা কোনদিন জেগে থাকতে পারে না।

আদিল। চাঁদ বেগম!

চাঁদ। এখনো সময় আছে সম্রাট্। যদি নিজের মঙ্গল চাও, পাঠান-সাম্রাজ্যের মঙ্গল চাও, যদি স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে চাও, তাহ'লে সুরা ও নারীর আসক্তি বর্জন কর—ঘুম ভেঙ্গে সজাগ হও শত্রুকে মিত্র ব'লে বুকে তুলে নাও। আমার পিতা মহামান্য শেরশাহের মত প্রজা ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ক'রে প্রকৃত সম্রাট্ ব'লে পরিচিত হও।

আদিল। হবে—হবে, সব হবে। কিন্তু সবার আগে সংবাদ চাই আমার হাস্‌নাবানু কোথায়?

দ্রুত হাস্‌নাবানুর প্রবেশ।

হাস্‌না। হাস্‌নাবানু তোমাদের সম্মুখে।

আদিল। মা!

হাস্‌না। আব্বাজান।

চাঁদ। হাস্‌না!

হাস্‌না। আম্মা! [আদিলশাহ ও চাঁদবেগমের বুকে লুটাইয়া পড়িল]

আদিল। দুর্ঘটনার হাত থেকে কি ক'রে তুই রক্ষা পেলি মা? কে তোকে বাঁচালে?

হাস্‌না। এক হিন্দু দোকানদার।

চাঁদ। হিন্দু দোকানদার?

হাস্‌না। হ্যাঁ মা। হিন্দু দোকানদার হ'লেও অমন বলবান মহাপ্রাণ তোমাদের পাঠান-সাম্রাজ্যে একটিও নেই।

চাঁদ। পাঠান-সম্রাটের কন্যার মুখে একটা সামান্য হিন্দু দোকানদারের এই প্রশংসা আমায় অবাক্ করলে মা।

হাস্‌না। হিন্দু-মুসলমানকে যিনি সমান চোখে দেখে এসেছেন, সেই পাঠান গৌরব শেরশাহের কন্যার মুখে এই কথাটা ঠিক মানালো না মা।

আদিল। চমৎকার—চমৎকার! এমন জুতসই জবাব তোর বাবাও কোনদিন তোর মাকে দিতে পারেনি।

চাঁদ। খুব যে মেয়ের কথায় সায় দেওয়া হ'চ্ছে।

আদিল। কেন দেবো না বেগম? আনন্দে যে আমার বুক-খানা ফুলে উঠেছে। এতদিন পরে পাঠান-প্রাসাদে চাঁদবেগমের কথার প্রত্যুত্তর দেবার উপযুক্ত মানুষ এসেছে।

চাঁদ। হজরৎ!

হাস্‌না। আব্বাজান!

আদিল। যাও বেগম, হাস্‌নাকে নিয়ে যাও। ওর শ্রান্তি অপনোদনের ব্যবস্থা কর।

চাঁদ। আয় মা, আমরা যাই।

হাস্‌না। চল মা। কিন্তু যাবার আগে তোমার কাছে একটা অনুরোধ ক'রে যাই আব্বাজান, যে মহান্ হিন্দু নিজের জীবন বিপন্ন ক'রেও তোমার মেয়ের জীবনরক্ষা ক'রেছে, তাকে উপযুক্ত সম্মান ও ইনাম দিতে ভুলে যেও না যেন।

[চাঁদ সহ প্রস্থান।

আদিল। [সোল্লাসে] পেয়েছি—পেয়েছি চাঁদবেগম! তোমার

নির্দেশিত চলার পথের ইঙ্গিত আমি পেয়েছি। কই হ্যায়, আলী হোসেন।

আলী হোসেনের প্রবেশ।

আলী। আলীহোসেন হাজির জনাব।

আদিল। তোমাদের শাহাজাদীর জীবনরক্ষা ক'রেছে এক দোকানদার। তার কোন সন্ধান রাখ?

আলী। রাখি জনাব। শাহাজাদীর জীবনরক্ষক সেই দোকান-দারের সঙ্গে আমি পরিচয় ক'রে এসেছি জনাব।

আদিল। চুপ্ রও বেয়াকুব। পরিচয় ক'রে এসেছ—তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌তে পারলে না?

আলী। সে আস্‌বে না জনাব!

আদিল। আস্‌বে না? আমি তাকে ইনাম দেব।

আলী। আপনার দেওয়া ইনাম বা সম্মান নিতে সে ঘৃণাবোধ করে সম্রাট্।

আদিল। ঘৃণাবোধ করে! এতবড় বুকের পাটা তার!

আলী। সত্যি জনাব। সামান্য দোকানদার হ'লেও তার চরিত্র, গতিবিধি, পরাক্রম—সবই যেন দুনিয়ার ব্যতিক্রম ব'লে মনে হ'লো।

আদিল। সেই ব্যতিক্রমকে আমার সাম্‌নে হাজির ক'রতে পার আলীহোসেন?

আলী। পারি। তবে হয়তো আপোষে নয় জনাব, বলপ্রয়োগে।

আদিল। যদি প্রয়োজন হয়, বলপ্রয়োগেই তাকে নিয়ে আস্‌বে। যাও।

আলী। যাচ্ছি জনাব। তবে যাবার আগে আবার স্মরণ

ক'রিয়ে দিচ্ছি জনাব, সেই হিন্দু সামান্য দোকানদার হ'লেও সাধারণ নয়, অনন্যসাধারণ।

[প্রস্থান।

আদিল। অনন্যসাধারণ—ব্যতিক্রম! হ্যাঁ—হ্যাঁ, এমনি একটা অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রম সৃষ্টির প্রত্যাশাই আমি ক'রছিলাম।

অশ্বজিতের পুনঃ প্রবেশ।

অশ্বজিৎ। কার প্রত্যশা ক'রছেন জনাব?

আদিল। একজন হিন্দুর।

অশ্বজিৎ। হিন্দুর মানে—আমার?

আদিল। তোমার! হাঃ-হাঃ-হাঃ! খদ্যোত দেখেছ, খদ্যোত? মানে জোনাকী?

অশ্বজিৎ। দেখেছি জনাব।

আদিল। চাঁদকে তো হরবখতই দেখতে পাচ্ছ—না?

অশ্বজিৎ। তা পাচ্ছি।

আদিল। সেই চাঁদের সঙ্গে যদি খদ্যোতের তুলনা করা যায়, তাহলে কেমন শুনায় অশ্বজিৎ?

অশ্বজিৎ। আপনার হেঁয়ালী আমি ঠিক বুঝতে পারছি না জনাব।

আদিল। থাক্—থাক্, আর বেশী বুঝে কাজ নেই। তুমি বরং সেকেন্দার ও ইব্রাহিমশাহকে এখানে হাজির কর।

অশ্বজিৎ। ঠিক আছে জনাব! ঐ দুষমনদের আজই খতম ক'রে দেওয়া চাই।

[প্রস্থান।

আদিল। অন্যকে খতম করবার আগে হে ওস্তাদ খেলোয়ার অশ্বজিৎ, তোমাকেই খতম হতে হয় কিনা তাই ভাবছি।

মীনা পেশোয়ারীর প্রবেশ।

মীনা। আমার একটা আর্জি আছে জনাব।

আদিল। কে তুমি?

মীনা। আমি হুজুরের নফরের নফর। শাহাজাদীর চৌঘুড়ীর চালক মীনা পেশোয়ারী।

আদিল। তোমার চৌঘুড়ীতেই কি শাহাজাদী বিপন্ন হ'য়ে প'ড়েছিল?

মীনা। হ্যাঁ জনাব। আমারই অযোগ্যতায় শাহাজাদীর মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হ'তে চ'লেছিল। আমি অপরাধী, আমায় আপনি দণ্ড দিন সম্রাট্।

আদিল। দণ্ড! হ্যাঁ—হ্যাঁ, দণ্ড তোমায় নিশ্চয়ই দেওয়া হ'তো যদি আদিলশাহ বেঁচে থাকতো?

মীনা। তার অর্থ কি জনাব?

আদিল। তুমি বুঝবে না মীনা পেশোয়ারী। অনুতপ্ত অপরাধীর জন্য আজ আর আমার হাতে দণ্ড নেই, আছে পুরস্কার।

মীনা। জনাব!

আদিল। আজ থেকে তোমার তন্‌খা দ্বিগুণ ক'রে দেওয়া হ'লো। যাও।

মীনা। না জনাব। এই অযোগ্য হাতে আমি আর তন্‌খা গ্রহণ ক'রবো না। আমি কর্ম হ'তে অব্যাহতি চাই।

আদিল। কেন? কেন মীনা পেশোয়ারী?

মীনা। এক শয়তান আমার ঈমান নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে, আমি তাকে শাস্তি দিতে যাব জনাব।

আদিল। কে সে শয়তান? কি অন্যায় সে ক'রেছে বল? আমি তার শাস্তিবিধান ক'রবো।

মীনা। আজ নয় জনাব। যদি তাকে আমি খুঁজে বের ক'রতে পারি, তবে সেইদিন আপনার সম্মুখে হাজির ক'রবো, আপনি বিচার ক'রে তার শাস্তি দেবেন। সেলাম—সেলাম।

[প্রস্থান।

আদিল। চাঁদ বেগম রূঢ় হ'লেও একটা সত্যকথা সে ব'লে গেছে। আমারই শৈথিল্যের জন্য পাঠান-সাম্রাজ্যে আজ চরম অরাজকতা। না না, এই অরাজক সৃষ্টিকারীদের আর সুযোগ দেওয়া হবে না। আমি কঠিন হস্তে তার বিচার ক'রবো।

অশ্বজিৎ বন্দী সেকেন্দারশাহ্ ও ইব্রাহিমশাহ্‌কে লইয়া প্রবেশ করিল। কিন্তু সেকেন্দারের পরিচ্ছদে সজ্জিত ব্যক্তি সেকেন্দার নয়, তার পুত্র মোহম্মদশাহ

অশ্বজিৎ। তাই করুন সম্রাট্, তাই করুন। বিদ্রোহীদের আপনি কঠিন হস্তেই দমন করুন।

ইব্রাহিম। তুমি আমাদের নিয়ে কি ক'রতে চাও আদিলশাহ্?

অশ্বজিৎ। আদিলশাহ্ নয় বন্দী। বল জাঁহাপনা—ভারতসম্রাট্।

ইব্রাহিম। আমাদের পরিকল্পনা যখন ব্যর্থ হ'য়েছে, আর পাঠানেরা যখন আদিলশাহ্‌কে সম্রাট্ ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, তখন আমিও তাকে সম্রাট্ ব'লে সেলাম ক'রছি।

আদিল। সাধু। আপনার এই মত পরিবর্ত্তনে আজ আমি এত আনন্দিত হ'য়েছি, ভাষায় তা প্রকাশ ক'রতে পাচ্ছি না। [হাতের শৃঙ্খল খুলিয়া দিয়া] যান পরমাত্মীয়, আপনাকে আমি সসম্মানে মুক্তি দিলাম। সেই সঙ্গে অর্পণ ক'রলাম দিল্লী-শাসকের গুরু দায়িত্ব।

ইব্রাহিম। দুষমনকে এতখানি বিশ্বাস করা কি সম্রাটের ঠিক হ'চ্ছে?

আদিল। ভাই সাহেব, মানুষ দেখেই শেখে! আমিও ভূতপূর্ব মরিয়ম বেগমের দৃষ্টান্ত দেখে শিখেছি যে, অবিশ্বাস ক'রে জেতার চেয়ে বিশ্বাস ক'রে ঠকার মূল্য অনেক বেশী।

ইব্রাহিম ও অশ্বজিৎ। সম্রাট্!

আদিল। যান দিল্লীর শাসনকর্তা। আমার মোহরাঙ্কিত আদেশ-পত্র নিয়ে দিল্লী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হোন্।

ইব্রাহিম। সম্রাটের জয় হোক্।

আদিল। এইবার সেকেন্দারশাহ্, আপনি কি করতে চান? বিদ্রোহ না আনুগত্য?

মোহম্মদ। আমি শহীদ হ'তে চাই। [ছদ্মবেশ উন্মোচন করিয়া দাঁড়াইল]

অশ্বজিৎ ও আদিল। একি! মোহম্মদ?

মোহম্মদ। জী জনাব। বেঘাটে তেহাই প'ড়লো ব'লে জাঁহা-পনার কি তাল কেটে গেল?

অশ্বজিৎ। শয়তান, আজ তোকে আমি—[অস্ত্র বাহির করিয়া অগ্রগমন]

মোহম্মদ। থাক্—থাক্ ঘোড়ামশাই। নামের সার্থকতা প্রমাণ ক'রতে অত তড়বড় ক'রে ছুটে আস্‌বেন না। হত্যার কাজটা ঘোড়ার পায়ের তলায় তেমন জুৎসই হয় না, যেমন হয় হাতীর পায়ের তলায়।

আদিল। তোমার সাহস দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে গেছি মোহম্মদ।

মোহম্মদ। শুধু অবাক্! শোভনাল্লা! আমি তো ভেবেছিলাম জনাব চোখে সর্ষেফুল দেখবেন।

অশ্বজিৎ। চুপ্ রও বেয়াদব!

মোহম্মদ। দোহাই ঘোড়ামশাই। খানদান আফগান বংশের বাচ্চা হ'য়েও আদব-কায়দাটা যদি তোমার কাছে শিখতে হয় তাহ'লে যে আমাকে ঘোমটা দিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

আদিল। কিন্তু সেকেন্দারশাহের পরিবর্তে তুমি কি ক'রে কারাগারে গেলে?

মোহম্মদ। চেষ্টা ক'রলে সম্রাটের হয়তো মনে প'ড়বে যে, দু'দিন আগে সরাবের মুখে দিল-খোলসা হ'য়ে এই পাগল মোহম্মদকে তার পিতার সঙ্গে মোলাকাতের অনুমতি দিয়েছিলেন।

অশ্বজিৎ। হ্যাঁ, আমি জানি। সম্রাট্ সে অনুমতি তোমায় দিয়ে ছিলেন।

মোহম্মদ। অশ্ব হ'লেও দৃষ্টি ও স্মৃতিশক্তি তোমার প্রশংসনীয়, —এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আদিল। তারপর কি হ'লো তাই বল।

মোহম্মদ। আমি কালো কাপড়ে মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি কারাগারে ঢুকে এই সাদাচুল আর দাড়ি প'রে বাপ সেজে রইলাম। আর বাপ আমার বেটা সেজে কালো কাপড়ে মুড়ি দিয়ে সুরুৎ ক'রে আপনার নাগালের বাইরে চ'লে গেলেন।

আদিল। আমি তোমায় কোতল ক'রবো।

মোহম্মদ। আমি ড্যাং ড্যাং ক'রে বেহেস্তে চ'লে যাব।

অশ্বজিৎ ও আদিল। মোহম্মদ!

মোহম্মদ। শিশুহত্যা আর মোহম্মদ হত্যার অপরাধে দোজাকের দরজাটা আপনার জন্য বেশ ক'রে খুলে রেখে দেবো।

অশ্বজিৎ। যদি বাঁচতে চাও, বল কোথায় তোমার পিতা?

মোহম্মদ। বাঁচবার প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গেছে হিন্দু। তোমাদের শাস্ত্রেই নাকি ব'লেছে পুন্নামক নরক থেকে উদ্ধার করার জন্যই পুত্রের পয়দা। আমি হয়তো অতটা পারিনি। তবে কারাগারের দোজাক থেকে পিতাকে রক্ষা ক'রেই আমার পুত্রের কর্তব্য ইতি।

আদিল। তোমার কার্য রাজদ্রোহিতা হ'লেও আমি তারিফ না ক'রে পারছি না যুবক।

মোহম্মদ ও অশ্বজিৎ। সম্রাট্!

আদিল। কিন্তু উপায় নেই। দণ্ড তোমাকে নিতেই হবে। যাও অশ্বজিৎ, রাজ্যমধ্যে চতুর্দিকে ঘোষণা ক'রে দাও—আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে সেকেন্দারশাহ্ আমার কাছে আত্মসমর্পণ না ক'রলে তার পুত্রকে জীবন্ত কবর দেওয়া হবে।

মোহম্মদ। খোদা মেহেরবান। কিন্তু আপশোষ—তিনদিন কেন, সারা জন্ম সন্ধান ক'রলেও আর তাঁকে পাবেন না সম্রাট্।

অশ্বজিৎ। তাহ'লে তোমার মৃত্যু কেউ রোধ ক'রতে পারবে না মোহম্মদ।

বান্দাবেশী সেকেন্দারশাহের প্রবেশ।

সেকেন্দার। পারবে। এই বান্দা নজাব খাঁই এই মোহম্মদের জীবন রক্ষা ক'রবে।

আদিল। কি ক'রে?

সেকেন্দার। ঐ মোহম্মদের পরিবর্তে আজ আমার জীবনই কোরবাণী নিন সম্রাট্। আমি হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ ক'রবো।

মোহম্মদ। একটা সামান্য বন্দীর জন্য এই জীবন দেওয়ার মহৎ প্রেরণা তুমি কোথায় পেলে বান্দা?

সেকেন্দার। তোমার কাছে।

মোহম্মদ। আমার কাছে?

সেকেন্দার। হ্যাঁ, তোমার কাছে। অর্ধ উন্মাদ ব'লে তোমাকে এত দিন অনুকম্পার চোখেই দেখে এসেছিলাম। কিন্তু একটা শয়তান পিতার জন্য তোমার এই আত্মোৎসর্গ দেখে আমিও জীবনদানে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে প'ড়েছি।

সকলে। বান্দা!

সেকেন্দার। আসুন সম্রাট্। এই মুহূর্তে স্বার্থপর সেকেন্দারশাহের শির স্কন্ধচ্যুত করুন। [হাঁটু গাড়িয়া উপবেশন ও পরিচ্ছদ উন্মোচন]

মোহম্মদ। একি! আব্বাজান?

অশ্বজিৎ ও আদিল। সেকেন্দার শাহ্?

সেকেন্দার। হ্যাঁ, সেকেন্দারশাহ্। বান্দার ছদ্মবেশে পাঠান-প্রাসাদে ছিলাম—সম্রাটের জীবন হননের উদ্দেশ্যে। কিন্তু দেখলাম, জীবন নেওয়ার চেয়ে জীবন দেওয়াতেই আনন্দ অনেক বেশী।

মোহম্মদ। আব্বাজান!

সেকেন্দার। হে ভারত সম্রাট্। তুমি আমায় ইচ্ছামত দণ্ড দিয়ে তোমার মনের জ্বালা নিবারণ কর।

আদিল। দণ্ড! হ্যাঁ-হ্যাঁ, বিদ্রোহী দু'জনকেই আমি দণ্ড দেবো। কিন্তু কি সে দণ্ড—কি সে দণ্ড? [পদচারণ]

সেকেন্দার। সম্রাট্!

আদিল। পেয়েছি—পেয়েছি। রাজদ্রোহী সেকেন্দারশাহ্ তোমার দণ্ড পাঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ কর।

মোহম্মদ। সম্রাট্!

আদিল। আর হে মহান্ শত্রু মোহম্মদ, তোমার শাস্তি চিরদিন আমার পার্শ্বে শিক্ষকের মত দণ্ডায়মান থেকে বেত্রাঘাতে আমার বিবেককে জাগরিত রাখা।

সকলে। সম্রাট্! সম্রাট্!

আদিল। [পশ্চাতে হটিয়া গিয়া মস্তক হইতে রাজমুকুট নামাইয়া লইয়া বলিল] সেলাম ভাই সাহেব—সেলাম। সেলাম আমার নব জীবনের শিক্ষাগুরু মোহম্মদ! তোমাকে আমার হাজারো—হাজারো সেলাম।

[প্রস্থান।

সেকেন্দার। আশ্চর্য!

মোহম্মদ। কি দেখছেন? সম্রাটের সেলাম, না বেহেস্তের রাহীর শোভাযাত্রা?

অশ্বজিৎ। দেখছি পিপীলিকার পালক উঠেছে পুড়ে মরার জন্য।

[প্রস্থান।

সেকেন্দার। আর আমি দেখছি—পরশ পাথরের ছোঁয়া লেগে লোহা সোনা হ'য়ে যাওয়ার কাহিনীটা প্রবাদ নয়—অতি সত্য কথা।

[প্রস্থান।

মোহম্মদ। আর আমি ভাবছি—পরশ পাথরের ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয় সত্য, কিন্তু সীসের কি হয়? খোদা মালুম!

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

হিমুর কুটিরসংলগ্ন প্রাঙ্গন।

শঙ্খিনী হিন্দু-বালিকাদের ব্যায়ামশিক্ষা দিতেছে। তাহারা সকলে গানের সঙ্গে সঙ্গে কুচকাওয়াজ করিতেছে। মধ্যস্থলে কোমরে আঁচল জড়ানো সামরিকভাবে সজ্জিত শঙ্খিনী—দুইপার্শ্বে হিন্দু-বালিকাগণ

বালিকাগণ—

গীত।

আ-হা-হা-হা, আ-হা-হা-হা,
চল্ রে চল্ রে চল্, চল্ রে চল্ রে চল্।

শঙ্খিনী।— কণ্ঠে বাজায়ে মাদল
কাঁপায়ে চল্ রে ধরণী তল।
নবীন যুগের তরুণী দল,
চল্ রে—চল্ রে চল্।

বালিকাগণ।— আ-হা-হা-হা,
ড্রিমিকি ড্রিমিকি ড্রাম্,

শঙ্খিনী।— চালাও চরণ ডান ও বাম,
ডান—বাম, ডান—বাম, ডান—বাম,

সকলে।— আ-হা-হা-হা,
আ-হা-হা-হা—

শঙ্খিনী।— জোর কদমে পা বাড়াও,
সোজা চল, পিছে যাও,
জোর কদমে পা বাড়াও.

সকলে।— চল্ রে, চল্ রে চল্,
জয় ভারত কি বল্
চল্ রে চল্ রে তরুণীদল॥

[কুচকাওয়াজ করিতে করিতে বালিকাগণ চলিয়া গেল।
ঐ স্বরের রেশ কণ্ঠে টানিয়া শঙ্খিনী একাকী
কুচকাওয়াজ করিতে লাগিল ; সুর ক্রমেই
ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গেল]

সহসা আলীহোসেনের প্রবেশ। সে আসিয়া
পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাততালি দিল।

শঙ্খিনী। [তড়িৎগতিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া] কে?

আলী। আলীহোসেন—পাঠান-সেনাপতি।

শঙ্খিনী। মতলব?

আলী। তোমার নাচ গানের তারিফ করা।

শঙ্খিনী। কেমন?

আলী। বহুৎ আচ্ছা।

শঙ্খিনী। কি আচ্ছা।

আলী। তোমার গান।

শঙ্খিনী। আর?

আলী। ভঙ্গিমা।

শঙ্খিনী। আর?

আলী। তুমি।

শঙ্খিনী। তোমার শাহাজাদীর চেয়েও?

আলী। শাহাজাদী সোনার পুতুল। তুমি প্রাণময়ী।

শঙ্খিনী। মিঞার চোখে যেন ভাবের আমেজ।

আলী। সেটা কি অপরাধ?

শঙ্খিনী। অপরাধ না হ'লেও খুব ভাল লক্ষণ নয়।

আলী। শঙ্খিনী!

শঙ্খিনী। কি মিঞা! একেবারে গদগদ কণ্ঠ যে? বলি, মতলবখানা কি?

আলী। কোকিল ডাক্‌ছে শুনতে পাচ্ছ?

শঙ্খিনী। কই, একটা কাকের ডাকও তো শুনছি না।

আলী। ফুল ফুটেছে দেখেছ?

শঙ্খিনী। উঁহুঁ! চারিদিকের মধ্যে তো ফুলের নাম গন্ধও নেই।

আলী। বসন্ত এসেছে তা বোঝ?

শঙ্খিনী। বসন্ত! উঃ। সাংঘাতিক রোগ। কার হ'লো? তোমার নাকি? আহা-হা, আপশোষ! এমন নওজোয়ানের দেহে মারী বসন্ত—আপশোষ—আপশোষ।

আলী। তুমি সত্যি অনন্যা।

শঙ্খিনী। যুবতী মাত্রেই যুবকের চোখে প্রথম প্রথম থাকে অনন্যা; তার নেশা কেটে গেলে হয় জঘন্যা।

আলী। কি যা-তা ব'লছ?

শঙ্খিনী। যা-তা ব'লব বই কি মিঞা। এমন চমৎকার অনন্যা আর ক'জনকে ব'লেছ ভোমরাবঁধু!

আলী। বিশ্বাস কর একজনকেও নয়।

শঙ্খিনী। তোমাদের শাহাজাদীকে?

আলী। আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে লাভ কি বল? সে তো নাগালের বাইরে।

শঙ্খিনী। নাগালে পেলে ব'লতে তো?

আলী। তা—মানে—

শঙ্খিনী। হ্যাঁ. মানে আমি বুঝি। আচ্ছা, তোমার কথা আমার মনে রইল। যদি কোন দিন সুযোগ আসে, শাহাজাদীর কাছে তোমার হ'য়ে না ওকালতিই করা যাবে।

আলী। শঙ্খিনী!

শঙ্খিনী। এখন দয়া ক'রে স'রে পড় দেখি। হিমুদা এসে দেখলে খুব ভাল মনে ক'রবে না।

আলী। আমি যে তোমার হিমুদার কাছেই এসেছি।

শঙ্খিনী। তাহ'লে এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে বক্‌বক্‌ ক'রে আমার সময় নষ্ট ক'রলে কেন?

আলী। তোমার সময় নষ্ট হ'লো?

শঙ্খিনী। না—তা হবে কেন? রাজা উজীর মানুষ তোমরা—তোমাদের কাছে আমাদের আবার সময়ের মূল্য কি? যতসব—[গমনোদ্যত]

আলী। আহা-হা, তুমি চ'টে গেলে যে!

শঙ্খিনী! না—চ'টবো কেন, আদর ক'রে তোমায় চাটবো! [রাগতভাবে গমনোদ্যত]

আলী। আঃ—শোন শোন, কথাটা শোন—

শঙ্খিনী। কি—কি শুনবো?

আলী। তোমার দাদা কোথায়?

শঙ্খিনী। কেন?

আলী। তাকে যে আমি রাজবাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছি।

শঙ্খিনী। মাথা কিনেছ। হিমুদার কোথাও যাওয়ার সময় হবে না।

আলী। সম্রাট্ স্বয়ং ব'লে পাঠিয়েছেন।

শঙ্খিনী। বলি আমরা কি খাজনা না দিয়ে বাস করি, না তোমা-দের সম্রাটের গোলামী করি, যার জন্য হুকুম হ'লেই ছুট্‌তে হবে?

আলী। আহা-হা, তুমি কথাটা বুঝছো না। সম্রাট্ তোমার দাদাকে—

হিমুর প্রবেশ।

হিমু। দাদাকে কি?

আলী। এই যে হিন্দুবীর। আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য সম্রাট্ আপনাকে স্মরণ ক'রেছেন।

শঙ্খিনী। সোজা কথায়—তোমার প্রতি হুকুম হ'য়েছে তুমি কাজকর্ম্ম ছেড়ে এখনই সম্রাটের কাছে ছোটো!—মানে হুজুরে হাজির হও।

আলী। আশাকরি মহানুভব হিমু বাকাল সম্রাটের এই নিমন্ত্রণ নিশ্চয় সাদরে গ্রহণ ক'রবেন।

হিমু। যদি না করি?

অশ্বজিতের প্রবেশ।

অশ্বজিৎ। বলপ্রয়োগে বাধ্য করা হবে।

হিমু ও শঙ্খিনী। বটে!

আলী। না-না-না। মানে—অশ্বজিৎ, তুমি হঠাৎ এখানে?

অশ্বজিৎ। সম্রাটের আদেশে, আপনার সাহায্যে।

[নেপথ্যে তূর্যধ্বনি]

সকলে। একি—তূর্যনাদ!

অশ্বজিৎ। বাইরে সৈন্যেরা অপেক্ষা ক'রছে, তারই সংকেত-ধ্বনি।

হিমু। তার অর্থ—আমাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাবে?

অশ্বজিৎ। আপোষে না গেলে—অবশ্যই—

হিমু। একি সম্রাটের আদেশ?

অশ্বজিৎ। মনে করা যেতে পারে!

শঙ্খিনী। তাহ'লে যাবে না হিমুদা।

অশ্বজিৎ। যাবে না?

শঙ্খিনী। না। সাধ্য থাকে জোর ক'রেই নিয়ে যাও। আর সেই সঙ্গে দেখে যাও একটা হিন্দু দোকানদার নিজেকে নিজে রক্ষা ক'রতে পারে কিনা। [ছুটিয়া গমনোদ্যত]

হিমু। কোথায় যাচ্ছিস্ শঙ্খিনী?

শঙ্খিনী। তোমার খাঁড়াটা নিয়ে এসে এইসব রাজভৃত্য কুত্তাদের বলি দিতে।

[প্রস্থান।

অশ্বজিৎ। গৃহ সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ। নিষ্ফল প্রয়াস।

হিমু। বটে! চারিদিকেই তোমরা আটঘাট বেঁধে এসেছ। উত্তম —চল। দেখে আসি তোমাদের সম্রাটকে, আর দেখে আসি কত শক্তিমান্ সে।

আলী। আপনি নিশ্চিন্ত মনে আমার সঙ্গে আসুন। আমি কথা দিচ্ছি—দরবারে আপনার কোন অমঙ্গলই হবে না।

হিমু। অমঙ্গল! সেনাপতি, নিত্য অমঙ্গলের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যাকে দারিদ্র্য-জীবন ধারণ ক'রতে হয়, নূতন কোন অমঙ্গলকে সে ভয় করে না। আসুন।

[প্রস্থান।

আলী। হঠকারী অশ্বজিৎ, তুমি নামেও যেমন জানোয়ার, বুদ্ধিও তোমার তেমনি জানোয়ারের মত।

[প্রস্থান।

অশ্বজিৎ। মূর্খ জানে না যে, এই জানোয়ারের বুদ্ধি নিয়েই শাহাজাদা আদিল আজ সম্রাট্ আদিলশাহ।

শংকরের প্রবেশ।

শংকর। কে গো—কে তুমি বুদ্ধির বড়াই ক'রছো?

অশ্বজিৎ। বুদ্ধি যার আছে—সেই বুদ্ধির বড়াই করে।

শংকর। ক'রো না—ক'রো না। কাঁদতে হবে।

অশ্বজিৎ। কাঁদতে হবে?

শংকর। হ্যাঁ, কাঁদতে হবে। যেমন কাঁদ্‌ছি আমি। ছিল—সব ছিল আমার। গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, লক্ষ্মীর মত বউ আর হাসির মানিক কন্যা। কিন্তু বুদ্ধির বড়াই ক'রে আমার সব গেল—সব গেল।

অশ্বজিৎ। কি ক'রে গেল?

শংকর।—

গীত।

দশভুজা মা আমার দশ হাতে কেড়ে নিলো।
ছিল গো সব ছিল গো অপরাধে সব হারালো।

অহংকারের মন্দির গ'ড়ে বুদ্ধির দিয়ে বেড়া,
ভেবেছিলাম রাখবো ধ'রে যা-কিছু সব আমার ভরা;
(তাই) দয়াময়ী মা আমার ফাঁকের ঘরে শূন্য দিলো।

অশ্বজিৎ। হুঁঃ!

শংকর। হুঁ কি গো? বুঝলে কিছু? বুঝলে? [বুড়ো আঙ্গুল দেখাইল] অষ্টরম্ভা! অষ্টরম্ভা! ওরে, মা না বোঝালে কেউ বোঝে না। কেউ না—কেউ না—কেউ না।

[প্রস্থান।

অশ্বজিৎ। উন্মাদ। উন্মাদ। [গমনোদ্যত]

ক্রুদ্ধ শঙ্খিনীর প্রবেশ।

শঙ্খিনী। কিন্তু তোমরা শয়তান।

অশ্বজিৎ। বাঃ! চমৎকার! ক্রোধে গৌর মুখ রক্তিমাভ, নাসারন্ধ্র ঈষৎ স্ফীত, সুরম্য উদ্বেলিত বক্ষস্থল—বাঃ, চমৎকার!

শঙ্খিনী। হুঁসিয়ার বেয়াদব। [ছুরি বাহির করিয়া অশ্বজিতের বুক লক্ষ্য করিল] আর একটা কথা ব'ললে এই ধারালো ছুরি তোর বুকে আমূল বসিয়ে দেব!

অশ্বজিৎ। [সভয়ে] ওঃ! এ যে নাগিনী!

শঙ্খিনী। হ্যাঁ, শঙ্খিনী নাগিনী। সৈন্য দিয়ে আমাদের গৃহ অবরোধ ক'রে হিমুদাকে নিরস্ত্র পেয়ে তোরা জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেলি; এর প্রতিশোধ হিমুদা না নিলেও এই শঙ্খিনী তোদের রেহাই দেবে না।

অশ্বজিৎ। নারী!

শঙ্খিনী। নারী হ'লেও অবলা আমি নই শয়তান। আমার

দেবতার মত হিমুদাকে যারা অসম্মান ক'রেছে—সৈন্য দিয়ে যাকে আমন্ত্রণের ছলে বন্দী ক'রে নিয়ে গেছে, তাদের প্রত্যেককে যদি বিষের ছোবল দিতে না পারি, তবে বৃথাই আমি শঙ্খিনী।

[বেগে প্রস্থান।

অশ্বজিৎ। এই নারী—এই নারীই অশ্বজিতের যোগ্য সঙ্গিনী। ছলে বলে কৌশলে যে-কোন প্রকারেই হোক্ ওকে আমার চাই।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজোদ্যান।

চিন্তামগ্না শাহাজাদী হাস্‌নাবানুর প্রবেশ।

হাস্‌না। চাওয়াটা কি অপরাধ? শাহাজাদী ব'লে সামান্য একটা হিন্দু দোকানদারকে—না-না, এ আমি কি ভাবছি? এ যে নিষিদ্ধ ফল। কিন্তু কি সুন্দর! আসমানের মত উদার। সূর্যের মত উজ্জ্বল। আবার হাওয়ার মত বলবান্। হায় খোদা, এমন একটা মানুষকে কেন তুমি হিন্দু দোকানদার ক'রে রেখেছ! এ তোমার কেমন বিচার প্রভু?

গুলবদনের প্রবেশ।

গুলবদন। হ্যাঁরে দিদি, তুই আজকাল রাতদিন এত কি ভাবিস বল্ দেখি।

হাস্‌না। কি আর ভাব্‌বো—ভাবছি আমার ছোটভাই গুলবদনের কথা।

গুলবদন। উঁহু! আগে তুই দিনে হাজারবার গুলবদন গুলবদন ক'রে চেঁচাতিস, সুযোগ-সুবিধা পেলে কানেও একটু হাত বুলিয়ে দিতিস, কিন্তু যমুনা থেকে এসে তুই যেন কেমন গুম মেরে গেছিস। হ্যাঁরে দিদি, সত্যি ক'রে বল্‌না কি হয়েছে তোর?

হাস্‌না। কি আবার হবে? যেমন ছিলাম তেমনই তো আছি।

গুলবদন। কভি নেহি। নিশ্চয় যমুনায় গিয়ে তোর কিছু চুরি গেছে দিদি।

হাস্‌না। চুরি গেছে?

গুলবদন। হাঁ, নির্ঘাত চুরি গেছে।

গীত

যেমন ক'রে শ্রীযমুনায় রাধার গেল মন।
কৃষ্ণ তরে সদাই ঝরে রাঙা দু'নয়ন॥
নিদ্ গেল তার নয়ন হ'তে, হাসি নেইকো মুখে,
মন রাখি হায় শ্রীযমুনায় থাকে কিসের সুখে?
তাই জল ফেলে জল আনতে যায় দেখতে শ্রীবদন।

হাস্‌না। গুলবদন!

গুলবদন।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

ঠিক তেমনি ধারা হ'লো হারা মনটি দিদি তোর,
কোন্ ফাঁকে হায় নিল কেড়ে কোন্ সে মনোচোর;
তাই হারাই হারাই ভাবটি যে তোর সদাই উচাটন।

মোহম্মদের প্রবেশ।

মোহম্মদ। কি গো গুলবদন, ভাই-বোনে মিলে যে রাজ-উত্থানে সুরের ঝরণা বইয়ে দিচ্ছ। বলি ব্যাপার কি?

গুলবদন। এস—এস, মোহম্মদ ভাই এস।

মোহম্মদ। আসতেই হবে—আসতেই হবে। আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর না নিলে কি চলে? কি বল শাহাজাদী?

গুলবদন। শাহাজাদী কিছুই বল্‌বে না মোহম্মদ ভাই। ওর মন ভারি খারাপ।

মোহম্মদ। কেন—কেন?

গুলবদল। ওর চুরি গেছে।

মোহম্মদ। চুরি গেছে! কি চুরি গেছে?

গুলবদন। মন, মোহম্মদ ভাই, দিদির মন চুরি গেছে।

হাস্‌না। তবে রে ডেঁপো ছেলে, দেবো কান ছিঁড়ে।

গুলবদন। [দূরে সরিয়া] আমার কান ছিঁড়ে সুবিধা হবে না দিদি; বরং মোহম্মদ ভাইকে ব'লে তোর মনোচোরকে কান ধ'রে নিয়ে আয়। তাতে তুইও সুখ পাবি, আর মনোচোরও মজা পাবে। [প্রস্থান।

হাস্‌না। অসভ্য ছেলে কোথাকার!

মোহম্মদ। আমাদের মত জিলিপীর প্যাঁচ বুকে নিয়ে সভ্য হওয়ার চেয়ে খোদার কাছে প্রার্থনা কর শাহাজাদী, ও যেন এমনি সরল ও অসভ্য থাকে।

হাস্‌না। মোহম্মদ ভাই!

মোহম্মদ। তাতে মানুষের দরবারে ঠাঁই না পেলেও খোদার মেহেরবানী হ'তে কোনদিন বঞ্চিত হবে না।

হাস্না। তোমার ধরণধারণ কথাবার্তা সবই একটু আলাদা ধরণের ভাই।

মোহম্মদ। আমি যে পাগল-ছাগল মানুষ ভাই, আমি যে পাগল-ছাগল মানুষ। তাই আমার কথায় কোন মাথাও নেই—মুণ্ডুও নেই।

হাস্না। ও কথা থাক্। সেই হিন্দু দোকানদার কি দরবারে এসেছে ?

মোহম্মদ। যেমন বর্ণনা শুনলাম, তাতে সে ডানপিঠে লোক যে দরবারে আসবে, তা তো মনে হয় না।

হাস্না। কেন আস্‌বে না মোহম্মদ ভাই। পিতা তো অসম্মান করার জন্য ডাকে নি। ডেকেছে সম্মান দেওয়ার জন্য—ইনাম দেওয়ার জন্য।

মোহম্মদ। হ'লে কি হবে শাহাজাদী ? ঐ হিন্দু জাতটাই একটু বেয়ারা রকমের। দোকানদারটি নাকি সম্রাটকে ঘৃণা করে।

বেগে শঙ্খিনীর প্রবেশ।

শঙ্খিনী। কই, কোথায় তোমাদের সম্রাট্ ? তাকে ডাক, তাকে আমি চাই।

মোহম্মদ। তুমি কে ? কেউটে সাপের মত ফণা তুলে এলে কেন ?

শঙ্খিনী। কুটুম্বিতা করতে আসি নি। অত পরিচয়েরও প্রয়োজন নেই। সম্রাটকে ডাক।

মোহম্মদ। তুমি তো দেখছি বেয়ারা মেয়েমানুষ।

হাস্না। হবেই তো। কার বোন তা জান ?

মোহম্মদ। কার বোন ?

হাস্না। হিন্দু দোকানদার ঐ হিমুর। শঙ্খিনী ওর নাম।

মোহম্মদ। বটে বটে! তা সম্রাটকে তোমার কি প্রয়োজন ঠাকরুন?

শঙ্খিনী। তার কাছে আমি কৈফিয়ৎ চাইবো?

হাস্না ও মোহম্মদ। কৈফিয়ৎ?

শঙ্খিনী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, কৈফিয়ৎ। আমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রবো—আমরা কি তার কেনা গোলাম যে, হুকুম পাঠালেই তা তামিল ক'রতে হবে?

হাস্না। তুমি খুব উত্তেজিত ভাই। ব'স, বিশ্রাম কর, তারপর তোমার কথার উত্তর দেব।

শঙ্খিনী। না—না, বিশ্রাম করার আমাদের অবসর নেই। আমরা গরীব মেহনাত মানুষ—উদয়াস্ত আমাদের খেটে খেতে হয়। তোমাদের মত ব'সে বিশ্রামের অবকাশ আমাদের নেই।

মোহম্মদ। অবকাশই যদি নেই, তবে কাজ নষ্ট ক'রে এখানে ছুটে এসেছ কেন?

শঙ্খিনী। এসেছি তোমাদের খেয়ালী সম্রাটকে বুঝিয়ে দিতে যে, আমরা নিঃস্ব গরীব হ'লেও কারো অন্যায় আব্দার বরদাস্ত করি না।

হাস্না। তুমি রাগ ক'রো না ভাই। তোমার দাদাকে ডেকে আনা হয়েছে অসম্মান করার জন্য নয়, সম্মান দেখিয়ে ইনাম দিতে।

শঙ্খিনী। ইনামের লোভী আমরা নই শাহাজাদী। পাতার কুটীরে খুদ অন্ন খেয়ে যে শান্তি আমরা পাই, শিশুহন্তা সম্রাটের ইনাম নিয়ে সে শান্তি আমরা নষ্ট ক'রতে পারি না। বল কোথায় তোমাদের সম্রাট্?

মোহম্মদ। তাঁকে পেতে হ'লে দরবারে যেতে হবে।

শঙ্খিনী। দরবার! বেশ, আমি তাই যাব। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি শাহাজাদী, তোমার পিতাকে সতর্ক ক'রে

দিও যে, আমার দাদার বিন্দুমাত্র অসম্মান যদি করে, তাহ'লে এই শঙ্খিনী—শঙ্খিনী সাপের মতই তাকে আস্ত গিলে খাবে। [গমনোদ্যত]

সহসা গীতকণ্ঠে শংকরের প্রবেশ।

শংকর।—

গীত।

দাঁড়াও, ক্ষণেক দাঁড়াও তোমা দেখি।
ঠিক এমনি ছিল আমার ঘরে চোখ জুড়ানো একটি পাখী।
তার কণ্ঠে ছিল কত সুর, চোখে ছিল কত মায়া,
উড়ে গেছে শিকল কেটে প'ড়ে আছে শুধু ছায়া;
সর্বহারা হৃদয় আমার কাঁদে তারে শুধু ডাকি।

শঙ্খিনী। কে তুমি?

শংকর।—

পূর্ব্বগীতাংশ।

আমি সর্বহারা মায়ের ছেলে,
কাঁদি শুধু মা মা ব'লে,
মায়ার প্যাঁচে ফেলে রেখে মা দিয়েছে শুধুই ফাঁকি।

গীতান্তে শঙ্খিনীর আপাদমস্তক দেখিতে লাগিল]

শুভাননা। কি দেখছো (পাগোল)?

শংকর। দেখছি আমার মাকে। ঠিক এমনি ছিল আমার ঘরে একটি মা। কিন্তু হারিয়ে গেল—হারিয়ে গেল—আমাকে পরীক্ষার সাগরে ফেলে মা আমার ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল।

মোহম্মদ। কি ক'রে তুমি রাজ-উদ্যানে ঢুকলে?

শংকর। কেন গো, কেন? ঐ মা-টি যেমন ক'রে ঢুকেছে। ওর

পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে এসেছি, আর পিছনেই ফুরুৎ ক'রে, ঢুকে পড়েছি। কি মজা—কি মজা! [প্রস্থানোদ্যত]

শঙ্খিনী। শোন!

শংকর। আজ নয় মা—আজ নয়। আজ শুধু দূর থেকেই দেখে গেলাম। যদি আমার মায়ের কৃপা হয়, তবে আবার এসে তোর দেওয়া আদর নিয়ে যাব মা, আদর নিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

শঙ্খিনী। আশ্চর্য! এই পাগলটাকে দেখে আমারও মনটা পাগল হ'য়ে উঠলো। কি যেন এক অজানা টানে আমার অন্তরটা ব্যথায় আর্তনাদ ক'রে উঠছে।

হাস্‌না। শঙ্খিনী!

শঙ্খিনী। ব'লতে পার—ব'লতে পার শাহাজাদী, কেন এমন হ'লো? কেন ওকে দেখে আমার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠলো?

মোহম্মদ। বালিকা!

শঙ্খিনী। ওগো, তোমরা কেউ বল না কি সম্বন্ধ আমার ঐ পাগলের সাথে। কেন ওকে দেখে শঙ্খিনীর উঁচু মাথা ওরই পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়তে চায়? ও আমার কে? [প্রস্থান।

হাস্‌না। ওকে ফেরাও মহম্মদ ভাই, ওকে ফেরাও।

মোহম্মদ। কেন শাহাজাদী?

হাস্‌না। দেখতে পাচ্ছ না ক্রোধে ও জ্ঞানহারা। তার উপর এই অন্তর দ্বন্দ্বের আঘাতে ও উন্মাদের মত ছুটে গেল। পথে হয়তো কোন দুর্ঘটনা বাধিয়ে বসবে।

মোহম্মদ। পথে না হোক দরবারে গিয়ে একটু গোলমাল বাধাবে। আচ্ছা, দেখি, ওকে সান্ত্বনা দিতে পারি কি না। [প্রস্থান

হাস্‌না। ওগো, সর্ব্বশক্তিমান্‌ খোদাতালা, তোমার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—আমায় পিতার বিরুদ্ধে ঐ হিন্দুর বিরূপ মনের গতি তুমি ফিরিয়ে দাও প্রভু—ফিরিয়ে দাও।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অশ্বজিতের কক্ষ।

অগ্রে ছুটিতে ছুটিতে মরিয়মের প্রবেশ। পশ্চাতে চাবুক হাতে অশ্বজিৎ।

অশ্বজিৎ। এখনো ব'লছি মরিয়ম বেগম, তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।

মরিয়ম। পদাঘাত করি তোমার প্রস্তাবে।

অশ্বজিৎ। একদিন তুমি যেমন পয়জার মারতে গিয়ে পারনি, আজও পদাঘাত ক'রতে তুমি পারবে না জানি। অহেতুক আস্ফালন না ক'রে আদিলশাহকে তুমি সম্রাট্ ব'লে স্বীকার কর, সসম্মানে তোমাকে রাজপ্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

মরিয়ম। ক'রবো না স্বীকার। যে আমার শিশুপুত্রকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করেছে, তাকে কোন দিনই সম্রাট্ ব'লে স্বীকার ক'রবো না।

অশ্বজিৎ। তাহ'লে তোমাকে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য ক'রতে হবে।

মরিয়ম। লাঞ্ছনার আর কি বাকী আছে অশ্বজিৎ? পুত্রহন্তার অন্ন মুখে তুলে দিয়েছি, একটা নগণ্য নফর হিন্দু কাফেরের ঘরে বাঁদীর মত বাস ক'চ্ছি, এর চেয়ে ভারতসম্রাজ্ঞীর পক্ষে লাঞ্ছনার আর কি বাকী থাকৃতে পারে অশ্বজিৎ?

অশ্বজিৎ। মানসিক নির্যাতন সহ্য করেছ, কিন্তু পারবে কি শারীরিক নির্যাতন সহ্য ক'রতে? পারবে কি এই চাবুকের আঘাত পিঠ পেতে সইতে?

মরিয়ম। তুমি কি আমার শারীরিক পীড়ন ক'রতে চাও অশ্বজিৎ?

অশ্বজিৎ। অসম্ভব নয়। শত্রুপত্নী তুমি, প্রয়োজন হ'লে তোমার মানসিক চারিত্রিক সর্ব প্রকার সম্পদে আঘাত হান্‌তে প্রস্তুত।

মরিয়ম। চারিত্রিক সম্পদ!

অশ্বজিৎ। হ্যাঁ বেগম সাহেবা। যদি তুমি আদিলশাহকে সম্রাট্ ব'লে আনুগত্য স্বীকার না কর, তাহ'লে কৌশলে আমি রাজ্যময় প্রচার ক'রে দেব—তুমি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে ব্যভিচার করেছ।

মরিয়ম। [আর্তচীৎকারে] তুমি কি মানুষ না আর কিছু?

অশ্বজিৎ। অনেকেই আমাকে অশ্বের সঙ্গে তুলনা ক'রে জানোয়ার বলে বিদ্রূপ করে।

মরিয়ম। অশ্বজিৎ!

অশ্বজিৎ। জানোয়ারের কোন ধর্মবোধ নেই বেগম সাহেবা। তাই সে প্রয়োজনবোধে সব ক'রতে পারে।

মরিয়ম। অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন হ'লে তোমার গর্ভধারিণী মায়ের ইজ্জত নিয়েও তুমি ছিনিমিনি খেলতে পার।

অশ্বজিৎ। চুপ্‌, শয়তানী। [চাবুক উত্তোলন]

পিস্তলহস্তে গুলবদন সহ চাঁদ বেগমের প্রবেশ।

চাঁদ। হুঁসিয়ার বেয়াদব নফর়। [পিস্তল উত্তোলন]

অশ্বজিৎ। একি! বেগম সাহেবা! সেলাম॥

মরিয়ম। হাঃ-হাঃ হাঃ, কুকুরের প্রভুভক্তিকেও যে হার মানালে অশ্বজিৎ।

অশ্বজিৎ। শয়তানী!

চাঁদ। একটি কথা নয় অশ্বজিৎ। যে অন্যায় আচরণ তুমি করেছ, ইচ্ছে হ'চ্ছে ঐ চাবুক তোমার পিঠে চালিয়ে আমার মনের জ্বালা নিবারণ করি।

অশ্বজিৎ। এ আপনি অন্যায় দোষারোপ ক'রছেন বেগম সাহেবা। সম্রাটের মঙ্গলের জন্য এবং সম্রাটের আদেশেই আমি এই তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা ক'রেছিলাম।

চাঁদ॥ চুপ্ কুত্তা। সম্রাট কখনো তোমাকে নারীনির্যাতনে আদেশ দিতে পারেন না।

অশ্বজিৎ। আপনি জানেন না বেগম সাহেবা।

চাঁদ। আমি তাঁর স্ত্রী। আমি জানি না—জান বুঝি সব তুমি? গুলবদন, এই বেয়ারা কুত্তাকে শৃঙ্খল পরাও।

মরিয়ম। চাঁদ বিবি!

অশ্বজিৎ। বেগম সাহেবা।

চাঁদ। বাধা দিলে আমি তোমাকে এখানে কুকুরের মত গুলি ক'রে মারবো। গুলবদন, শয়তানকে বন্দী কর।

[গুলবদন অশ্বজিৎকে শিকল পরাইতে গেলে অশ্বজিৎ অকস্মাৎ গুলবদনকে জড়াইয়া ধরিয়া তুলিয়া লইল]

অশ্বজিৎ। আপনার আদেশ আমি গ্রাহ্য করি না বেগম সাহেবা। সাধ্য থাকে, করুন গুলি।

[গুলবদনকে সম্মুখে রাখিয়া অশ্বজিৎ পশ্চাৎ অপসারণ করিতে লাগিল, আর চাঁদ বিবি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

অশ্বজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ,—করুন গুলি, গুলি করুন বেগম সাহেবা। দেখি আপনার লক্ষ্য কত স্থির!

পশ্চাৎ হইতে মোহম্মদ গুলিভর্তি পিস্তলসহ আসিয়া অশ্বজিতের কাঁধে পিস্তল ছুঁয়াইল।

মোহম্মদ। বেগম সাহেবার লক্ষ্য স্থির না হ'তে পারে, কিন্তু মোহম্মদের লক্ষ্য কোন দিনই ভ্রষ্ট হয় না ঘোড়ামশাই।

অশ্বজিৎ। কে? মোহম্মদ? [এই বলিয়া যেই ঘুরিতে গেল, অমনি গুলবদন মোহম্মদের ইঙ্গিতে অশ্বজিতের হাতে শৃঙ্খল পরাইয়া দিল] মোহম্মদ, শেষ পর্যন্ত তুমি—

মোহম্মদ। কি ক'রবো মহাপুরুষ! অনেক দিন থেকেই একটা ভাল ঘোড়ার পিঠে চড়ার সখ ছিল। কিন্তু নানাকারণে হ'য়ে ওঠেনি। আজ তোমার পিঠে চ'ড়েই আমার সে ঘোড়দৌড়ের সখ একটু মিটিয়ে নেব।

অশ্বজিৎ। এর প্রতিফল তোমাকে মর্মে মর্মে অনুভব ক'রতে হবে মোহম্মদ!

মোহম্মদ। কেন বাবা ঘোড়ামশাই! তুমি কি আবার লাথিটাথি ছুড়বে নাকি?

অশ্বজিৎ। মোহম্মদ!

মোহম্মদ। থাক্—থাক্, অত রেগে ওঠা ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে মোটেই

সুখ নেই। দয়া ক'রে এখন সুবোধ শান্ত ছেলে হ'য়ে আমার সাথে দরবারে চল। [টানিয়া লইয়া গমনোদ্যত]

অশ্বজিৎ। শুনে রাখুন বেগম সাহেবা, শুনে রাখ মোহম্মদ, রাজ-কার্য্যে বাধা প্রদান—রাজকর্মচারীকে বন্দী ক'রে অপমান করার যে কি ভীষণ শাস্তি, তা আমি বেশ ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দেব।

মোহম্মদ। [যাইতে যাইতে] বেশী বুঝে আর দরকার নেই ঘোড়ামশাই। এমনি আমার হাত সুর সুর ক'রছে। চ'লে এস।

[অশ্বজিৎ সহ প্রস্থান।

মরিয়ম। [এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, এবার সে চাঁদ বিবিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল] এ অভিনয়ের অর্থ কি চাঁদ বেগম?

চাঁদ। অর্থ একটা পশুর হাত থেকে নারীর ইজ্জত রক্ষা করা।

মরিয়ম। চাঁদ বেগম।

চাঁদ। যখনই শুনতে পেলাম সম্রাটের অনুমতি নিয়ে অশ্বজিৎ আপনাকে নিজের গৃহে নিয়ে যেতে এসেছে—তখনি আমার মন একটা অজানা আশংকায় কেঁপে উঠেছিল।

মরিয়ম। [সব্যঙ্গে] তাই নাকি? প্রভুভক্ত ভৃত্যের প্রতি এই আশংকার কারণ?

চাঁদ। আপনি জানেন না বেগম সাহেবা, সম্রাটের অঙ্গে যত না কালিমা থাকে, তার শতগুণ বেশী কালী ছিটিয়ে দেয় এইসব কু-ভৃত্যের দল।

মরিয়ম। তোমার এই মহত্বের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ চাঁদ বেগম।

চাঁদ। ধন্যবাদ আমার প্রাপ্য নয় দিদি। আমার প্রাপ্য অভিশাপ।

মরিয়ম। অভিশাপ?

চাঁদ। হ্যাঁ, অভিশাপ। আপনার প্রতি আমার স্বামীর পক্ষ থেকে

যে অত্যাচার করা হয়েছে, যে আঘাত আপনাকে দেওয়া হয়েছে, অভিশাপ ছাড়া আমার যে আর কিছুই প্রাপ্য নয় দিদি।

মরিয়ম। তোমার এই অভিনয়ে আর এই দিদি সম্বোধনে আমি ভুলবো না চাঁদ বেগম!

গুলবদন। বিশ্বাস কর বড়মা, রাতদিন মা শুধু বাবাকে তিরস্কারই করেন। আর তোমার কথা ব'লে খালি চোখের জল ফেলেন।

মরিয়ম। অন্যায় ক'রে তোবা তোবা ব'ললেই পাপ কেটে যায়, একথা আমি বিশ্বাস করি না গুলবদন।

চাঁদ। বিশ্বাস করা বা না করা আপনার ইচ্ছা। আমি স্বামীর স্ত্রী। স্বামীর মঙ্গলের জন্য নতজানু হ'য়ে আপনার কাছে প্রার্থনা কর'ছি—আমার স্বামীকে আপনি ক্ষমা করুন—দয়া ক'রে শান্তচিত্তে আমার প্রাসাদে গিয়ে আপনি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

মরিয়ম। না—না, তা আমি পারি না চাঁদবেগম, তা আমি পারি না।

চাঁদ। পারেন না?

মরিয়ম। না। তোমার চোখের উপর যদি তোমার পুত্র এই গুলবদনকে হত্যা ক'রতো, তাহ'লে পারতে কি সেই হত্যাকারীকে ক্ষমা ক'রে তার উপর প্রসন্ন হ'তে?

চাঁদ। হয়তো পারতুম না। কিন্তু বেগম সাহেবা, অতীতের জন্য বর্তমানকে বিষাক্ত ক'রে তুললেই কি আপনার মৃতপুত্রকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন?

মরিয়ম। তা কেউ কোনদিন পারে না।

চাঁদ। তাহ'লে বলুন—আপনার প্রসন্নতার জন্য, আমার স্বামীর প্রতি আপনার বৈরীভাব দূর করার জন্য আমি আপনার কি ক'রতে পারি?

মরিয়ম। রক্তের বদলে রক্ত না পেলে আমার এই বৈরীভাব কোন দিনই দূর হবে না চাঁদ বেগম।

চাঁদ। উত্তম। রক্তের বদলে আপনাকে আমি রক্তই দেব। তবু আপনি আমার স্বামীকে ক্ষমা করুন।

মরিয়ম। চাঁদ!

চাঁদ। [গুলবদনকে ধরিয়া] ধরুন আমার এই পুত্রকে—[ছুরি বাহির করিয়া] গ্রহণ করুন এই খঞ্জর—বসিয়ে দিন আমার এই হতভাগ্য পুত্র গুলবদনের বুকে।

গুলবদন। মা!

চাঁদ। ভয় কি পুত্র? পিতাকে ঋণমুক্ত করাই তো পুত্রের একমাত্র কর্তব্য। যেমন ক'রতে গিয়েছিল মোহম্মদ তার পিতার জন্য।

গুলবদন। কিন্তু আমার যে ভয় ক'চ্ছে মা।

চাঁদ। ভয়! পাঠানগৌরব শেরশাহের দৌহিত্রের প্রাণে ভয়? ছিঃ! গুলবদন, এত ভীরু তুমি? তুমি না পিতার পুত্র? পিতার রক্তের ঋণ শোধ ক'রতে পারবে না যদি, তবে আমার গর্ভে এসেছিলে কেন?

গুলবদন। আর আমায় তিরস্কার ক'রো না মা। আমি পিতার পুত্র হব। নিজের রক্ত দিয়ে পিতার রক্তের ঋণ আমি পরিশোধ ক'রে যাব।

চাঁদ। এইতো আমার পুত্রের মত কথা।

মরিয়ম। তুমি মা না রাক্ষসী?

চাঁদ। তামাম দুনিয়া জানবে আমি রাক্ষসী। কিন্তু মেহেরবান খোদা জানবেন আমি স্বামীর স্ত্রী। যাও বাবা, খঞ্জরের মুখে নির্ভয়ে বুক পেতে দাও।

গুলবদন। তুমি আদর ক'রে ধ'রে একটু চুমো খাও মা। আমি সেই মধুর পরশের পাথেয় নিয়ে পরপারের পথে যাত্রা করি।

[চাঁদ গুলবদনের চুমু খাইল। খঞ্জর হাতে মরিয়ম পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল]

চাঁদ। যাও বাবা! নির্ভীক চিত্তে খোদার সৃষ্টি খোদার কোলেই ফিরে যাও।

গুলবদন। এস বড়মা। আমি প্রস্তুত। আমার বুকের রক্ত নিয়ে তুমি আমার পিতাকে ক্ষমা কর। [হাঁটু গাড়িয়া উপবেশন]

চাঁদ। আসুন দিদি, আপনার রক্তের তৃষ্ণা দূর ক'রতে আমার পুত্রের বুকে ঐ খঞ্জর আমূলে বসিয়ে দিন।

মরিয়ম। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই দেব। প্রতিশোধের সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন হেলায় তা হারাবো না। তোমার পুত্রকে হত্যা ক'রে আদিল শাহ্‌কে বুঝিয়ে দেব যে, অপত্যস্নেহের জ্বালা কত ভয়ংকর। [খঞ্জরাঘাতে উদ্যত]

গুলবদন। একটু দাঁড়াও বড়মা। দুনিয়া থেকে স'রে যাবার আগে দুনিয়ার মালিককে শেষ ডাক ডেকে নিই।

গুলবদন।—

গীত।

ওগো দীন দুনিয়ার মালেক দীনকে দোয়া কর।
আমি যাত্রী হ'লাম অচিন পথে তুমি হাতটি আমার ধর।
রইলো প'ড়ে আপন যারা, মিটলো না মোর মনের আশা,
পাব না আর এ জীবনের মধুর মায়ের ভালবাসা,
শুধু হে রহমানের রহিম খোদা আমায় রহম কর।

[মরিয়ম চিত্রার্পিতের মত দণ্ডায়মান; তাহার হস্ত থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল]

গুলবদন। এস বড়মা, তুমি আমায় হত্যা কর।

মরিয়ম। হত্যা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, হত্যা ক'রতে হবে। [হত্যা করিতে আগাইয়া আসিল। হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল] একি—একি! এযে আমার ফিরোজ—আমার ফিরোজ। [জড়াইয়া ধরিল]

চাঁদ। দিদি!

গুলবদন। বড়মা!

মরিয়ম। না—না, পারবো না—পারবো না। আমার ফিরোজ যে বিশ্ব-শিশুর প্রতীক হ'য়ে দেখা দিয়েছে। আমি পারবো না—আমি পারবো না।

চাঁদ। দিদি!

মরিয়ম। আমি পরাজিত, চাঁদবেগম, আমি পরাজিত। বিশ্বের প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে আমার ফিরোজকে দেখতে পাচ্ছি। ইনসাল্লাহ্ রহমানের রহিম।

[প্রস্থান।

গুলবদন। একি হ'লো আম্মাজান?

চাঁদ। সবই সেই লীলাময় খোদাতালার ইচ্ছা গুলবদন। যাঁর নাম নিয়ে তুমি হাসিমুখে মৃত্যুবরণ ক'রতে গিয়েছিলে, তাঁর কৃপাতেই কঠিন পাষাণ ভেদ ক'রে আজ অমৃতরূপী জলধারা দুনিয়ার বুকে নেমে এসেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দরবার।

আদিলশাহের প্রবেশ।

আদিল। আস্‌ছে—আস্‌ছে, অন্ধকার বিদূরিত ক'রে ধীরে ধীরে যেন আলোর বন্যা নেমে আস্‌ছে। আলো—আলো চাই। হৃদয় ভ'রে শুধু আলো চাই।

বন্দী অশ্বজিৎকে লইয়া মোহম্মদের প্রবেশ।

মোহম্মদ। গৃহে আলোর প্রত্যাশা ক'রতে হ'লে গৃহের চারিদিকে আগাছার জঞ্জালগুলোকে কেটে সাফ ক'রে ফেলতে হয় জনাব।

আদিল। আমি খোদার নামে শপথ ক'রছি মোহম্মদ, আগাছা পরগাছার জঞ্জাল আমার গৃহে আর রাখবো না।

মোহম্মদ। তাহ'লে আগে এই পক্ষীরাজ ঘোড়ার পক্ষ ছেদন ক'রতে হয় জনাব।

অশ্বজিৎ। দুষমন-পুত্রের এই বাক্যযন্ত্রণা অসহ্য জনাব।

আদিল। ঠিক। ঠিক অশ্বজিৎ। দুষমনকে সহ্য করা কোন মতেই উচিত নয়।

অশ্বজিৎ। তাহ'লে অবিলম্বে আমাকে মুক্তি দিয়ে এই দুষমন মোহম্মদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন জনাব।

আদিল। ধীরে, ধীরে অশ্বজিৎ। রাজকার্য কিনা, তাই একটু ভেবেচিন্তে ক'রতে হয়।

অশ্বজিৎ। ভাববার এতে কিছু নেই জনাব। আপনার মঙ্গলের জন্য মরিয়ম বেগমকে আপনার আনুগত্য স্বীকারের জন্য যখন আমি গুরুতর রাজকার্যে ব্যস্ত ছিলাম—

মোহম্মদ। অর্থাৎ বীর বিক্রমে উনি যখন বেগম সাহেবার পিঠে ঘোড়ার চাবুক তুলেছিলেন—

আদিল। তখন আমার বেগম অনধিকার প্রবেশ ক'রে আমার পরম দোস্ত এই ওস্তাদকে বাধা দান করায়—

অশ্বজিৎ। শুধু বাধা দান নয় জনাব, আমার প্রতি বেগম সাহেবা পিস্তল তুলে ধরায়—

আদিল। আত্মরক্ষার্থে তুমি আমার পুত্রকে সামনে তুলে ধরেছিলে। বাহাদুর—বাহাদুর বটে তুমি অশ্বজিৎ। তোমার মত দোস্ত পেয়ে সম্রাট্ আদিলশাহ্ সত্যিই ধন্য।

অশ্বজিৎ। বেগম সাহেবার কথা স্বতন্ত্র জনাব! কিন্তু এই দুষমনের বাচ্চা আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমান ক'রে আমার হাতে শৃংখল পরিয়ে দিয়েছে।

আদিল। অন্যায়—ঘোরতর অন্যায় করেছে এই মোহম্মদ।

মোহম্মদ। অন্যায় করেছি?

আদিল। নিশ্চয়। তোমার মত একটা মানুষ নারী-অসম্মান-কারীর হস্তটি ছেদন না ক'রে শুধু শৃংখল পরিয়েছ ব'লে আমার বিচারে তুমি ঘোরতর অপরাধী।

অশ্বজিৎ। সম্রাট্!

আদিল। [অশ্বজিতের কথায় কর্ণপাত না করিয়া মোহম্মদকে বলিল] এই অপরাধের কি শাস্তি তা জান মোহম্মদ?

মোহম্মদ। কি জনাব?

আদিল। ঐ অশ্বজিতের হাত দু'টো কেটে এই মুহূর্ত্তে ওকে রাজ্যের বাইরে রেখে এস।

অশ্বজিৎ। বাঃ সম্রাট্, বাঃ! আপনার মঙ্গলের জন্য রাজকার্যে নিযুক্ত প্রভুভক্ত কর্মচারীকে যারা অপমান ক'রলে, তারা পেলো পুরস্কার —আর কর্তব্যরত কর্মচারীর ভাগে জুটলো শাস্তি। চমৎকার!

আদিল। তাইতো নিয়ম ওস্তাদ খেলোয়ার। নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ ক'রতে মাতাল আদিলশাহ্‌কে দিয়ে শিশুহত্যা করালে তুমি, আর স্মৃতির দংশনে ক্ষতবিক্ষত হ'চ্ছি আমি।

অশ্বজিৎ। জনাব!

আদিল। যাও—যাও। আদিলশাহ্ সে আদিলশাহ্ নেই। নারীউৎপীড়ককে সে আর কোনদিন ক্ষমা ক'রবে না। কোতলই তোমায় ক'রতাম, শুধু পূর্বস্মৃতি স্মরণ ক'রে আমি তোমায় লঘুদণ্ডই দিলাম। তুমি এই মুহূর্তে আমার রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে যাও।

অশ্বজিৎ। যাচ্ছি সম্রাট্! কিন্তু ঈশ্বর ব'লে যদি সত্য সত্যই কেউ থাকেন, তবে অনুগত ভৃত্যের প্রতি আপনার এই দুর্ব্যবহার তিনি কোন দিনই ক্ষমা ক'রবেন না।

[প্রস্থান।

মোহম্মদ। ঈশ্বর! শয়তানের মুখে ঈশ্বরের নাম! হাঃ-হাঃ-হাঃ! জনাব, কেউ কেউ বলে, মাছ ধরার সময় নাকি ব'সে ব'সে ইষ্ট-নাম জপ করে।

হিমুসহ আলীহোসেনের প্রবেশ।

আলী। বন্দেগী জাঁহাপনা।

আদিল। কে? আলীহোসেন। সেই হিন্দু দোকানদার এসেছে?

হিমু। [অগ্রসর হইয়া] আসেনি। আমাকে আনা হয়েছে।

মোহম্মদ। সম্রাটকে সেলাম কর হিন্দু।

হিমু। হিমু বাকাল সেলাম ক'রতে অভ্যস্ত নয় আফগানবীর। আমার ধর্মানুসারে আমি সম্রাটকে নমস্কার ক'রছি।

আদিল। এ কিন্তু বে-আদবী হিন্দু!

হিমু। আদব শব্দটাই মুসলমানী ভাষা সম্রাট্। সুতরাং ওটা হিন্দুর বেলায় না খাটালেই ভাল হয়।

আদিল। হুঁঃ।

আলী। দরবারের শিষ্টাচার মেনে চ'লবেন। এটা অন্ততঃ আপনার কাছে আশা ক'রতে পারি হিন্দুবীর।

হিমু। আমি মূর্খ হিন্দু দোকানদার হ'লেও অশিষ্ট নই আলী-হোসেন।

মোহম্মদ। তাহ'লে সম্রাটের ডাকে তুমি স্বেচ্ছায় এলে না কেন বাপধন?

হিমু। আমন্ত্রণের উপলক্ষটা আমার ভাল লাগেনি ব'লে।

আদিল। তার অর্থ আমার দত্ত সম্মান ও খেলাৎ গ্রহণ ক'রতে তুমি সম্মত নও।

হিমু। উপকারের বিনিময়ে পুরস্কার গ্রহণ ক'রতে আমি কোন দিনই শিখিনি সম্রাট্।

মোহম্মদ। তা না শিখলেও জনাবকে ভারত-সম্রাট্ ব'লে স্বীকার ক'রতে নিশ্চয়ই তোমার শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হবে না।

হিমু। সারা ভারত যাকে সম্রাট্ ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, আর আমিও যখন নিয়মিত কর দিয়ে আস্ছি, তখন তাকে সম্রাট ব'লে স্বীকার না করার তো কোন কারণ আমি দেখছি না আফগান-বীর।

আলী। সেই সম্রাটের সম্মানরাখা আপনার কি উচিত নয় হিন্দুবীর?

হিমু। জ্ঞানতঃ সম্রাটকে আমি প্রত্যক্ষভাবে অসম্মান ক'রেছি ব'লে তো আমার মনে হয় না।

আদিল। প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে কিছুটা ক'রেছ।

হিমু। সম্রাট্!

আদিল। যাক্। সেটা আমি না হয় উপেক্ষা ক'রেই যাচ্ছি। তুমি আমার কন্যার জীবনরক্ষা করেছ, তার জন্য আমি তোমাকে কিছু ইনাম দিতে চাই; আশাকরি তুমি তা গ্রহণ ক'রবে।

হিমু। ইনাম নেওয়া আমার ধর্মবিরুদ্ধ।

আদিল। যোগ্য ব্যক্তি ব'লে আমি যদি তোমায় রাজকার্যে নিয়োগ করি।

হিমু। যার হস্ত একদিন নিষ্পাপ শিশুর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, তার কর্মচারী হওয়া আমি ঘৃণাবোধ করি।

মোহম্মদ। চুনোপুঁটির সাহস তো কম নয়। তুমি জলে বাস ক'রে রাঘব বোয়ালের সঙ্গে শত্রুতা ক'রতে চাও।

হিমু। চাই। নরহন্তাকে হিমু প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে।

আদিল। তুমি ম'রবে যুবক।

হিমু। ম'রবো—তবু পাপকে কোনদিন পুণ্য ব'লে স্বীকার ক'রবো না।

আলী। অবুঝ হ'য়ো না ভাই।

হিমু। অবুঝ আমি নই আলীহোসেন। অবুঝ তোমাদের সম্রাট, যে জোর ক'রে অন্যায়কে ন্যায় বলে স্বীকার করিয়ে নিতে চায়।

আদিল। আমি তোমাকে লক্ষ আসরফি দান ক'রবো। তুমি শুধু একবার বল যে আমি ইমানদার বাদ্‌শা।

হিমু। চন্দ্রকে সারা পৃথিবী যদি নিষ্কলংক বলে, তবু সে নিষ্কলংক হয় না সম্রাট্। লক্ষ আসরফির কথা কি বলছেন জনাব, সারা পৃথিবীর আধিপত্য পেলেও অন্ধকারকে হিমু কোনদিন আলো ব'লে স্বীকার ক'রবে না।

আদিল। রাজপদ দেবো—জায়গীর দেবো—তোমাকে রাজা ক'রে দেবো।

মোহম্মদ। নোংরা দাড়িপাল্লা ছেড়ে একেবারে রাজদণ্ড হাতে নিয়ে নাড়ুগোপাল হ'য়ে ব'সবে।

আলী। শুধু একবার—একবার তুমি সম্রাটকে ইমানদার ব'লে স্বীকার কর।

হিমু। কেন স্বীকার ক'রবো? জায়গীরের লোভে? রাজা হওয়ার লোভে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! বাদশা, আপনার দেওয়া সেই ঐশ্বর্য্যগুলি কি আমার সঙ্গে যাবে? মৃত্যুর পরে ঈশ্বরের রোষানল থেকে আপনার দেওয়া রাজ-পরাক্রম আমাকে রক্ষা ক'রতে পারবে? বাদশা, এই হিন্দুর প্রাণ অচল অটল। কোন প্রলোভনেই সে তার মতবাদকে অস্বীকার ক'রবে না।

আদিল। উত্তম। যাও মোহম্মদ, এই মুহূর্তে এই হিন্দু দোকানদারকে জল্লাদের হাতে অর্পণ ক'রে তার ছিন্নশির এনে আমাকে উপহার দাও।

হিমু। ভগবান্ আপনার সুমতি দান করুন—এই প্রার্থনা ক'রেই আমি মৃত্যুবরণ ক'রতে চল্লাম। এস আফগান, আমি প্রস্তুত।

[আদিলশাহের ইঙ্গিতে মোহম্মদ অগ্রসর হইল]

আলী। জনাব! জাঁহাপনা! আমি নতজানু হ'য়ে এই হিন্দুর প্রাণভিক্ষা চাইছি।

আদিল। হবে না—হবে না। যে আদিলশাহ্‌কে ঘৃণা ক'রে তার স্থান এপারে নয়—ওপারে।

আলুথালু বেশে শঙ্খিনীর প্রবেশ।

শঙ্খিনী। কেন ঘাতক, কেন? পাতার কুটিরে বাস ক'রে দিনান্তে শাক অন্ন খেয়ে আমরা দিনযাপন করি। কোনদিন কারো ক্ষতি আমরা করিনি। তবে কেন—কেন তুমি আমাদের সুখের ঘরে এমনি ক'রে বাজের আঘাত ক'রতে উদ্যত হয়েছ বাদশা?

মোহম্মদ। যেহেতু পিপীলিকার পক্ষোদ্গম হয়েছে, তাই আগুনের প্রয়োজনও পড়েছে।

হিমু। পিপীলিকা—পিপীলিকা। একথা আজ তুমি ব'লতে পার রাজপুরুষ। দুর্ভাগ্য আমার, পিপীলিকার শক্তি আমি তোমায় দেখিয়ে যেতে পারলাম না।

শঙ্খিনী। বল বাদশা, কি এমন অন্যায় করেছে এই হিমুদা— যার জন্য তুমি তাকে হত্যা ক'রতে উদ্যত হয়েছ?

আদিল। তোমার হিমুদা একটা সামান্য দোকানদার হ'য়ে আমার মত বাদশাকে ঘৃণা করে।

শঙ্খিনী। সেটা কি অস্বাভাবিক বাদশা? রাজবংশে জন্ম নিয়ে শিশুহত্যা ক'রে তুমি পাপের অন্ন গ্রহণ করেছ। আর এই হিন্দু দোকানদার দরিদ্রের ঘরে জন্ম নিয়ে কঠিন পরিশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পুণ্যের অন্ন ভোজন ক'রছে। বল বাদশা, তুমি নিজেই বল এই দোকানদারের তুলনায় তুমি ঘৃণ্য কি না?

আদিল। ও, তুমিও দেখছি এই দোকানদার হিমুর সাহায্যকারী। তুমিও রাজদ্রোহিণী?

শঙ্খিনী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, রাজদ্রোহিণী। তামাম হিন্দুস্থানের প্রত্যেকটি সুস্থ নরনারী তোমার অতীত কার্যের বিদ্রোহী।

আলী। শান্ত হও—শান্ত হও শঙ্খিনী। এভাবে উত্তেজিত হ'য়ে নিজের বিপদকে আর ডেকে এনো না।

শঙ্খিনী। বিপদ? বিপদের ভয় শঙ্খিনী করে না পাঠান-সেনাপতি। এস ঘাতক, হিমুদার সংগে আমাকেও হত্যা কর।

মোহম্মদ। তোমার সাহস তো কম নয় বালিকা!

হিমু। কেন হবে না রাজপুরুষ? ওতো কাপুরুষের বোন নয়, ও যে হিমু বাকালের বোন—হিমু বাকালের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ।

আদিল। বটে! এত অহংকার তোমাদের! আচ্ছা! শোন হিমু, যদি এখনো আমার কার্যকে সমর্থন না কর, তবে তোমার এই বোনকে সৈন্যাবাসে পাঠিয়ে দেবো।

হিমু। হুঁসিয়ার বাদশা। স্মরণ রাখবেন, হিমু বন্দীর মত রাজ-সভায় এলেও দেহে তার আসুরিক শক্তি।

আদিল। তোমার বোনের ইজ্জতের বিনিময়েও আমাকে ইমানদার বাদশা ব'লে স্বীকার ক'রবে না?

হিমু। না—না—না। যদি নিজের মংগল চান, তবে এই মুহূর্তে আমাকে হত্যা করুন। নইলে আমার বোনের প্রতি অশোভন ভাষা প্রয়োগ ক'রলে আপনাকে আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলবো।

আলী ও মোহম্মদ। হুঁসিয়ার বে-আদব। [অস্ত্র তুলিল, আদিল-শাহ্ উঠিয়া আসিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইল]

আদিল। অস্ত্রাঘাত নয়—অস্ত্রাঘাত নয় পাঠান। এই কর্তব্যনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণ নির্ভীক হিন্দুর একমাত্র শাস্তি—এই ধর্মত্যাগী শিশুহন্তা সম্রাটের আভূমি সেলাম। [সেলাম করিল]

সকলে। সম্রাট্!

আদিল। হে মহান্ ধর্মপরায়ণ নির্ভীক হিন্দু, পাপার্জিত এই পাঠান-সাম্রাজ্য আজ থেকে তোমার হাতেই অর্পণ ক'রলাম। যদি পার, তোমার পুণ্যপ্রভাবে আমাকে তুমি পাপমুক্ত ক'রো—পাপমুক্ত ক'রো। [গমনোদ্যত]

শঙ্খিনী। সম্রাট্! এ আপনার মহত্ব না ছলনা?

আদিল। এ আমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান মা। আজ সর্বসমক্ষে এই পবিত্র মসনদ স্পর্শ ক'রে খোদার নামে শপথ ক'রে বলছি—আজ থেকে পাঠান-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী অস্পৃশ্য ছোট জাত দোকানদার এই হিমু বাকাল।

সকলে। সম্রাট্!

আদিল। না—না, শুধু মন্ত্রী নও। আজ থেকে আমি রাজকার্য হ'তে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলাম; যতদিন পর্যন্ত আমি স্বেচ্ছায় ভার গ্রহণ না করি, ততদিন পর্যন্ত এই পাঠান-রাজ্যের শুভাশুভের দায়িত্ব তোমার, হিমু, তোমার।

হিমু। কিন্তু সম্রাট্। আমি যে সামান্য দোকানদার। পারবো কি আমি এই গুরুরাজ দায়িত্ব পালন ক'রতে?

আদিল। রাজা তুমি হ'য়ো না হিমু। তুমি হও সত্যিকারের মানব-বিপণির দোকানদার। তুলাদণ্ড ধ'রে নিক্তির ওজনে বিবেক-ধর্মের বাটখারা দিয়ে ওজন ক'রো তুমি অপরাধী নিরপরাধের ভারসাম্য একদিকে থাকবে তোমার শুভেচ্ছা,—আর অন্যদিকে থাকবে প্রজা-সাধারণের কল্যাণ। হে নূতন যুগের নূতন দোকানদার, তুমি সুরু কর তোমার দোকানদারী। আর আমি যাই আমার নূতন মেয়ে এই শঙ্খিনীকে নিয়ে শান্তির প্রাসাদ গ'ড়ে তুলতে। [শঙ্খিনীসহ প্রস্থান।

হিমু। সামান্য একটা দোকানদারকে এতবড় একটা দায়িত্ব অর্পণ করা কি সম্রাটের উচিত হ'লো আলীহোসেন?

আলী। সম্রাটের সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির আমি খুব প্রশংসা করি নব নিযুক্ত মন্ত্রী।

হিমু। আর মোহম্মদ, তুমি?

মোহম্মদ। আমাকে দরবার ত্যাগের অনুমতি দিতে হবে জনাব।

হিমু। কেন?

মোহম্মদ। সম্রাটের এইসব আজগুবি কাণ্ড কারখানায় আমি একটু নিরালায় গিয়ে আনন্দে নাচবো মন্ত্রিবর। এক—দুই—তিন—

[নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।

আলী। এক আজব চীজ।

[হিমুসহ প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

সর্বহারা মরিয়ম বেগমের প্রবেশ।

মরিয়ম। চমৎকার আমার নসীব! ছিলাম রাজরাণী, সাজলাম বাঁদী, আজ হ'য়েছি পথের ভিখারিণী। চাঁদবেগম অনুগ্রহ ক'রে আমাকে মক্কাযাত্রার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল, কিন্তু এমনি আমার বরাতের জোর যে, শিবিকাবাহকেরা বেইমানী ক'রে পাঞ্জাবের এই বনের মধ্যে আমার ধনরত্ন যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে পালিয়ে গেল। ওঃ, খোদা! আমি এখন কি করি—কি করি?

অশ্বজিতের প্রবেশ।

অশ্বজিৎ। অন্ধকার বনপথে এ কার আর্তনাদ?

মরিয়ম। [কোন দিকে না তাকাইয়া] এক সর্বহারার।

অশ্বজিৎ। তুমিও সর্বহারা! বাঃ! চমৎকার মিলে গেছে। ঐশ্বর্যের স্বর্ণমন্দির থেকে নির্বাসিত হ'য়ে আমিও সর্বহারা।

মরিয়ম। তুমিও সর্বহারা? [মুখ তুলিয়া] একি, অশ্বজিৎ?

অশ্বজিৎ। মরিয়ম বেগম? রাজশক্তির আশ্রিতা তুমি, আজ বনের পথে কেন?

মরিয়ম। রাজভক্ত অশ্বজিৎই বা কেন এই বনের পথে?

অশ্বজিৎ। সম্রাট্ আমার সংগে বেইমানী করেছে।

মরিয়ম। নসীব আমার বিরুদ্ধে ওঠে-প'ড়ে লেগেছে।

অশ্বজিৎ। আমি এর প্রতিশোধ চাই।

মরিয়ম। ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

অশ্বজিৎ। কেন নয় বেগম সাহেবা? ভাগ্য-প্রবঞ্চিত ভারত-সম্রাজ্ঞীর দীর্ঘশ্বাস আর দলিত-পুচ্ছ ভুজঙ্গে অশ্বজিতের বুদ্ধি একত্র হ'লে চাকা আবার ঘুরিয়ে দেওয়া যায়।

মরিয়ম। কিন্তু আমি যে আদিলশাহ্‌কে ক্ষমা ক'রে এসেছি।

অশ্বজিৎ। ওটা ক্ষণিকের দুর্বলতা।

মরিয়ম। হিন্দু!

অশ্বজিৎ। না-না, আদিলশাহ্‌কে ক্ষমা করা চ'লবে না। ক্ষমা করা অক্ষমতার নামান্তর। যে প্রকারেই পারি ঐ আদিলশাহ্‌কে সিংহাসন হ'তে টেনে নামিয়ে ভিখারী ক'রে না দেওয়া পর্যন্ত অগ্রগতি আমাদের বন্ধ হ'তে পারে না।

মরিয়ম। পারবে অশ্বজিৎ?

অশ্বজিৎ। বুদ্ধিবলে পৃথিবীতে সবই সম্ভব বেগম সাহেবা। আসুন আমরা দুইশত্রু পরস্পর মিত্র হ'য়ে আদিলশাহের ধ্বংসসাধনে অগ্রসর হই।

শিকারীর পরিচ্ছদে সহসা সেকেন্দারের প্রবেশ।

সেকেন্দার। এই বনের মধ্যে কে কাকে ধ্বংস ক'রতে উদ্যত হ'য়েছে? হুঁসিয়ার।

অশ্বজিৎ। জনাব সেকেন্দারশাহ্? গোলামের সেলাম গ্রহণ করুন।

মরিয়ম। [অশ্বজিতের ইঙ্গিতে সেলাম করিল] আমারও সেলাম পৌছে পাঠাবো বাদশা।

সেকেন্দার। একি, বেগম সাহেবা? আপনি অরক্ষক এই বনের পথে?

অশ্বজিৎ। জনাব বোধ হয় জ্ঞাত নন যে, পাঠানসাম্রাজ্যের অধিকারী এখন একটা অস্পৃশ্য হিন্দু।

সেকেন্দার। তার অর্থ?

অশ্বজিৎ। হিমু বাকাল নামে এক নগণ্য দোকানদারের হাতে সাম্রাজ্যের ভার তুলে দিয়ে সম্রাট্ আদিলশাহ্ এখন নারী আর সুরা নিয়ে মেতে উঠেছে।

সেকেন্দার। বড় তাজ্জব কি বাৎ!

অশ্বজিৎ। সেই হিন্দুর খেয়াল-খুশীতেই এখন পাঠানসাম্রাজ্য চ'লছে। আর তারই চক্রান্তে আমরা দু'জনে রাজ্য থেকে নির্বাসিত।

সেকেন্দার। এত অপদার্থ আদিলশাহ্! এমনি ক'রে পাঠানের গৌরবে সে পদাঘাত করেছে!

মেরিয়ম। আমার তো মনে হয় পাঞ্জাবেশ্বর, কোন মুসলমানেরই এই অপমান সহ্য করা উচিত নয়।

সেকেন্দার। আমিও ক'রবো না। আমি যথাশীঘ্র সসৈন্যে গোয়ালিয়র আক্রমণ ক'রে একটা কাফেরের রাজাগিরী আমি খতম ক'রে দেব।

সহসা গীতকণ্ঠে শংকরের প্রবেশ।

শংকর।— **গীত।**

হুঁসিয়ার!
হুঁসিয়ার হ'য়ে চল্ রে রাহী হুঁসিয়ার হ'য়ে চল্।
সাম্‌নে যে তোর সাপের ফণা বিষে টলমল।

ভাবিস্ যারে মণির মালা নয়তো মানিক তা,
জ্ব'লছে জোরে সাপের মণি পিছে সাপের ছা ;
ধ'রতে গেলে ছোবল দেবে ঢালবে সে গরল।

সকলে। পাগল।

শংকর।— পূর্ব্বগীতাংশ।

নইরে পাগল একা আমি সব পাগলের মেলা,
বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটানি শুধুই বিষের খেলা,
তাই বলি ভাই, যেতো না আর, এ যে সর্বনাশের ছল॥

[প্রস্থান।

সেকেন্দার। পাগলের কথায় কোন বুদ্ধিমান কর্ণপাত করে না উন্মাদ।

মরিয়ম। তাহ'লে গোয়ালিয়র আক্রমণে আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ?

সেকেন্দার। হ্যাঁ। আদলশাহের উপর আমার কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই। কিন্তু ঐ কাফেরের আধিপত্য আমি কিছুতেই সহ্য ক'রবো না।

ইব্রাহিমের প্রবেশ।

ইব্রাহিম। আমারও এই কথা ভাইজান।

সেকেন্দার। একি! দিল্লীর শাসনকর্তা?

ইব্রাহিম। উর্দ্ধশ্বাসে দিল্লী থেকে ছুটে এসেছি। এভাবে বনের মধ্যে তোমার সাক্ষাৎ পাব এটা আমি আশা করিনি।

অশ্বজিৎ। আমরাও আশা করিনি—এভাবে চলার পথে মণিকাঞ্চন সংযোগ হবে।

ইব্রাহিম। আমার মাথায় আগুন জ্ব'লছে—তারই দাবদাহ আমাকে ছুটিয়ে এনেছে পাঞ্জাবের পথে।

মরিয়ম। আগুনের কারণ ?

ইব্রাহিম। হিমু বাকাল।

সেকেন্দার। হিমু বাকাল! এখানেও হিমু বাকাল ?

ইব্রাহিম। অত্যন্ত সরমের কথা। আদিলশাহের উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগ নিয়ে একটা সামান্য কাফের দোকানদার আজ পাঠানের ভাগ্যবিধাতা।

সেকেন্দার। এ সংবাদ আমাকেও বিচলিত ক'রেছে ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম। এই হিন্দুর প্রভুত্বের প্রতিবাদ ক'রে আদিলশাহের কাছে আমি পত্র প্রেরণ ক'রেছিলাম।

মরিয়ম। কি উত্তর দিয়েছে ?

ইব্রাহিম। অপদার্থ আদিলশাহ্ লিখেছেন—রাজকার্য থেকে আমি অবসর নিয়েছি। যে-কোন বাদ-প্রতিবাদ—ফরিয়াদ ঐ হিমু বাকালের কাছে পেশ ক'রতে হবে।

অশ্বজিৎ। অর্থাৎ প্রকারান্তরে হিমু বাকালই এখন রাজা।

সেকেন্দার। হিন্দুর এই প্রভুত্ব আমরা সহ্য ক'রবো না।

ইব্রাহিম। কাফেরের রাজাগিরীর খেল-খতম না করা পর্যন্ত আমার সৈন্যদের আর বিশ্রাম দেব না।

অশ্বজিত। যদি বিশ্বাস ক'রে আমায় সৈন্যদলে স্থান দেন, তাহ'লে ঐ হিমু বাকলের ছিন্নশির আমিই এনে দেব।

সেকেন্দার। তুমিও না হিন্দু ?

অশ্বজিৎ। হিমু আমার আশার বুকে পদাঘাত করেছে। আমিও তার আশার সমাধি ক'রে দেব।

মরিয়ম। আর সর্বহারা এই ভারতসম্রাজ্ঞীর দীর্ঘশ্বাস তোমাদের পথের বাধা উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

সেকেন্দার। তাহ'লে সৈন্য সাজাও ইব্রাহিম। আমরা দু'দিক থেকে সাঁড়াশীর মত গোয়ালিয়র বেষ্টন ক'রবো।

ইব্রাহিম। আমি এই মুহূর্তে দিল্লীতে ফিরে যাচ্ছি। সপ্তাহকাল মধ্যে সৈন্য সজ্জিত ক'রে আমি জেহাদ ঘোষণা ক'রবো।

[প্রস্থান।

সেকেন্দার। আসুন বেগম সাহেবা। এস অশ্বজিৎ, পাঞ্জাব থেকে সৈন্য সজ্জিত ক'রে আমরা গোয়ালিয়রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

[প্রস্থান।

মরিয়ম। পুত্রহন্তা আদিলশাহ্! সামাল—সামাল, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রী ছুটে যাচ্ছে তোমার বক্ষ লক্ষ্য ক'রে। সামাল—সামাল।

[প্রস্থান।

অশ্বজিৎ। সেই বাঘিনীর পিপাসার সংগে যুক্ত হ'য়েছে অগ্নিকুণ্ডের দাবদাহ। মদমত্ত বেইমান পাঠানসম্রাট, তোমার রাজ্যটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে সে মহাশূন্যে উড়িয়ে দেবে।

[প্রস্থান।

মীনা ও শঙ্খিনীর প্রবেশ।

শঙ্খিনী। শুনলে ?

মীনা। শুনলাম।

শঙ্খিনী। দেখলে ?

মীনা। দেখলাম।

শঙ্খিনী। তাহ'লে আমার অনুমান সত্য।

মীনা। কি ক'রে বুঝলেন মাইজী ?

শঙ্খিনী। শয়তান অশ্বজিৎ আর প্রতিশোধকামী মরিয়ম বেগমকে

এভাবে রাজ্য থেকে বাইরে ছেড়ে দেওয়ায় আমার কেন জানি না সন্দেহ হ'য়েছিল। তাই গোপনে তোমাকে নিয়ে ওদের আমি অনুসরণ ক'রেছি।

মীনা। এখন আমাদের কর্তব্য?

শঙ্খিনী। ঋণ পরিশোধ।

মীনা। তার অর্থ?

শঙ্খিনী। একদিন তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে জীবনের বিনিময়ে পাঠানসম্রাটের উপকার ক'রে প্রায়শ্চিত্ত ক'রবে। আশাকরি তা তোমার স্মরণ আছে?

মীনা। জরুর। মীনা পেশোয়ারী ঘৃণ্য অশ্বচালক হ'লেও জাতিতে সে আফগান। আফগান কখনো কথার খেলাপ করে না মাইজী।

শঙ্খিনী। তাহ'লে এই মুহূর্তে পাঞ্জাব-যাত্রা কর। পাঞ্জাবে গিয়ে সেকেন্দারশাহ্‌কে ব'লবে—তুমি তোমার একমাত্র সুন্দরী কন্যাকে তার হারেমে তুলে দেওয়ার জন্য পাঞ্জাব-যাত্রা করেছিলে। পথিমধ্যে তোমার কন্যার রূপমুগ্ধ হ'য়ে ইব্রাহিমশাহ্‌ তাকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়েছে।

মীনা। যদি বিশ্বাস না করে?

শঙ্খিনী। চোখের জলে তাকে বিশ্বাস করাতে হবে পেশোয়ারী। স্মরণ রেখো, এ তোমার ঋণ পরিশোধ।

মীনা। আমি এই মুহূর্তে পাঞ্জাব-যাত্রা ক'রছি মাইজী। যে প্রকারেই পারি—ছলে—কৌশলে—চোখের জলে সেকেন্দারকে উত্তেজিত ক'রে সৈন্যবাহিনীর মুখ দিল্লীর দিকে ঘুরিয়ে দেব। তারপর ষাঁড়ের শত্রু বাঘের হাতেই—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

শঙ্খিনী। এবার আমি যাব মোহনীয়া মুসলীম যুবতীর বেশে—শয়তান ইব্রাহিমের মনে আগুন জ্বালাতে। ওগো আমার ভাই হি

বাকাল পথ থেকে কুড়িয়ে পেয়ে অজ্ঞাতকুলশীল শিশুকে স্নেহ দিয়ে তুমি বড় ক'রে তুলেছিলে, তাই সেই ঋণ শোধ ক'রতে তোমার কুড়িয়ে পাওয়া বোন এই শঙ্খিনী চ'ললো, তোমার শত্রুকে দিয়ে তোমার চিরশত্রুর সমাধি রচনা ক'রতে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

হাস্‌নাবানুর প্রবেশ।

হাস্‌না। নাঃ—! দিল-তবিয়ত বিলকুল খারাপ ক'রে দিল ঐ এক হিন্দু দোকানদার। আর দোকানদারইবা বলি কি ক'রে? একে তো সে প্রধান মন্ত্রী। তার উপর বঙ্গ বিজয় ক'রে ফিরে আসার পর আব্বাজান খুশী হ'য়ে তাকে রাজা বিক্রমজিৎ উপাধি দিয়েছেন। এক দোকানদারীতেই রক্ষা নেই—তার উপর হয়েছেন রাজা। না—ঐ লোকটার জন্য দেখছি আমার জান মান ইমান সবই যেতে ব'সেছে। কি যে করি ছাই, বুঝেই উঠতে পাচ্ছি না।

হিমুর প্রবেশ।

হিমু। আমিও বুঝতে পাচ্ছি না শাহাজাদী, এভাবে একটা সামান্য ভৃত্যকে উদ্যানে ডেকে পাঠানোর কি কারণ?

হাস্না। [ওড়নায় মুখ ঢাকিল] সামান্য তো আপনি নন হিন্দুবীর। আজ এরাজ্যে আপনি সম্মানীয় ব্যক্তি। পাঠানসাম্রাজ্যের কর্ণধার রাজা বিক্রমজিৎ।

হিমু। উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে রাজাভরণ পরিয়ে কোন লাভ নেই শাহাজাদী। তার কাছে রাজাভরণের
সেই মূল্য।

হাস্না। আপনি মহান্।

হিমু। আমি ঈশ্বরের সেবক। দুনিয়ার খেদমতকারী।

হাস্না। আপনার বঙ্গবিজয়ের গৌরবকে সম্মান জানাবার জন্য আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি হিন্দুবীর।

হিমু। আপনাদের স্নেহের পরশই হিমুর জীবনে পরম সম্মান।

হাস্না। তাই ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়ে আমি আপনাকে হেয় ক'রতে চাই না মহান্ বীর! আপনার বিজয়-গৌরবের চিহ্নস্বরূপ আমার নিজের হাতে গাঁথা ফুলের মালা যদি গ্রহণ করেন, তাহ'লে হাস্নাবানু চিরকৃতজ্ঞ থাকবে হিন্দুবীর! [ফুলের মালা তুলিয়া ধরিল]

হিমু। ফুলের মালা?

হাস্না। হ্যাঁ বীর। ফুলের মালা মূল্যের দিক থেকে নগণ্য হ'লেও একটি মহামূল্য কথা সে চিরদিনই বলে—"ফুল নিজের জন্য ফোটে না"।

হিমু। শাহাজাদী!

হাস্না। ফুল শুকিয়ে যাবে, পাপড়ি ঝ'রে যাবে, গন্ধ মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু ওগো বীর, এই মালা দেওয়া-নেওয়ার স্মৃতি যেন অম্লান হ'য়ে থাকে এই কামনাই আমি খোদার কাছে ক'রে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

হিমু। [মালা হাতে লইয়া হতভম্বভাবে শাহাজাদীর এই

আচরণের অর্থ চিন্তা করিতে লাগিল] তাইতো! এ কেমন হ'লো? শাহাজাদী—ফুলের মালা—নেওয়া-দেওয়া—

পশ্চাৎ হইতে গুলবদন আসিয়া হিমুকে ধাক্কা দিল।

গুলবদন। কি গো মশাই, ফুলের মালা হাতে নিয়ে হাঁদা গঙ্গারামের মত ড্যাবড্যাব ক'রে চেয়ে আছেন কেন?

হিমু। কে? ও শাহাজাদা গুলবদন।

গুলবদন। কেন মশাই—ছোট্টখাট্ট ব'লে বুঝি এ অধমকে মনে ধ'রলো না?

হিমু। না-না, সে কি কথা? তুমি হ'চ্ছ শাহাজাদা; এ রাজ্যের ভাবী—

গুলবদন। থাক্ মশাই, থাক্। আর ব্যাখ্যা ক'রতে হবে না। আজ আপনি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, তার উপর রাজা বিক্রমজিৎ। এই সব ছোটো-খাটো শাহাজাদা-ফাজাদা কি আপনার নজরে পড়ে?

হিমু। অভিমান ক'রো না শাহাজাদা। এই মন্ত্রিত্ব—রাজ-উপাধি সবই তো তোমার পিতার দেওয়া।

গুলবদন। হুঁঃ, এমন সুন্দর ফুলের মালাটি কার দেওয়া মশাই!

হিমু। ওটা—মানে—ওটা—মানে—

গুলবদন। ওটা মানে উহু। না মন্ত্রী মশাই?

হিমু। না—মানে—

গুলবদন। থাক্—থাক্, এক মানে ব'লতে আপনার চোখ, মুখ গলা সব শুকিয়ে গেছে। তার উপর আবার উপহার-দাত্রীর নাম ব'লতে গেলে কেঁদেই ভাসিয়ে দেবেন।

হিমু। উপহার-দাত্রী? তুমি—তুমি একথা কি ক'রে জানলে?

গুলবদন। জানি গো মশাই, আমি সব জানি। শুধু জানি ব'ললে মিথ্যে বলা হয়। আমি আড়াল থেকে সব দেখেছি।

হিমু। দেখেছ?

গুলবদন। 'দেখেছ' ব'লে চোখটা অমন ছানাবড়া ক'রছো কেন? ঘাবড়াও মৎ বাচ্চা—ঘাবড়াও মৎ।

হিমু। শাহাজাদা!

গুলবদন। ভয় নেই। আসল কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই গুলবদন তার বদন কোনদিনই খুলবে না।

হিমু। তুমি ভারি লক্ষ্মী ছেলে।

গুলবদন! আজ অবশ্য লক্ষ্মী ব'লছেন। কিন্তু যখন আমার দুলা-ভাই হবেন, আর আপনার ঐ কুলোর মত কানে যখন আমার হাতের টান প'ড়বে, তখন কিন্তু ব'লবেন [বুড়াদের মত গলা করিয়া] এ ছোঁড়া তো ভারি বাঁদর।

হিমু। কি অসম্ভব যা-তা ব'লছো?

গুলবদন।—

গীত।

অন্ধ নাকি প্রেমের দেবতা নাহি তার হিতাহিত।
প্রতাপে তার কত মহাবীর আঁধারে হয় গো চিৎ।
বাণমুখে তার কুসুম জড়ানো আঘাতে বিষম শেল,
রথী মহারথীর সকল শকতি খতম করিল খেল,
তাই হাসনাবানু ঘায়েল ওহে বিক্রমজিৎ।

[ফুলের মালা কাড়িয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে গমনোদ্যত]

হিমু। আরে, শোন—শোন—

গুলবদন। [পথিমধ্যে আব নয় মন্ত্রী মশাই] এবাব শিবী-ফরহাদের খসরুর প্রবেশ। সেলাম।

[প্রস্থান।

হিমু। ফরহাদ—খসরু—এর মানে কি? বালক কি তবে শিবী-ফরহাদ কাব্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নায়কদের ইঙ্গিত ক'রে গেল?

আলীহোসেনের প্রবেশ।

আলী। দুঃসংবাদ রাজা। এইমাত্র গুপ্তচর মুখে সংবাদ পেলাম পাঞ্জাব থেকে সেকেন্দারশাহ্ এবং দিল্লী থেকে ইব্রাহিমশাহ্ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ক'রেছে।

হিমু। এখন উপায়?

আলী। আলীহোসেন আব রাজা বিক্রমজিতের তরবারির ধার কি ক'মে গেছে মন্ত্রী মশাই?

হিমু। তোমার অসামান্য রণদক্ষতার কথা আমার আজীবন স্মরণ থাকবে সিপাহশালার। একমাত্র তোমারই রণপাণ্ডিত্যে এত সহজে বঙ্গবিজয় সম্ভব হ'য়েছে।

আলী। রণপাণ্ডিত্য আমার থাকতে পারে, কিন্তু বাংলার যুদ্ধে আপনি যে অসীম বীরত্ব এবং একাগ্রতা দেখিয়েছেন, তা বুঝি পৃথিবীতে কারো নেই রাজা সাহেব!

হিমু। ভৃত্যের কাজ জীবন দিয়ে প্রভুর ঋণ শোধ করা। আমি শুধু তাই করেছি পাঠানবীর।

আলী। আজ আবার সেই ঋণ পরিশোধের আহ্বান এসেছে হিন্দুবীর! আসুন, সিংহের মত লাফিয়ে প'ড়ে পাঞ্জাব-দিল্লীর রণপিপাসা চিরতরে নিবারণ ক'রে দিই।

হিমু। কিন্তু আলীহোসেন, সদ্য যুদ্ধের পর আমাদের সৈন্যেরা ক্লান্ত—শ্রান্ত।

আলী। রাজা!

হিমু। আমার স্থির বিশ্বাস সিপাহশালার, এই শ্রান্ত সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ ক'রলে পরাজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

আলী। তাই ব'লে কি আমরা চুপ ক'রে মূষিকের মত বিবরে লুকিয়ে থাকবো?

হিমু। ভাবতে দাও—ভাবতে দাও।

আলী। কিন্তু এমন ক'রে ভাবতে তো আপনাকে কোন দিন দেখিনি হিন্দুবীর।

হিমু। এ যে সংকট!

আলী। পুরুষসিংহের জীবনে সংকটের ভয় জাগে তখন রাজা, যখন তার মনে নারীর মোহ সৃষ্টি হয়।

হিমু। হুঁসিয়ার সিপাহশালার। সংযত হ'য়ে কথা ব'লো।

আলী। আপনিও হুঁসিয়ার রাজা। কর্ম আর প্রেম দুটো একসঙ্গে করা চলে না।

হিমু। তোমার এই অশিষ্ট ইঙ্গিতের আমি প্রতিবাদ ক'রছি আলীহোসেন!

আলী। আমার প্রতিবাদের সুস্পষ্ট নিদর্শন ঐ ছিন্নফুলের পাপড়ি।

হিমু। [সচকিতে] ওটা—মানে—ওটা আমার বঙ্গবিজয়ের পুরস্কার।

আলী। একটা পুরস্কারের কথা ব'লতে যিনি তিনবার ঢোক গেলেন, তাঁর যে নৈতিক অধঃপতন কতখানি হয়েছে তা ভাষায় বলা চলে না।

হিমু। হিমুর জীবনে নৈতিক অধঃপতন! কি ব'লবো তুমি বিশ্বস্ত

সেনাপতি—আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ, নইলে অন্য কেউ একথা উচ্চারণ ক'রলে হিমু তাকে ক্ষমা ক'রতো না।

আলী। সত্যকথা উচ্চারণ ক'রতে আলীহোসেন কারো ভয়ে বিরত হয় না রাজা।

হিমু। পাঠান!

আলী। হিন্দু!

হিমু। [সংযত হইয়া] থাক্, আপাততঃ এ প্রসঙ্গ বন্ধ থাক্। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে এর মীমাংসা করা হবে।

আলী। আপনি যুদ্ধে যাবেন রাজা?

হিমু। যাব না? যেখানে রাজ্যেশ্বর আদিলশাহ্ আমার উপর একান্ত নির্ভর ক'রে ব'সে আছেন, সেখানে যুদ্ধে না যেয়ে পারি আলীহোসেন?

আলী। তাহ'লে আমিও আমার বাক্য প্রত্যাহার ক'রে সৈন্যসজ্জা ক'রতে চল্লাম।

হিমু। সিপাহশালার!

আলী। আমি আজন্ম সৈনিক। তাই জয়-পরাজয়ের চেয়ে যুদ্ধটাই আমার কাছে মুখ্য।

মোহম্মদের প্রবেশ।

মোহম্মদ। যুদ্ধে আমাদের জয় হ'য়েছে রাজা, যুদ্ধে আমাদের জয় হ'য়েছে।

আলী। কোথায়? কখন?

হিমু। কি ভাবে?

মোহম্মদ। রামায়ণ প'ড়েছেন? রামায়ণ?

হিমু। প'ড়েছি।

মোহম্মদ। আপনি হিন্দু আপনি তো প'ড়বেনই। আমি ব'লছি আলীহোসেনকে।

আলী। আমি অবশ্য পড়িনি, তবে গল্পটা শুনেছি।

মোহম্মদ। রামচন্দ্র কি ক'রে যুদ্ধে জিতেছিল জানেন?

হিমু। বীরত্বে।

আলী। না; রাবণের ভাই বিভীষণের মন্ত্রণায়।

মোহম্মদ। ইয়ে বাত্ সাচ্ হ্যায়। কিন্তু ভাবুন দেখি, রাবণের ভাই বিভীষণ না দাঁড়িয়ে যদি পুত্র ইন্দ্রজিৎ দাঁড়াতো, তাহ'লে ফলটা কি হ'তো?

হিমু। তাহ'লে যুদ্ধ জয় হয়তো আরো সহজে হ'ত।

মোহম্মদ। ব্যাস্, খেল খতম—পয়সা হজম। আমাদের যুদ্ধে বিলকুল জয়।

উভয়ে। কি ক'রে?

মোহম্মদ। কলির রাবণ সেকেন্দারশাহের বিরুদ্ধে তার বেটা কলির ইন্দ্রজিৎ এই মোহম্মদশাহ্ অস্ত্রধারণ কর'বে। ব্যাস, কাম ফতে।

উভয়ে। মোহম্মদ!

মোহম্মদ। ভয় নেই—ভয় নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে মোহম্মদ বেইমানী ক'রবে না, বরং পিতার অস্ত্রের মুখে সে বুক পেতে দিয়ে এই যুদ্ধের অবসান ক'রে দেবে।

[প্রস্থান।

আলী। আসুন রাজা! সমস্ত বাধার মেঘকে সবলে অপসারিত ক'রে আমরা উদীয়মান গরীয়ান্ সূর্যের মতই প্রতিভাত হ'য়ে উঠি।

[প্রস্থান।

হিমু। উদীয়মান গরীয়ান্ সূর্য। কিন্তু আমার জীবনেব আকাশে যে একটি পূর্ণিমার চাঁদের উদয় হ'যে আমাকে দুর্বল ক'বে ফেল্‌তে চাইছে। না, না, আমি হিন্দু, আমি নির্ভীক যোদ্ধা। নিষিদ্ধ ফলের উপর লোভ করা আমা'ব পক্ষে মহাপাপ। চল হিন্দু দোকানদার, রণক্ষিপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে বুকেব রক্ত ঢেলে দিযে তুমি মোহমুক্ত হও—মোহমুক্ত হও।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ইব্রাহিমেব শিবিব।

মুসলমান যুবতীর ছদ্মবেশে সজ্জিত শঙ্খিনীসহ ইব্রাহিমের প্রবেশ।

ইব্রাহিম। বল সুন্দরী, তুমি আমাব শিবির-দুয়ারে ব'সে কাঁদছিলে কেন?

শঙ্খিনী। নারী হ'য়ে সেকথা আমি উচ্চারণ ক'রতে সাহস পাচ্ছি না জনাব।

ইব্রাহিম। ভয় নেই, লজ্জা নেই, সংকোচের কোন কারণ নেই। বল তুমি কেন কাঁদছিলে?

শঙ্খিনী। হজরৎ! [কৃত্রিম লজ্জার ভঙ্গিতে চোখ দুইটি নত করিল]

ইব্রাহিম। একি? লজ্জায় যে দেখছি তুমি নববধূর মত রক্তিম হয়ে উঠছো। এসব লক্ষণ তো ভাল নয় সুন্দরী। বল কি ব'লতে চাও?

শঙ্খিনী। কি ব'লবো জনাব? যৌবনের প্রথমে একদিন আপনার ঐ মোহনীয়া সুরৎ দেখে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি জনাব।

ইব্রাহিম। বিবি!

শঙ্খিনী। যদি কসুর ক'রে থাকি তবে মাফ ক'রবেন খোদাবন্দ।

ইব্রাহিম। [মনে মনে খুশী হইয়া] এতে তো কোন কসুর দেখতে পাচ্ছি না বিবি।

শঙ্খিনী। আমি গরীবের মেয়ে। আপনার মত খান্‌দানী ব্যক্তিকে ভালবেসে আমি কি অন্যায় করিনি জনাব?

ইব্রাহিম। না—না, এতে অন্যায় কি? হিন্দুরা বলে প্রেমের দেবতা নাকি অন্ধ। কুল-শীল-মান-সুরৎ-ওসব কিছুরই সে ধার ধারে না।

শঙ্খিনী। তাহলে বাঁদীকে আপনার চরণে ঠাঁই দেবেন জনাব?

ইব্রাহিম। আলবৎ দেব। বয়সটা আমার একটু বেশী হ'য়ে গেলেও তুমি আমাকে বেরসিক ম'নে ক'রো না বিবি।

শঙ্খিনী। জনাব!

ইব্রাহিম। তোমার মত বেহেস্তের হুরির জন্য ইব্রাহিমের দিল-মহলের দরজা সর্বদাই খোলা থাকবে বিবি।

শঙ্খিনী। [নতজানু হইয়া] তাহ'লে আমার একটা আর্জি আছে জনাব।

ইব্রাহিম। [হাত ধরিয়া তুলিল] তার জন্য নতজানু হবার প্রয়োজন নেই সুন্দরী। তুমি নির্ভয়ে তোমার আর্জি পেশ ক'রতে পার।

শঙ্খিনী। পাঞ্জাব আমার জন্মস্থান। সেই পাঞ্জাব থেকে আমি

যখন আমার পিতাকে নিয়ে আপনার উদ্দেশ্যে রওনা হ'য়েছিলাম তখন— [থামিয়া গেল]

ইব্রাহিম। বল, তখন—

শঙ্খিনী। [কৃত্রিম বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে] পাঞ্জাবের শাসনকর্তা আমার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আমার উপর অত্যাচারে উদ্যত হয়।

ইব্রাহিম। তুমি আমার উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'রেছ—একথা তাকে বলেছিলে ?

শঙ্খিনী। ব'লেছিলাম জনাব ! তার উত্তরে সেকেন্দারশাহ্ ব'ললে যে, অপদার্থ ইব্রাহিমশাহের জন্য এমন বেহেস্তের হুরির পয়দা হয়নি।

ইব্রাহিম। বটে! এত স্পর্দ্ধা সেই বাঁদীর বাচ্চার। তাকে যদি সমুচিত শিক্ষা দিতে না পারি তবে বৃথাই আমি আফগান।

শঙ্খিনী। তখনকারমত ছলনায় সেকেন্দারশাহ্‌কে নিবৃত্ত রেখে আমি কৌশলে আমার ইজ্জত বজায় ক'রে আপনার কাছে পালিয়ে এসেছি জনাব। [কাঁদিতে কাঁদিতে] কিন্তু আমার পিতা এখনো অমানুষিক পীডন সহ্য ক'রছে। তাকে আপনি বাঁচান জনাব। তাকে আপনি বাঁচান। [পা জড়াইয়া ধরিল]

ইব্রাহিম। [শঙ্খিনীকে দু'হাতে তুলিয়া] কোন চিন্তা নেই সুন্দরী। এই তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ ক'রছি—আমার গোয়ালিয়র অভিযান স্থগিত রেখে আমি এই মুহূর্তে সেকেন্দারশাহ্‌ক আক্রমণ ক'রবো।

শঙ্খিনী। জনাব !

ইব্রাহিম। সেই শয়তানকে বুঝিয়ে দেব যে, ইব্রাহিমশাহের অপমান ক'রে তার ভাবী বেগমের অমর্যাদা ক'রে কেউ কোনদিন জিন্দা থাকতে পারে না।

শঙ্খিনী। জনাব সত্যিই মেহেরবান।

ইব্রাহিম। এস সুন্দরী, আমরা যাত্রার আয়োজন করি। [হাস্ত খরিল]

শঙ্খিনী। আপনার এই মহব্বতের প্রতিদান দেবার সাধ্য আমার নেই জনাব। যদি অনুমতি করেন, তবে আপনার যুদ্ধে যাওয়ার আগে আপনাকে একটা গান শুনিয়ে দিতে পারি।

ইব্রাহিম। তোফা—তোফা! এমন সুরৎ—তার উপর আবার গান। সত্যি খোদা মেহেরবান, তাঁর দোয়ায় ইব্রাহিমের তক্‌দীর বহুৎ আচ্ছা!

শঙ্খিনী। তাহ'লে আমি গাই?

ইব্রাহিম। গাও বিবি, গাও। সুরের ঝরণা-ধারায় আমাকে সিঞ্চিত ক'রে তুমি আমায় নওজোয়ান ক'রে তোল।

শঙ্খিনী।—

গীত।

গান শুন গো—গান শুন গো, ওগো আমার প্রিয়।
গানে গানে নাচে নাচে প্রাণের পরশ নিও॥
গানের সুরে উঠুক বেজে তোমার বীণার তার,
নাচের তালে তোমার গলে দুলুক মণিহার;
সরম ভুলে ঢুলে ঢুলে মধুর চুমু দিও॥

ইব্রাহিম। কিয়াবাৎ—কিয়াবাৎ! সত্যি তুমি বেহেস্তের হুরি। এখন আমার ব'লতে ইচ্ছে হ'চ্ছে তোমাকে আটকে রাখতে গিয়ে সেকেন্দার ভুল করেনি।

শঙ্খিনী। আপনি একথা ব'লছেন জনাব! তাহ'লে আমি কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব?

ইব্রাহিম। না—না, কেঁদো না—কেঁদো না বিবি। আমি শুধু রহস্য ক'রছিলাম।

শঙ্খিনী। তাহ'লে আক্রমণ স্থির?

ইব্রাহিম। স্থির। আমি এই মুহূর্তে সসৈন্যে শয়তান সেকেন্দারকে শাস্তি দিতে চল্লাম। যতক্ষণ আমি ফিরে না আসি, ততক্ষণ তুমি এই শিবিরে ব'সে মালা গেঁথে আমার জন্য অপেক্ষা কর। [বাহির হইয়া যাইতে যাইতে] সেনাপতি, ? সৈন্যাধ্যক্ষ, এই মুহূর্তে ফৌজের মুখ পাঞ্জাবের দিকে ঘুরিয়ে দাও। ধ্বংস—ধ্বংস—সেকেন্দারশাহের ধ্বংস চাই।

[প্রস্থান।

শঙ্খিনী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কামোন্মত্ত জরাগ্রস্ত আফগান, শঙ্খিনীর বিষের চুম্বন কত মধুর তা অবিলম্বে মর্মে—মর্মে বুঝতে পারবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল! তূর্যনাদ
শোনা যাইতে লাগিল]

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থল।

[নেপথ্যে আল্লা—আল্লা হো ধ্বনি]

বেগে সেকেন্দারশাহের প্রবেশ।

সেকেন্দার। ধ্বংস কর—ধ্বংস কর। যতক্ষণ ইব্রাহিমের ছিন্নশির সংগ্রহ ক'রতে না পার, ততক্ষণ তোমাদের বিশ্রাম নেই—আহার নেই—নিদ্রা নেই। চালাও কামান—চালাও কামান।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে কামানগর্জন]

দ্রুত মীনা পেশোয়ারীর প্রবেশ।

মীনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! লেগে গেছে—লেগে গেছে। অহি-নকুলের লড়াই লেগে গেছে। খোদা মেহেরবান, দেশের শত্রু—জাতির শত্রু এই আফগান দু'টোকে ধ্বংস কর প্রভু, ধ্বংস কর।

বেগে শঙ্খিনীর প্রবেশ।

শঙ্খিনী। অত সহজে শয়তানের ধ্বংস হয় না মীনা পেশোয়ারী। চল এই মুহূর্তে আমরা গোয়ালিয়র-শিবিরে গমন করি।

মীনা। সেখানে যাওয়ার কি প্রয়োজন আছে মাইজী?

শঙ্খিনী। আছে—আছে। উভয় দল ঐ সামনের দীর্ঘ সেতুটি দখল করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। যখন উভয় পক্ষের সৈন্যদল

সেতুর উপর উঠে প’ড়বে, তখন যদি অন্য কেউ কামান দেগে সেতুটা উড়িয়ে দিতে পারে—তাহ’লে যুদ্ধ জয় অর্ধেক সমাপ্ত হ’য়ে যাবে।

মীনা। তাহ’লে চল মাইজী। আমরা গোয়ালিয়র-শিবিরে যাই। আমি সংবাদ পেয়েছি সিপাহশালার ও রাজা বিক্রমজিৎ উভয়ে সসৈন্যে এই বনেব প্রান্তদেশে অপেক্ষা ক’রছে।

শঙ্খিনী। চল—চল, শীঘ্র চল। দ্রুত অশ্বারোহণে গিয়ে হিমুদাকে এই সংবাদ না দেওয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই—বিশ্রাম নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে আল্লা—আল্লা হো ধ্বনি ও কামানগর্জন]

বেগে সেকেন্দারশাহের প্রবেশ।

সেকেন্দার। সৈন্যগণ, চালাও কামান। উল্কাবেগে এগিয়ে চল ঐ সেতু লক্ষ্য ক’রে। যে আগে সেতু দখল ক’রতে পারবে, জয়ী হবে সে। সেতু দখল করা চাই—সেতু দখল করা চাই। [গমনোদ্যত]

সশস্ত্র আলীহোসেনের প্রবেশ।

আলী। সে সুযোগ আর তোমাকে দেওয়া হবে না শয়তান। এইখানেই তোমার আশার সমাধি হবে।

সেকেন্দার। কে? সিপাহশালার আলীহোসেন? তুমি এখানে?

আলী। শয়তানের সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্যই এই আলীহোসেনের পয়দা সেকেন্দারশাহ্। জান বাঁচাও। [অস্ত্রাঘাত করিল]

সেকেন্দার। [স্বীয় অস্ত্রে সে আঘাত প্রতিহত করিল] একটু ধৈর্য ধ’রে অপেক্ষা কর আলীহোসেন, আগে বাঁদীর বাচ্ছা ইব্রাহিমকে শায়েস্তা ক’রে আসি, তারপর তোমার শক্তির পরীক্ষা ক’রবো। [প্রস্থান।

আলী। আশ্চর্য! ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খায় একথা এতদিন শোনাই ছিল। আজ দেখলাম চোখে। কিন্তু এমন আশ্চর্য ঘটনা কি ক'রে সম্ভব হ'লো?

হিমু ও শঙ্খিনীর প্রবেশ।

হিমু। আমার ভগ্নী শঙ্খিনীর বুদ্ধি-কৌশলে।

আলী। রাজা।

হিমু। অসমসাহসিকতায় আমার এই বোনটি অপূর্ব কলা-কৌশল বিস্তার ক'রে ইব্রাহিম ও সেকেন্দার শাহের ফৌজের গতি ভিন্নমুখে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমাদের আক্রমণ ক'রতে এসে ওরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ক'রে বসেছে।

আলী। এ কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো শঙ্খিনী?

শঙ্খিনী। সে অনেক কথা। তা পরে শুনলেও চ'লবে।

আলী। আমি যে বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে যাচ্ছি।

শঙ্খিনী। নারীর মুখের দিকে হতবাক্ হ'য়ে না থেকে কর্মী তুমি কর্ম কর। পরস্পর যুধ্যমান ঐ দুষমনদের তুমি পেছন থেকে কামান দেগে অভ্যর্থনা কর।

হিমু। কিন্তু শঙ্খিনী, এ যে অন্যায় যুদ্ধ।

শঙ্খিনী। হোক অন্যায়। তবু কামান দাগতে হবে।

আলী। শঙ্খিনী!

শঙ্খিনী। স্মরণ রেখো সিপাহশালার, রণে আর প্রণয়ে অন্যায় কিছুই নেই।

আলী। শঙ্খিনী!

শঙ্খিনী। ঐ চেয়ে দেখ, যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে উভয়পক্ষ সেতুর

উপরে উঠে পড়েছে। তুমি এবার পিছন থেকে কামান দেগে ঐ সেতু উড়িয়ে দাও। অর্ধেক শত্রুসৈন্যের সলিল-সমাধি হোক।

আলী। তাই হোক রাজা! পাঠানসাম্রাজ্যের মংগলের জন্য আমি ঐ সেতু লক্ষ্য ক'রে কামানই দাগবো, তাতে আমার অন্যায় হ'লেও আমার প্রভু আদিলশাহের পথ অন্ততঃ পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। [প্রস্থান।

হিমু। তোর এই বুদ্ধি ও সাহসের প্রশংসা না ক'রে পাচ্ছি না শঙ্খিনী।

শঙ্খিনী। এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই দাদা। আমি তোমার দীক্ষাতেই দীক্ষিত। যা করেছি সব তোমারই প্রেরণায়।

[নেপথ্যে সজোরে কামানগর্জন হইল। সমকণ্ঠে আর্তনাদ শোনা গেল]

হিমু। ঐ—ঐ দেখ শঙ্খিনী, আলীহোসেনের কামানের গোলায় সেতু ছিন্নভিন্ন হ'য়ে উড়ে গেল! শত্রুসৈন্য খরস্রোতা নদীর বুকে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। ইব্রাহিম সেকেন্দার তৃণের মত ভেসে যাচ্ছে। অবশিষ্ট সৈন্যদল ছত্রভংগ হ'য়ে পলায়ন ক'রছে। আলীহোসেন সৈন্যাধ্যক্ষ সেনাপতি শত্রুদের অনুসরণ কর—শত্রুদের ধ্বংস কর। যে প্রকারেই পার সেকেন্দার ও ইব্রাহিমশাহ্‌কে জীবিত বন্দী কর।

[প্রস্থান।

শঙ্খিনী। সিপাহ্‌শালার আলীহোসেন, এত রূপ, এত গুণ, এত রণ-নৈপুণ্য থাকতেও তুমি কেন মুসলমান হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রলে! ওঃ ভগবান! শঙ্খিনীর জীবন নিয়ে এ তুমি কি খেলা সুরু ক'রলে প্রভু। না না না, এ খেলা তুমি এইখানেই শেষ ক'রে দাও প্রভু।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ।

পিপাসার্ত পরিশ্রান্ত ইব্রাহিমের প্রবেশ।

ইব্রাহিম। গেল—গেল, সবই গেল। একটা ছলনাময়ী নারীর কথায় বিশ্বাস ক'রে আমার সর্বস্ব নদীর অতলে তলিয়ে গেল! উঃ! একবার যদি তাকে সাম্‌নে পেতাম—[হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল; ক্রোধে বাক্ রুদ্ধ হইয়া গেল] না, সে সুযোগ আর ইব্রাহিমের ভাগ্যে আসবে না। আজ আমি সর্বহারা পথিক। আমার পশ্চাতে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত শত শত হিমুর অনুচর ছুটছে আমাকে বন্দী করার জন্য। কিন্তু এদিকে যে তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। একবিন্দু জল না পেলে মৃত্যু আমার অবধারিত। জল—জল চাই। কে আছ বন্ধু, কে আছ বিপন্নের সহায়, একবিন্দু জল দিয়ে মুমূর্ষুর প্রাণ রক্ষা কর।

জলপাত্রহস্তে শংকরের প্রবেশ।

শংকর। জল জল ব'লে কে কাঁদে গো?

ইব্রাহিম। আমি।

শংকর। এই নাও। [জলপূর্ণ পাত্র দিতে উদ্যত]

ইব্রাহিম। জল এনেছ! আঃ! দাও—দাও—[সাগ্রহে হাত বাড়াইল]

শংকর। দাঁড়াও—দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। তোমাকে একটু ভাল ক'রে দেখতে দাও।

ইব্রাহিম। কি দেখবে বন্ধু। আমি এক সর্বহারা পথিক।

শংকর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি—তুমি—

ইব্রাহিম। আমি কি? দাও—জল দাও—প্রাণ যায়। জল—

[অগ্রগমন করিল, শংকর পিছু হটিয়া গেল]

শংকর। না, দেব না—দেব না—দেব না জল।

ইব্রাহিম। দেবে না?

শংকর। না।

ইব্রাহিম। ইনাম দেব।

শংকর। দেব না।

ইব্রাহিম। জায়গীর দেব।

শংকর। না।

ইব্রাহিম। হাজার আসরফি দেব।

শংকর। তবু দেব না।

ইব্রাহিম। তবে বলপ্রয়োগে গ্রহণ ক'রবো।

শংকর। তার আগে জল জাহান্নামে নেমে যাক। [ভূমিতে জল ফেলিয়া দিল]

ইব্রাহিম। তবে রে বেতমিজ। [চাবুক প্রহার]

শংকর।—

গীত।

মারো—মারো—আরো মারো, আঘাত কর জোরে।
আঘাত হেনে ছুটাও দেহে রক্তধারা অঝোর ঝরে।
তোদের অত্যাচারে গর্বিত হুংকারে,
পাতালে বাসুকি দিল মাথা-চাড়া ধরণী উঠিছে নড়ে।

ইব্রাহিম। শয়তান! [চাবুক প্রহার]

শংকর।—

পূর্ব্বগীতাংশ।

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি,
তবু কি খুলে না আঁখির ঠুলি,
এখনো কি হায় পার না বুঝিতে জাগে নারায়ণ চক্র ধ'রে।

ইব্রাহিম। তোর নারায়ণ জাগার আশা এইখানেই শেষ হোক।
[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

সহসা হিমুর প্রবেশ।

হিমু। হুঁসিয়ার পাঠান!

ইব্রাহিম। কে?

শংকর। নারায়ণ—নারায়ণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, কলির নারায়ণ হিমু বাকাল।

ইব্রাহিম। তুমিই সেই হিন্দু কাফের?

হিমু। কাফের কিনা জানি না—তবে হিন্দু নিশ্চয়ই।

ইব্রাহিম। কৌশলে আদিলকে বশীভূত ক'রে তুমি হয়েছ আজ পাঠানের ভাগ্যবিধাতা। শয়তান, এইখানেই তোর শেষ হোক।
[আক্রমণ]

হিমু। পাঠানের হাতে শেষ হবার জন্য হিমু এই দুনিয়াতে আসেনি ইব্রাহিম। [অসি নিষ্কাসন ও বাধা দান]

ইব্রাহিম। পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। [যুদ্ধ]

[হিমুর একটি প্রচণ্ড আঘাতে ইব্রাহিমের অস্ত্র ভূলুণ্ঠিত হইল]

ইব্রাহিম। ওঃ—

হিমু। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এই শক্তি নিয়ে তোমরা আস্ফালন কর? ছিঃ!

শংকর। শয়তানকে বধ করুন রাজা—বধ করুন।

হিমু। তার আগে বল ভাই, কেন তোমাকে শয়তান চাবুক মারলে ?

শংকর। জল দিইনি ব'লে।

হিমু। পিপাসার্তকে কেন জল দিলে না ভাই ? এতে যে তোমার অধর্ম হবে।

শংকর। হোক। তবু পারবো না রাজা, আমার সোনার সংসারে যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, তার মুখে পানীয় তুলে ধ'রতে !

ইব্রাহিম। কে—কে তুমি ? তুমি কি—

শংকর। ওদ্‌লাইগড়ের শংকর পুরী।

ইব্রাহিম। তুমি—তুমি সেই শংকর পুরী—যাকে একদিন—

শংকর। মামলায় কাজীর বিচারে ফেলে কয়েদ খাটিয়েছিলে—তার সম্পত্তি দখল করেছিলে—তার সুন্দরী স্ত্রীকে কন্যাসহ অপহরণ করেছিলে, আমি সেই শংকর পুরীর প্রেতাত্মা।

হিমু। একথা সত্য ইব্রাহিম ?

ইব্রাহিম। মানে—মানে—

শংকর। সত্য কথা বল শয়তান, নইলে তোর মাথাটা চিবিয়ে খাব। [ইব্রাহিমকে সবলে চাপিয়া ধরিয়া] বল, বল শয়তান, সত্য কথা বল।

হিমু। [ইব্রাহিমের চাবুক লইয়া] বল, নইলে—তোমার চাবুক তোমার পিঠেই ভাঙবো।

ইব্রাহিম। আমি—আমি মানে—ওর সম্পত্তি দখল করেছি সত্য, কিন্তু ওর স্ত্রী-কন্যার কোন সন্ধানই পাইনি।

শংকর। ঝুট্। বিলকুল ঝুট্।

ইব্রাহিম। না—সত্য। যে রাত্রে আমি বাড়ী দখল ক'রতে যাই, সেই শ্রাবণী অমাবস্যাতেই তোমার স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

হিমু। দাঁড়াও—দাঁড়াও, শ্রাবণী অমাবস্যা বল্লে না? কত বছর আগে?

ইব্রাহিম। সতের বছর আগে।

হিমু। সতের বছর। শ্রাবণী অমাবস্যা। হ'তে পারে—হ'তে পারে—

শংকর ও ইব্রাহিম। কি হ'তে পারে?

হিমু। তোমার কথা সত্য।

শংকর। তাহ'লে কোথায় আমার স্ত্রী?

হিমু। সম্ভবতঃ ঐখানে—[ঊর্ধ্বে ইংগিত]

শংকর। কন্যা?

হিমু। আছে—আছে।

শংকর। আছে? কোথায়—কোথায়?

হিমু। আগে বল তোমার স্ত্রীর নাম—কন্যার নাম।

শংকর। স্ত্রীর নাম অবন্তী, কন্যা বুলা।

হিমু। অবন্তী—বুলা—অবন্তী—বুলা—

শংকর। বল—বল রাজা, কোথায় আমার কন্যা?

হিমু। তুমি এই মুহূর্তে গোয়ালিয়র যাত্রা কর। সেখানে প্রাসাদে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রবে—আমি তোমাকে কন্যার সন্ধান ক'রে দেব।

শংকর। তুমি দীর্ঘায়ু হও রাজা—দীর্ঘায়ু হও। আঃ—আমার কন্যা—আমার কন্যা। [প্রস্থান।

হিমু। তারপর—বাকি, আফগান, মহাপাপে পাপী তুমি, তোমার বেঁচে থাকা চ'লবে না। [অস্ত্র তুলিল]

ইব্রাহিম। [সভয়ে] হিমু!

হিমু। হাঃ-হাঃ-হাঃ, মরণের জন্য প্রস্তুত হও। [আঘাতে উদ্যত হইল]

বান্দাবেশী সেকেন্দারের প্রবেশ, হাতে তাহার
গুলিভরা পিস্তল।

সেকেন্দার। তার আগে তুমি জাহান্নামে যাও। [পিস্তল তুলিল]

সহসা দ্রুত মোহম্মদের প্রবেশ।

মোহম্মদ। হুঁসিয়ার! [ক্ষিপ্রহস্তে সেকেন্দারের হস্ত ঘুরাইয়া দিল]

[সেকেন্দার তৎক্ষণে গুলি করিল, মোহম্মদ
আহত হইয়া পড়িয়া গেল]

মোহম্মদ। আঃ! আব্বাজান!

সেকেন্দার। কে, মোহম্মদ? [জড়াইয়া ধরিল]

মোহম্মদ। আব্বাজান! [ঢলিয়া পড়িল]

হিমু ও ইব্রাহিম। সেকেন্দারশাহ্?

মীনা পেশোয়ারীর প্রবেশ।

মীনা। না—এই সেই কানা শয়তান।

হিমু। পেশোয়ারী!

মীনা। এই কানা শালাই সেদিন আমাকে আসরফি দিয়ে ইমান কিনতে এসেছিল। শালা হারামীর বাচ্চা! [পদাঘাত]

হিমু। কি কর—কি কর পেশোয়ারী! দেখতে পাচ্ছ না ওর পুত্র মোহম্মদ আজ মৃত্যুশয্যায়।

মীনা। ও তো সেকেন্দারশাহের পুত্র!

সেকেন্দার। [ছদ্মবেশ উন্মোচন করিয়া] আমিই সেই হতভাগ্য পুত্রহন্তা সেকেন্দারশাহ্। এস—এস মীনা পেশোয়ারী, এস হিমু বাকাল, আমায় তোমরা হত্যা কর। এত জ্বালা—এত জ্বালা আর আমি সইতে পাচ্ছি না।

মীনা। বাঃ! চমৎকার! চমৎকার খোদা তোমার চুলচেরা বিচার! যাও সেকেন্দারশাহ, খোদা যার বুকে বজ্রের আঘাত হেনেছে, আমি আর তার বুকে ছোরার আঘাত হানতে চাই না। তোমাকে আমি খোদার নামে ক্ষমা ক'রে গেলাম। [প্রস্থান।

ইব্রাহিম। কিন্তু তুমি একি ক'রলে মোহম্মদ? স্বেচ্ছায় গুলির মুখে বুক পেতে দিলে?

মোহম্মদ। এই ভাল চাচাজী, এই ভাল। এই যুদ্ধের নায়ক আমার পিতার বিরুদ্ধে আমি ইন্দ্রজিতের ভূমিকায় নেমেছিলাম। কিন্তু পিতৃহত্যা না ক'রে পিতার হাতে প্রাণ দিয়ে আমার পুত্রের কর্তব্য আমি শেষ ক'রে গেলাম। আঃ—দু'চোখে আমার ঘুমের বান নেমে আসছে রাজা! আমি যাই, ঘুমুইগে। পার যদি, আমার পিতা ও পিতৃব্যকে তুমি ক্ষমা ক'রো—ক্ষমা ক'রো। ইনসাল্লাহ—রহমানের রহিম।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

সেকেন্দার। মোহম্মদ—মোহম্মদ! ওঃ! আজ আমি সর্বহারা—রিক্ত—নিঃস্ব।

ইব্রাহিম। কেঁদো না ভাইজী, কেঁদো না। জেনো—এ সবই খোদার ইচ্ছা।

হিমু। ঠিক বলেছ ইব্রাহিম, এ সবই তাঁর ইচ্ছা। তুমি ধৈর্য ধর সেকেন্দারশাহ্! তোমার পুত্র মরেনি, অমর হ'য়ে আছে—আত্মত্যাগের উজ্জ্বল আভায়।

সেকেন্দার। কিন্তু ওর মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী! তুমিই ওকে খুন করেছ।

হিমু। আমি?

সেকেন্দার। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি। কেন—কেন তুমি দোকানদারী ছেড়ে বাঙ্গা হ'তে এলে? কেন তুমি পাঠানের মাথায় ব'সে আমাদের ক্ষেপিয়ে দিলে? তাই তো—তাই তো এই অভিযান। তাই তো মোহম্মদের অকালমৃত্যু।

হিমু। আমার জন্যই তোমাদের অভিযান?

ইব্রাহিম। হ্যাঁ, তোমার জন্যই। নইলে আদিলশাহ্‌কে আমরা ক্ষমা ক'রেছিলাম।

হিমু। উত্তম। আমার আধিপত্যই যদি তোমাদের মর্মপীড়ার কারণ হ'য়ে থাকে, তবে এই মুহূর্তে সম্রাটদত্ত উষ্ণীষ ও তরবারি পরিত্যাগ ক'রলাম। তোমরা আমাকে হত্যা ক'রে তোমাদের মনের জ্বালা নিবারণ কর।

সেকেন্দার। হিন্দু!

হিমু। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ক'রতে হবে—সম্রাট আদিল শাহের স্বার্থরক্ষায় তোমরা জীবন দেবে—আত্মঘাতী সংগ্রামের নেশায় পাঠানশক্তিকে ভবিষ্যতে ধ্বংস ক'রবে না।

ইব্রাহিম। পাঠানের স্বার্থে তোমার কি আসে যায় হিন্দু?

হিমু। আমি যে আমার দেশের মাটীকে ভালবাসি ভাই! তার মংগলের জন্য দেশের বুকে একটি শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজন অনুভব ক'রেছিলাম। আর সেই প্রয়োজনের তাগিদেই দেশকে ভালবাসতে গিয়ে আমার সম্রাট আদিলশাহ্‌কে ভালবেসে ফেলেছি।

সেকেন্দার। হিন্দু!

হিমু। নাও ভাই, আমার পরিত্যক্ত এই অস্ত্র তুলে নাও। পাঠানসাম্রাজ্য রক্ষার প্রতিজ্ঞা ক'রে আমার বুকে ঐ তরবারি আমূল বসিয়ে দাও।

ইব্রাহিম। তুমি কি উন্মাদ হিন্দু?

হিমু। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি উন্মাদ। দেশ-জননীর সেবায় আমি উন্মাদ।

সেকেন্দার। তাহ'লে তুমি যাও। আমরা তোমাকে হত্যা ক'রতে চাই না। তুমি সাম্রাজ্যের দায়িত্ব পরিত্যাগ ক'রে তোমার দোকান ঘরেই ফিরে যাও।

হিমু। তাতেই যদি তোমাদের মনে শান্তি ফিরে আসে; তাহ'লে দীন-দরিদ্রের সন্তান এই হিমু বাকাল তার দারিদ্রের বুকেই ফিরে চ'ল্লো। তোমরা শুধু আদিলশাহ্‌কেই দেখো। [গমনোদ্যত]

সহসা আদিলশাহের প্রবেশ।

আদিল। কে দেখবে তোমার আদিলশাহ্‌কে? ঐ স্বার্থপর সংগ্রামরত আত্মঘাতী পাঠান-কুলাংগারেরা?

সকলে। একি! সম্রাট!

আদিল। হ্যাঁ, সম্রাট। এতদিন বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। আজ রাজ্য পরিচালকের কর্মে শৈথিল্য দেখে আবার আমি রাজদণ্ড গ্রহণ ক'রছি।

হিমু। আমি রাজকার্যে শৈথিল্য প্রকাশ করেছি?

আদিল। আলবৎ। যুদ্ধে পরাজিত শত্রুদের বন্দী করাই রাজ-নীতি। সে নীতি তুমি ভংগ করেছ।

হিমু। সম্রাট!

আদিল। এই গুরু অপরাধে আমি তোমাকে চরম শাস্তি দেব হিমু বাকাল।

হিমু। যদি অন্যায় ক'রে থাকি, তবে শাস্তি দিন জাঁহাপনা। আমি নত মস্তকে গ্রহণ ক'রবো।

আদিল। [পিস্তল বাহির করিয়া হিমুকে দিয়া] তাহ'লে ধর এই পিস্তল। বেইমানের শাস্তি তুমি নিজের হাতেই দাও।

ইব্রাহিম ও সেকেন্দার। সম্রাট! সম্রাট!

হিমু। ক্ষান্ত হও ভাইসব। সম্রাটের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এই পিস্তলের গুলিতে হিমু বাকালের অসার জীবন—[পিস্তল নিজের বুক লক্ষ্য করিল]

আদিল! [বাধা দিয়া] না-না, ওখানে নয়—ওখানে নয়। গুলি কর ঐ দেশের শত্রু—তোমার শত্রু ঐ ইব্রাহিম—সেকেন্দারশাহের বুকে।

ইব্রাহিম ও সেকেন্দার। সম্রাট!

হিমু। এ আবার কি বিচার সম্রাট?

আদিল। এই আমা'র বিচার। যে অন্ধেরা তোমার উদার অন্তঃকরণ দেখতে পেলো না—রাজ-ঐশ্বর্যের মালিকের অংগে সাধারণ পরিচ্ছদ দেখেও যাদের চৈতন্য হ'লো না, সে অন্ধদের স্থান আমার রাজ্যে নেই!

হিমু। আমি অনুরোধ ক'রছি সম্রাট, ওদের আপনি ভালবাসুন—ক্ষমা করুন।

আদিল। হবে না—হবে না।

হিমু। ওদের বদলে আমার জীবন গ্রহণ করুন।

আদিল। নিজের অংগ ছেদন ক'রবো এত মূর্খ আমি নই হিমু বাকাল।

হিমু। তাহ'লে এই মুহূর্তে আমি আপনার মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ ক'রলাম।

সকলে। তুমি মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ ক'রবে?

হিমু। ক'রবো। যে শাসক জানে না যে, শুধু অস্ত্র দিয়ে শত্রুকে জয় করা যায় না—হত্যা দিয়ে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না, তার দাসত্ব হিমু বাকাল কোনদিন করে না। [গমনোদ্যত]

সেকেন্দার। তুমি এত মহৎ হিন্দু? এতো তোমার বুকে প্রেম!

আদিল। হ্যাঁ, এত মহৎ প্রেমিক। বল সেকেন্দার—বল ইব্রাহিম-শাহ্, এই কাফের কি পাঠানসাম্রাজ্য চালনে অযোগ্য?

সেকেন্দার। না সম্রাট। ওর চেয়ে যোগ্য পরিচালক তামাম হিন্দুস্থানে একটিও নেই।

ইব্রাহিম। আমরা খোদার নামে শপথ ক'রে এই হিন্দুর আনুগত্য স্বীকার ক'রছি।

সহসা আলীহোসেনের প্রবেশ।

আলী। সর্বনাশ হয়েছে শাহানশাহ্। মুঘলসম্রাট হুমায়ুন অতর্কিতে ঝটিকার বেগে পারস্য থেকে হিন্দুস্থানে এসে পাঞ্জাব ও দিল্লী অধিকার করেছে।

সকলে। আবার মুঘল!

আলী। যথা শীঘ্র আমরা প্রস্তুত না হ'লে ঐ খণ্ড মুঘল অধিকৃত রাজ্য তামাম হিন্দুস্থানকে গ্রাস ক'রবে।

হিমু। কখনো নয়। হিমু বাকালের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে ঐ মুঘল-শক্তিকে আর সূচ্যগ্র ভূমিও দখল ক'রতে দেবে না।

সকলে। হিন্দুবীর!

হিমু। যাও সিপাহশালার, তুমি অবিলম্বে সীমান্ত রেখায় সুযোগ্য সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন কর। জীবন পণেও মুঘলকে একবিন্দুও আর অগ্রসর হ'তে দেবে না।

আলী। মুঘলকে সীমান্তে আটকে রাখতে যদি এই বান্দার জীবন যায়, তবু জানবেন রাজা, তার প্রেতাত্মা ঐ সীমান্তকে মুঘলের হাত থেকে রক্ষা ক'রবে।

[প্রস্থান।

হিমু। আসুন আফগান ভ্রাতৃদ্বয়। আজ আমরা সমস্ত শত্রুতা ভুলে মিত্র হ'য়ে গোয়ালিয়র দুর্গে নূতন ক'রে সৈন্যসজ্জা করি। আমি সংগ্রহ করি রসদ, সেকেন্দারশাহ্ সংগ্রহ করুন নূতন সৈন্য, আর ইব্রাহিমশাহ্ তৈরী করুন তাঁদের দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনী।

[প্রস্থান।

সেকেন্দার। আমি আমার যথাশক্তি ব্যয় ক'রেও পাঠানসাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি লোককে সৈনিক ক'রে গ'ড়ে তুলবো।

[প্রস্থান।

ইব্রাহিম। আর খোদা যদি রহম করেন, তবে আমি প্রত্যেকটি সৈনিকের বুকে জ্বেলে দেব রাজভক্তির জলন্ত প্রদীপ।

[প্রস্থান।

আদিল। কিন্তু অকর্মণ্য অপদার্থ সম্রাট আমি—আমি কি ক'রবো? কি আমি ক'রতে পারি? হ্যাঁ-হ্যাঁ, পারি আমি আমার সমস্ত সম্পদ পরিজন দিয়ে ঐ মহান্ হিন্দুবীরের সেবা ক'রতে। আর যদি সম্ভব হয়, আমার হাস্‌নাবানুকে দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সেতু তৈরী ক'রতে।

[প্রস্থান।

———

এক বৎসর পরে

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাঞ্জাব—মুঘলপ্রাসাদ

বাঈজীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

বাঈজীগণ।—

গীত।

সকলে।— বঁধু, শুধু নাচ আর গাও।
যে ক'টা দিন আছ ভবে শুধু হেসে নাও।
একজন বাঈজী।— এ জীবনটা সাগর-ফেনা,
আজ আছে হায় কাল রবে না,
(তাই) রসিক যে জন রসের রাজা,
দু'হাতে সে লুটে মজা,
তবে বুদ্বুদ কেন রইবে সাদা, রঙিন ক'রে দাও।
সকলে।— (হায়) যে ক'টা দিন আছ ভবে শুধু হেসে নাও।
একজন বাঈজী।— মোদের বুকের মধু নিয়ে সরাব বানাও প্রিয়,
মধুর অধর পেয়ালাতে ঢেলে তাতে দিও,
(ওগো) মন-ভ্রমরা বসিয়ে দিয়ে টাটকা সরাব খাও।
সকলে।— (হায়) যে ক'টা দিন আছ ভবে শুধু হেসে নাও।

আকবরের প্রবেশ।

আকবর　বন্ধ কর—বন্ধ কর এই কুৎসিত নৃত্যগীত।

[বাইজীগণের প্রস্থান।

বাইরাম খাঁর প্রবেশ।

বাইরাম। গান বন্ধ করালে কেন আকবর?

আকবর। ভাল লাগে না খানখানান—ভাল লাগে না।

বাইরাম। গান ভাল লাগে না?

আকবর। না। জীবনের পথে যার আঁধিয়ার নেমে এসেছে, সংগীত তার কানে বিষ ঢালে খানখানান—বিষ ঢালে।

বাইরাম। আমি ব'লছি আকবর, এ আঁধার থাকবে না, আবার তোমার জীবনে চাঁদের উদয় হবে।

আকবর। কিন্তু আমার স্নেহবৎসল পিতা তো আর কোনদিন ফিরে আসবে না খানখানান!

বাইরাম। আকবর!

আকবর। বড় হতভাগ্য আমি। মরুভূমিতে আমার জন্ম। তাই অকালে পিতৃহারা হ'য়ে জীবনটাও আমার মরুভূমি হ'য়ে গেল।

বাইরাম। শোকে ভেঙে পড়া মানুষের ধর্ম নয় আকবর।

আকবর। খানখানান!

বাইরাম। স্বীকার করি দীর্ঘ ক্লেশের পর খণ্ডরাজ্য জয় ক'রে আমার মহানুভব সম্রাট হুমায়ুন যে সুখের প্রাসাদ গ'ড়তে উদ্যত হ'য়েছিলেন হঠাৎ আগ্রার প্রাসাদে সিঁড়ি থেকে প'ড়ে তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে সেই সুখ-কল্পনার চরম ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে তোমার মত পুত্রের তো দুঃখে মুসড়ে পড়া উচিত নয় আকবর!

আকবর। কেন নয় খানখানান? এমন স্নেহময় পিতা দুনিয়ায় ক'জনার ভাগ্যে জোটে? তাঁর অকৃপণ স্নেহ-করুণার চিহ্ন আমার সর্বাংগে জড়িয়ে আছে। প্রাসাদের যে দিকেই চাই, দেখতে পাই পিতার কল্যাণহস্ত আমায় তাঁর কোলে আহ্বান ক'রছে। অথচ—অথচ খানখানান, তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোন উপায় নেই। উপায় নেই দিনান্তে একবার একটিবার শুধু আব্বা ব'লে ডেকে তৃষিত মনকে আমি শীতল করি।

বাইরাম। পিতা কারো চিরদিন বেঁচে থাকে না, তুমি স্থির হও আকবর।

আকবর। জানি, জানি। কিন্তু এমনি ক'রে অকালে পিতাকে হারাতে হবে, এ কে কবে কল্পনা ক'রতে পারে খানখানান?

বাইরাম। কল্পনা কর নি, এবার প্রত্যক্ষ কর। বুঝে দেখ, বড় নিষ্করুণ কঠিন এই পৃথিবী। এর বুক থেকে রস আহরণ ক'রতে হ'লে নিজেকেও কঠিন নিষ্করুণ হ'তে হবে।

আকবর। খানখানান!

বাইরাম। পিতার অসম্পূর্ণ কার্যকে সম্পূর্ণ ক'রে পিতার উপযুক্ত পুত্র ব'লে নিজেকে প্রমাণ ক'রতে হবে। সেই হবে যোগ্য পুত্রের পিতৃতর্পণ।

আকবর। সূর্য না থাকলে চাঁদের আলোর কোন অস্তিত্ব থাকে না হজরৎ।

বাইরাম। তুমি চাঁদ নও আকবর, তুমি একটি বিরাট নক্ষত্র। সূর্যের গরিমাকেও ম্লান ক'রে দিতে হবে তোমার বিরাট প্রতিভার আলোক বিচ্ছুরণে।

আকবর। কিন্তু নক্ষত্র হবার যোগ্যতা আমার কিছুই তো নেই

খানখানান্। নেই রাজনীতির জ্ঞান, নেই সামরিক শক্তি, নেই বুদ্ধির পরিপক্কতা।

ব'ইরাম। তোমার সব আছে। দেহে চেঙ্গীস তাইমুরের রক্ত রয়েছে। সম্মুখে মহানুভব পিতার অধ্যবসায়ের আদর্শ রয়েছে। সর্বোপরি আছে বাইরাম খাঁয়ের মত একজন হিতার্থী বান্ধব।

আকবর। কিন্তু খানখানান, আমি যে লেখাপড়া কিছুই জানি না—মূর্খ।

বাইরাম। তোমাকে দিয়েই আমি প্রমাণ ক'রে যাব যে পুঁথিগত বিদ্যাই মানুষের মানদণ্ড নয়। তুমি মেহেরবান খোদার উপর বিশ্বাস রাখ—আমার উপর নির্ভর কর—দেখবে তোমাকে আমি ভারতসাম্রাজ্যের সম্রাট ক'রে যাব।

অশ্বজিৎ ও মরিয়মের প্রবেশ।

অশ্বজিৎ। মুঘলের সেই যাত্রাপথে আমরা দু'জনে সোপান তৈরী ক'রে দেব জনাব।

বাইরাম। কে—কে তোমরা?

মরিয়ম। পাঠানসম্রাট ইসলামশাহের হতভাগ্য বিধবা পত্নী বেগম মরিয়ম।

অশ্বজিৎ। আদিলশাহের বেইমানীতে দলিতপুচ্ছ ভুজঙ্গ সেনাপতি অশ্বজিৎ।

আকবর। কি তোমাদের উদ্দেশ্য?

অশ্বজিৎ। পাঠানসাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধনে জনাবকে সাহায্য করা।

বাইরাম। নিঃসম্বল তোমরা! কি সাহায্য ক'রতে পার?

অশ্বজিৎ। পাঠানসাম্রাজ্যের গুপ্ত রন্ধ্রপথ আমার নখদর্পণে।

আমি জানি পাঠানের কোন্ দুর্বল স্থানে আঘাত ক'রলে যুদ্ধে আপনারা অক্লেশে জয়ী হ'তে পারবেন।

বাইরাম। হুঁঃ। কিন্তু তুমি নারী?

মরিয়ম। নারী হ'লেও আমি দুর্বল নই মুঘল। একদিন যে সুরভি নিঃশ্বাসে বাতাস মাতাল হ'য়ে উঠতো, আজ প্রতিশোধকামী—নির্যাতিতা সেই রমণীর বিষ-নিঃশ্বাসে অনলস্রাব নির্গত হবে, যার স্পর্শে পাঠানসাম্রাজ্য জ্ব'লে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।

আকবর। সম্রাট আদিলশাহ্ তোমার আত্মীয়—স্বজাতি। তার প্রতি তোমার এই পৈশাচিক বৈরীভাব কেন বেগমসাহেবা?

মরিয়ম। কেন? সে কথা শুনলে তুমি আতংকে শিউরে উঠবে বালক-সম্রাট। ঐ দুর্বৃত্ত পরস্বাপহারী ঘাতক বিধবার একমাত্র স্নেহের সম্বল দুধের বাছাকে আমার চোখের সামনে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ চাই মুঘল। চাই সেই আদিলশাহের ছিন্নশির।

অশ্বজিৎ। সেই শয়তান আদিলশাহ্ আমার রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ আমাকে পদাঘাত ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে জনাব। আমি তার প্রতিশোধ চাই।

আকবর। পাঠানের শত্রু মুঘলের দ্বারস্থ না হ'য়ে তোমাদের দেশবাসী কারো কাছে কি যাওয়া উচিত ছিল না?

অশ্বজিৎ। গিয়েছিলাম জনাব সেকেন্দার ও ইব্রাহিমশাহের কাছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে পরিকল্পনা আমাদের ব্যর্থ হয়েছে।

মরিয়ম। একটা কাফের হিন্দু দোকানদারের মহুত্বে মুগ্ধ হ'য়ে হিমু বাকালের পায়ে অপদার্থেরা দাসখৎ লিখে দিয়েছে।

বাইরাম। হিমু বাকাল—হিমু বাকাল। শুনেছি সেই কাফের হিমু বাকালই নাকি পাঠানসাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা।

অশ্বজিৎ। সেই কাফেরের নিষ্পেষণে তামাম পাঠানশক্তি আজ নিষ্পেষিত—ক্ষুব্ধ।

আকবর। কিন্তু আমি তো শুনেছি অশ্বজিৎ, এই কাফেরর মহত্ত্বে তামাম হিন্দুস্থান তাকে সসম্ভ্রমে সেলাম করে।

বাইরাম। কিন্তু বাইরাম খাঁ ক'রবে না। ঐ কাফেরের হাত থেকে পাঠানসাম্রাজ্য আমি জোর ক'রে কেড়ে নেব।

আকবর। খানখানান!

বাইরাম। বলুন বেগমসাহেবা, সাহায্যের পরিবর্তে আপনারা কি চাও?

বেগম। চাই শুধু আদিলশাহের ছিন্নশির।

অশ্বজিৎ। আর আমি চাই হিমু বাকালের বোন—শঙ্খিনী।

আকবর। খুব খাপসুরত আউরত বুঝি?

অশ্বজিৎ। সুরতের জন্য নয় সম্রাট। ঐ যুবতী একদিন নাগিনীর মত আমার বিরুদ্ধে ফণা তুলে ধ'রেছিল। আমি চাই ওর সেই বিষদাঁত দু'টোকে ভেঙ্গে দিতে।

আকবর। পুরুষ হ'য়ে যে নারীর উপর প্রতিশোধ নিতে চায়, তাকে এই বালক আকবর অপদার্থ ছাড়া আর কিছুই মনে করে না।

অশ্বজিৎ। মুঘল!

বাইরাম। স্তব্ধ হও আকবর। বাইরামের একটা কথা স্মরণ রেখো—রাজনীতির সঙ্গে মানবতার কোন সম্বন্ধ নেই।

আকবর। খানখানান!

বাইরাম। এসো প্রার্থী, তোমাদের নিয়ে আমি ভবিষ্যৎ অভিযানের পরিকল্পনা ক'রবো। যে পাণিপথের বুকে একদিন মুঘল সূর্যের

মত উদয় হ'য়েছিল, সেই পাণিপথেই নূতন ক'রে আবার ভাগ্য-পরীক্ষা ক'রবো।

[প্রস্থান।

মরিয়ম। আর যদি খোদা রহম করেন, তাহ'লে এই দুর্বলা অসহায়া নারী সেই পাণিপথের রক্তাক্ত প্রান্তরে তার রক্তপিপাসা নিবারণ ক'রবে।

[প্রস্থান।

অশ্বজিৎ। অপদার্থ ব'লে আজ যাকে তুমি ঘৃণা প্রকাশ ক'রলে মুঘলসম্রাট, পাণিপথের প্রান্তরে দেখতে পাবে সে অপদার্থ নয়—তোমার সাম্রাজ্যের ভিত্তি গ'ড়তে সেই হবে মূল্যবান পদার্থ।

[প্রস্থান।

আকবর। মূল্যবান পদার্থ। ঘরশত্রু বেইমান হিন্দু, খোদার দোয়ায় যদি এই সংঘর্ষে জয়ী হ'তে পারি, তাহ'লে তোমার মত নারীউৎপীড়ক শয়তানকে পুরস্কার দেব আমার এই পয়জার—পয়জার।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গোয়ালিয়র-প্রাসাদ।

হিমুর প্রবেশ।

হিমু। অন্যায়—অন্যায়। এইভাবে শাহাজাদীর সঙ্গে বারবার দেখা করা আমার ঘোরতর অন্যায়। আমি হিমু—লৌহ-কঠিন মন আমার; অথচ কি আশ্চর্য্য! প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও শাহাজাদীর আকর্ষণ হ'তে কিছুতেই মুক্ত হ'তে পাচ্ছি না। ওগো সর্বশক্তিমান ভগবান, এই নিষিদ্ধ ফলের আসক্তি থেকে তুমি আমাকে অব্যাহতি দাও।

হাস্নাবানুর প্রবেশ।

হাস্না। রাজা!

হিমু। শাহাজাদী!

হাস্না। আপনাকে এখানে ডেকে পাঠিয়ে আপনার মূল্যবান সময় আমি নষ্ট ক'রেছি। তারজন্য আমি যুক্তকরে ক্ষমা চাইছি।

হিমু। না-না, এ আপনি কি ব'লছেন? আমি আপনাদের ভৃত্য। আপনাদের হুকুম পালন করাই আমার একমাত্র কর্তব্য।

হাস্না। ওকথা ব'লে আমায় অপরাধী ক'রবেন না রাজা। কেন না, প্রকারান্তরে আমরা আপনারি আশ্রিত। বিশেষ ক'রে আমি।

হিমু। তুমি কি শাহাজাদী?

হাস্না। আমি—মানে—মানে—আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

হিমু। চুপ করুন—চুপ করুন শাহাজাদী! আমার দুর্বলস্থানে আঘাত ক'রে আমাকে এভাবে—

হাস্না। এভাবে কি রাজা?

হিমু। না-না, কিছু না—কিছু না। আমি যাই—আমি যাই।

হাস্না। দাঁড়ান রাজা।

হিমু। না-না, ডেকো না—ডেকো না। এমন ক'রে তুমি আমায় দুর্বল ক'রে দিও না শাহাজাদী।

হাস্না। দুর্বল! হায় রাজা, দুর্বলা নারী হ'য়েও আমি যদি আঘাতের বেদনা নীরবে সইতে পারি, তবে পুরুষ হ'য়ে তুমি এত চঞ্চল কেন?

হিমু। বুঝবে না—বুঝবে না শাহাজাদী। রুদ্ধতোয় নির্ঝরিণী পাষাণ-বক্ষ ভেদ ক'রে যদি একবার বাইরে আসতে পারে, তবে তার বেগধারণ করা স্রষ্টারও বুঝি অসাধ্য।

হাস্না। রাজা!

হিমু। মাফ কর শাহাজাদী। আমি হিন্দু—পাঠানসাম্রাজ্যের পরিচালক। ভালবাসার দুর্বলতাকে আমি প্রশ্রয় দিতে পারবো না।

হাস্না। তাহ'লে কি আমাকে লায়লীর মত সারাজীবন কেঁদে কাটাতে হবে?

হিমু। উপায় নেই শাহাজাদী। তুমি মুসলমান, আমি হিন্দু। আমাদের অসম মিলন কোন দিনই মঙ্গলজনক হ'তে পারে না—হবে না।

হাস্না। জাতির প্রশ্নটাই বড় হ'লো—হৃদয় কি কিছুই নয় রাজা?

শঙ্খিনীর প্রবেশ।

শঙ্খিনী। দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য—সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় ভালবাসার হৃদয়ে ছুরিকাঘাত ক'রতে হবে।

উভয়ে। শঙ্খিনী !

শঙ্খিনী। হ্যাঁ, শঙ্খিনী—নাগিনী। তাই তার কথার ধারেও বিষের ছোবল।

হাস্না। সত্যি বিষের ছোবল। কিন্তু শঙ্খিনী, এই বিষের ছোবল তুমিও অন্যকে দিতে পারতে না—যদি ঠিক আমারই মত সর্বস্ব দিয়ে কাউকে ভালবাসতে পারতে। [প্রস্থান।

শঙ্খিনী। ভালবাসা—ভালবাসা। বিশ্ব জুড়ে চলেছে ভালবাসার সর্বনাশা খেলা।

আলীহোসেনের প্রবেশ।

আলী। এই সর্বনাশার খেলা আছে ব'লেই পৃথিবী এত সুন্দর শঙ্খিনী ; নইলে স্বার্থদ্বন্দ্বের বিষবাষ্পে কলুষিত এই পৃথিবীর বুকে কোন মানুষই বাস ক'রতে পারতো না।

হিমু। পাথরের বুকেও রসের সঞ্চার ! আশ্চর্য্য আলীহোসেন।

আলী। স্থূল চক্ষে পাথরকে নীরস মনে হ'লেও সে একেবারে রসহীন নয় রাজা। প্রমাণ—পাষাণের বুকেও বৃক্ষের উৎপত্তি।

শঙ্খিনী। বুঝলাম ভালবাসা একটি সংক্রামক ব্যাধি। এর হাত হ'তে কারো নিস্তার নেই।

আলী। সেই কারো মধ্যে তুমি যদি একজন হ'তে, তাহ'লে আমি খুব খুশী হ'তাম।

গীতকণ্ঠে শংকরের প্রবেশ।

শংকর।—   গীত।

খুশীর আকাশে উঠিবে কি চাঁদ হাসিমাখা ঝলমল ?
শুকাবে কি আজ নয়নে আমার জলধারা টলমল ?

যে চাঁদ গিয়াছে ডুবে উঠিবে কি আর নভে ?
আমার ভুবনে আর কি ফুটিবে মধুভরা শতদল ?

~~সকলে। পাগল~~

শংকর। রাজা বলেছে—পাগল আর পাগল থাকবে না, সে মানুষ হবে। সে তার হারানো মাকে ফিরে পাবে। কই রাজা, আমার মা—আমার মা কই ?

হিমু। [শঙ্খিনীর হাত ধরিয়া শংকরের হাতে তুলিয়া দিল] এই তোমার সেই হারানো মা। এক বছরের বুলা সতের বছরের শঙ্খিনী শংকর পুরী।

শঙ্খিনী। দাদা !

হিমু। আনন্দ কর্ বোন, আনন্দ কর্। আমাদের ঘরে এসে শুধু দুঃখের ভরাই নিয়েছিস, এবার তোর জন্মদাতার কাছ থেকে অমৃতের পশরা চেয়ে নে বোন, অমৃতের পশরা চেয়ে নে।

শঙ্খিনী। তুমি—তুমি আমার বাবা !

শংকর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমিই তোর পিতা। না—না, আমি কেউ নই—কেউ নই। ওরে, আশৈশব তোকে যে বড় ক'রে তুলেছে সেই মহামান্য হিমুর পিতাই তোর সত্যিকারের পিতা।

আলী। শংকর পুরী।

শংকর। শংকর পুরী ম'রে গেছে। এ হ'চ্ছে তার কংকাল।

শঙ্খিনী। চল বাবা, তোমার কন্যা এই শঙ্খিনী সেবা-যত্ন দিয়ে তোমার কংকালে আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রবে।

শংকর। না—না, তা হয় না। তুই যে অভয় বক্ষে আশ্রয় পেয়েছিস, সেই তোর উপযুক্ত স্থান।

হিমু। কিন্তু তুমি ?

শংকর। আজকের এই মধুর স্মৃতির পরশ বুকে নিয়ে জগৎ-জননীর নাম নিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব।

সকলে। শংকর!

শঙ্খিনী। বাবা!

শংকর। সুখে থাক্ বেটী, সুখে থাক্! আমি যাই সেই মায়ের নাম-গান ক'রতে।

গীত।

মা—মা, ওগো অভয়া বরদা মাতা,
নাই কেহ মোর দুঃখত্রাতা।
তোর নাম নিয়ে মা ঘুরি পথে,
বিমাতা যে বাপের মাথে,
সেই বিমাতা যে বিষ ঢেলেছে,
তাই কয় না কথা জন্মদাতা।
হেলায় খেলায় বেলা গেল,
জীবন-পথে সন্ধ্যা হ'লো,
এবার অভয় কূলে নে মা তুলে,
রাখিস না আর যথাতথা।

[প্রস্থান।

শঙ্খিনী। বাবা—বাবা—

হিমু। কাঁদিসনে বোন, কাঁদিসনে। জীবের বহু ভাগ্যে তার বন্ধন মুক্ত হয়। আজ তোর পিতা সেই মুক্তির আলোকে অবগাহন ক'রতে চ'লেছে। তার এই যাত্রাপথকে চোখের জলে পিচ্ছিল ক'রে দিস্‌নে বোন, পিচ্ছিল ক'রে দিসনে। [গমনোদ্যত]

আলী। দাঁড়ান রাজা। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

হিমু। ক্ষমা? কিসের ক্ষমা?

আলী। আপনার অনুমতি না নিয়ে আমি অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে দিল্লী ও আগ্রা মুঘলের হাত থেকে অধিকার করেছি।

~~শঙ্খিনী। সাবাস!~~

হিমু। তার জন্য ক্ষমা চাওয়ার তো কোন কারণ নেই আলী-হোসেন। বরং এই কৃতকার্যের জন্য আমি তোমাকে পুরস্কার দেব।

শঙ্খিনী ও আলী। পুরস্কার!

হিমু। হঁ্যা বীর, পুরস্কার। বল, কি তুমি চাও? তোমাকে অদেয় আমার আর কিছুই নেই।

[হিমু আড়ালে দাঁড়াইয়া শঙ্খিনী আলীহোসেনকে ইঙ্গিত করিল যে, সে যেন এখন তাকে কিছু না চায়]

হিমু। বল সিপাহশালার, কি তুমি চাও?

আলী। আমি—আমি—থাক্ রাজা। পাণিপথের যুদ্ধে যদি আমি জয়লাভ ক'রে ফিরে আসতে পারি, তবে সেইদিন আমার প্রার্থিত পুরস্কার চেয়ে নেব।

শঙ্খিনী। হিমু পাণিপথের যুদ্ধ?

আলী। হঁ্যা, পাণিপথের যুদ্ধ। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ঐ পাণিপথের প্রান্তরে মুঘল-পাঠানে একবার শক্তি পরীক্ষা হয়েছিল, আজ আবার ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে নূতন ক'রে মুঘল-সৈন্য সেই পাণিপথে সজ্জিত হ'য়েছে। আমি যাই রাজা, আমার সৈন্যদলকে নূতন ভাবে সজ্জিত ক'রতে। এবার পাণিপথেই হবে মুঘল-পাঠানের শেষ লড়াই। হয় মুঘল যাবে পাঠান থাকবে, আর না হয় পাঠান তার বুকের রক্ত দিয়ে মুঘলের জয়যাত্রার পথ রঙীন ক'রে দিয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

হিমু। পাণিপথ—পাণিপথ। রাক্ষসের ক্ষুধা ঐ পাণিপথের গর্ভে। কোন এক অনাদি বৈদিক যুগে কুরুক্ষেত্ররূপী পাণিপথ তৃষ্ণার্ত হ'য়ে উঠেছিল—যার ফলে জীবন বলি দিল লক্ষ লক্ষ হিন্দু ক্ষত্রিয়ের দল। তারপর শত শত শতাব্দী পরে এই সেদিনও পাণিপথের তৃষ্ণার্ত গর্ভে পাঠানের সাঁতার-প্রমাণ রক্ত শুকিয়ে গেছে। আজ আবার সেই পাণি-পথের বুকে রক্তের আহ্বান! পাণিপথ! রাক্ষস পাণিপথ! রুদ্ধ কর্—রুদ্ধ কর্ পাণিপথ তোর এই সর্বনাশা ডাক। [প্রস্থান।

শঙ্খিনী।—

গীত।

হায় পাণিপথ।
একদা তুই করেছিলি গ্রাস পাঠানের জয়রথ।
বাউল বাতাস তোর মাঠে আজো বাজায় হাড়ের বাঁশী,
তোর বুকে কত নিভেছে প্রদীপ ফুরায়েছে কত হাসি;
যুগ যুগান্ত রক্ত পিয়েও মিটেনি কি মনোরথ?

আদিলশাহের প্রবেশ।

আদিল। এই যে শঙ্খিনী! তোমাদের শাহাজাদী কোথায়?

শঙ্খিনী। আমি তাকে ডেকে দিচ্ছি জনাব।

আদিল। থাক্। তুমি বরং চাঁদবেগমকে একটু ডেকে দাও।

শঙ্খিনী। যথাদেশ সম্রাট।

[প্রস্থান।

আদিল। চাঁদ বেগম প্রতিবাদী হ'লেও আমি আমার সংকল্প থেকে বিচ্যুত হবো না। হিন্দু-মুসলমানের যে মিলনের স্বপ্ন আমি দেখেছি, তার প্রধান সেতু আমার এই হাস্‌নাবানু।

চাঁদ বেগমের প্রবেশ।

চাঁদ। সেতু না ব'লে বল কোরবাণি।

আদিল। বেগম!

চাঁদ। সেতু তৈরী করার আগে ক্ষিপ্ত নদীকে খুশী করার জন্য এই দেশেই নাকি মানুষকে আগে কোরবাণি দেওয়া হ'তো। কথাটা শোনাই ছিল। আপনার মহৎ প্রচেষ্টায় তা দেখে চাঁদ বেগম ধন্য হবে।

আদিল। তুমি ভুল ক'রেছ বেগম। তোমার কন্যা হাস্‌নাবানুর পক্ষে এটা কোরবাণি হবে না—হবে মেহেরবানী।

চাঁদ। হজরৎ!

আদিল। তোমার কন্যা হিমুকে ভালবাসে, তা তুমি জান চাঁদবেগম?

চাঁদ। ভালবেসে সন্তানেরা সাপের মুখে হাত দিতে চাইলেও পিতা মাতারা তা কোন দিন দিতে দেয় না।

আদিল। হিমু সাপ নয়, সে সাপের মাথার সাত রাজার ধন মণি।

চাঁদ। সেই মণির পেছনে ফণীও থাকে হজরৎ। সেটা দয়া ক'রে ভুলবেন না। আজ আপনার এই কল্পনা যদি বাস্তবে পরিণত হয়, তাহ'লে দেখবেন হজরৎ, ক্ষুব্ধ পাঠানজাতির দীর্ঘশ্বাসে আপনার এই সাধের সাম্রাজ্য তাসের প্রাসাদের মত ফুৎকারে উড়ে যাবে।

আদিল। কারো ভয়ে সম্রাট আদিলশাহ মত পরিবর্তন করে না বেগম। বিবেকের যে নির্দেশ আমি পেয়েছি, তার জন্য যদি আমাকে সর্বস্ব হারাতে হয়, তবু আমি বিবেককে অসম্মান ক'রবো না। [প্রস্থান।

চাঁদ। কিন্তু। আমার পিতা মহানুভব শেরশাহের সাধের গড়া এই সাম্রাজ্যের মংগলের জন্য প্রয়োজন হ'লে মাতৃস্নেহ কোরবাণি দিয়ে কন্যার বুকে আমি খঞ্জর বসিয়ে দেব। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাণিপথ।

[রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। কামানগর্জন হইতে লাগিল।
নেপথ্যে শোনা গেল আল্লা—আল্লা হো চীৎকার।
একদল পাঠান ও মুঘলসৈন্য পরস্পর যুদ্ধ
করিয়া প্রস্থান করিল]

যুদ্ধমান হিমু ও বাইরামের প্রবেশ।

বাইরাম। স্মরণ রেখো হিন্দু, আমার নাম বাইরাম।
হিমু। তুমিও ভুলে যেও না—আমি হিমু বাকাল।
বাইরাম। তোমার দোকানদারি আজ ঘুচিয়ে দেব।
হিমু। তোমার রক্তের তৃষা আজ মিটিয়ে দেব।
[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ ; বাইরামকে বিতাড়িত করিয়া হিমুর প্রস্থান।
নেপথ্যে। "জয় পাঠানসম্রাট আদিলশাহের জয়।"

দ্রুত অশ্বজিতের প্রবেশ।

অশ্বজিৎ। গেল—গেল, শেষ আশার তরিও বুঝি তলিয়ে গেল। হিমুর পরাক্রমে বাইরামের মুঘলবাহিনী ফেরুপালের মত পলায়ন ক'রছে। আলীহোসেনের অগ্নিবর্ষণে আকবরের বাহিনী ছত্রভঙ্গ। সম্রাট আদিলশাহের ক্ষিপ্ত আক্রমণে হাজার হাজার মুঘল মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ছে। রক্ষা নেই—অব্যাহতি নেই—নিস্তার নেই।

শঙ্খিনী। [নেপথ্যে] আক্রমণ কর—আক্রমণ কর।

অশ্বজিৎ। এ কি! শঙ্খিনী নয়? আত্মগোপন ক'রতে হ'লো।
[একপাশে নীরবে অবস্থান]

দ্রুত শঙ্খিনীর প্রবেশ।

শঙ্খিনী। পাঠান, দ্রুতগতিতে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন কর। শত্রুকে বধ কর। একটা মুঘলও যেন জীবন নিয়ে পালাতে না পারে।

অশ্বজিৎ। [অতর্কিতে শঙ্খিনীর বাম হাত চাপিয়া ধরিল]

শঙ্খিনী। কে?

অশ্বজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। সাপের ওঝা।

শঙ্খিনী। ছাড়, ছাড় শয়তান, হাত ছাড়।

অশ্বজিৎ। সাপের বিষ না নামা পর্যন্ত ওঝা তো ছেড়ে দেয় না শঙ্খিনী।

শঙ্খিনী। তবে বিষই নামুক।

[ডান হাত দিয়া এক চড় লাগাইয়া দিল; হতভম্ব
অশ্বজিৎ হাত ছাড়িয়া দিয়া পিছাইয়া গেল।
শঙ্খিনী ছোট একটি কৃপাণ খুলিয়া ধরিল]

শঙ্খিনী। বিষ নেমেছে না এই কৃপাণ দিয়ে নামাতে হবে?

অশ্বজিৎ। শয়তানি! আজ তোকে শেষই ক'রে ফেলবো।

[ক্রোধে অশ্বজিতের মুখ ভীষণাকার ধারণ করিল। সে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া
থাকিয়া ভীমবেগে শঙ্খিনীকে আক্রমণ করিল। শঙ্খিনী সে
আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। তার অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল।
অশ্বজিৎ ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে এলোপাথাড়ি
অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। আর্তনাদ করিয়া
শঙ্খিনী মাটিতে পড়িয়া গেল]

শঙ্খিনী। আঃ! আঃ! আঃ!

অশ্বজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এইবার খতম।

অস্ত্রহাতে আলীহোসেনের সবেগে প্রবেশ।

আলী। হুঁসিয়ার জল্লাদ।

অশ্বজিৎ। কে?

আলী। তোর যম। [আক্রমণ ও যুদ্ধ]

শঙ্খিনী। আলীহোসেন!

আলী। আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর শঙ্খিনী। শয়তানের রক্ত দিয়ে তোমায় আমি স্নান করিয়ে দেব।

অশ্বজিৎ। তার পূর্বে তোকেই রক্ত দিতে হবে পাঠান।

আলী। তবে নে রক্ত। [সবেগে অশ্বজিতের বুকে অস্ত্র ঢুকাইয়া দিল]

[দুইহাতে তরবারি চাপিয়া ধরিযা আর্তনাদ করিতে করিতে অশ্বজিতের প্রস্থান।

আলী। [তরবারি ছাড়িয়া] শঙ্খিনী! [শঙ্খিনীকে ধরিল]

শঙ্খিনী। আলীহোসেন!

আলী। একি হ'লো শঙ্খিনী? আমি যে বড় আশা ক'রেছিলাম যুদ্ধান্তে তোমার দাদার কাছ থেকে আমি তোমাকে ভিক্ষা চেয়ে নেব। বিনামেঘে একি বজ্রাঘাত শঙ্খিনী!

শঙ্খিনী। এই ভাল প্রিয়, এই ভাল। ভিক্ষে করার গ্লানি তোমাকে স্পর্শ ক'রলো না—সমাজের রক্তচক্ষু তোমাকে আঘাত ক'রলো না—তোমার প্রিয়া গৌরবময় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তোমার অন্তরের মণিকোঠায় ঠাঁই নিলো। এই পরম পাওয়া প্রিয়তম।

আলী। কিন্তু শঙ্খিনী, আমি যে রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। কল্পনায় তো আজ মন ভ'রবে না শঙ্খিনী।

শঙ্খিনী। তাই আমার শেষ অনুরোধ—তুমি শাহাজাদী হাস্‌না-বানুকে সাদী ক'রো।

আলী। শঙ্খিনী!

শঙ্খিনী। তাতেই আমি শান্তি পাব। আর স্বর্গ ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে সেইখানে হবে আমাদের পূর্ণ মিলন। আঃ—

আলী। শঙ্খিনী! শঙ্খিনী!

হিমুর প্রবেশ।

হিমু। শঙ্খিনী! শঙ্খিনী। কোথায়—কোথায় শঙ্খিনী?

আলী। ভূমিশয্যায়—মৃত্যুর তোরণে।

হিমু। শঙ্খিনী! [আর্তনাদ করিয়া শঙ্খিনীকে ধরিল]

শঙ্খিনী। দাদা! যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে?

হিমু। হ্যাঁ বোন, মুঘল পরাজিত।

শঙ্খিনী। তাহ'লে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুই—তোমার জয়ের স্বপ্ন চোখে নিয়ে।

হিমু। কিন্তু বোন, তোর অভাবে যে আমার জয়ের আনন্দ ম্লান হ'য়ে গেল।

শঙ্খিনী। আমি তো যাব না দাদা। আমি থাকবো অমর হ'য়ে তোমার চিন্তায়—তোমার কার্যে—তোমার চলার পথে প্রতিছন্দে। আঃ—

হিমু। শঙ্খিনী! বোন আমার!

শঙ্খিনী। আমার একটা শেষ অনুরোধ দাদা, শাহাজাদীকে তুমি আলী হোসেনের হাতে তুলে দিও। আঃ—

হিমু। চল—চল আলীহোসেন, এই খরতপ্ত রৌদ্রের বুক থেকে দিদিকে আমার ঐ বটবৃক্ষের তলায় নিয়ে চল। অভাগী বড় জ্বলেছে, একটু শান্তি পাক।

শঙ্খিনী। তাই চল দাদা। ঐ ছায়াতলে আমায় নিয়ে চল। আমি ঘুমুবো। ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে আমায় চিরদিনের মত ঘুম পাড়িয়ে দাও—আমায় ঘুম পাড়িয়ে দাও।

[সকলের প্রস্থান।

পাঠান-সৈনিকের ছদ্মবেশে মরিয়ম বেগমের প্রবেশ।

মরিয়ম। পরাজয়। এবারও শোচনীয় পরাজয়। পাঠানের হাতে মুঘল শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু আমি পরাজয় স্বীকার ক'রবো না। তাই নারী হ'য়েও পাঠানসৈন্যের ছদ্মবেশে পাঠানের দলে মিশে গেছি। যে প্রকারেই পারি আদিলশাহকে ভুলিয়ে আমি মুঘলের বন্দী ক'রে দেব। তারপর—তারপর—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর।

রণস্থলের অপরাংশ।

একজন সৈন্যসহ বাইরামের প্রবেশ।

বাইরাম। কি লজ্জা। কি ঘৃণা! মহাত্রাস বাইরাম আজ একটা সামান্য হিন্দু দোকানদারের হাতে নির্ম্মম ভাবে পরাজিত। ওঃ, খোদা! এ তুমি কি করলে প্রভু? এ তুমি কি ক'রলে?

সৈন্য। দেখুন—দেখুন খোদাবন্দ, একজন পাঠানসৈন্যের সংগে সম্রাট আদিলশাহ্ এই দিকেই আসছেন।

বাইরাম। হুঁসিয়ার মুঘল। নীরবে আমার অনুসরণ কর। এই আমাদের শেষ চেষ্টা।

[অন্তরালে গমন।

সৈনিকবেশী মরিয়ম সহ আদিলশাহের প্রবেশ।

আদিল। কোথায় সৈনিক, আমার হিমু বাকাল কোথায়?

মরিয়ম। আর একটু এগিয়ে চলুন জনাব, ঐ ঐখানে সে অচেতন হ'য়ে প'ড়ে আছে।

আদিল। চল—চল সৈনিক, দ্রুত এগিয়ে চল। আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় এই হিমু বাকালকে রক্ষা করা চাই।

মরিয়ম। আসুন জাঁহাপনা। [অগ্রগমন]

সহসা পশ্চাৎ হইতে অস্ত্রহাতে বাইরাম খাঁ আসিয়া বাধা দিল।

বাইরাম। আর যেতে হবে না পাঠান।

আদিল। কে? মুঘল!

বাইরাম। জি—বাইরাম খাঁ। সৈনিক, শৃংখল পরাও।

আদিল। জীবিত পাঠানকে বন্দী করা অত সহজ নয় মুঘল।

বাইরাম। জীবিত না পারি, মৃতই বন্দী ক'রবো। [আক্রমণ]

[উভয়ের যুদ্ধ ; আদিলশাহ বন্দী হইল]

বাইরাম। শিবিরে নিয়ে চল।

আদিল। ওঃ, নিষ্ঠুর নিয়তি।

মরিয়ম। নিয়তি নয় আদিলশাহ, এ ফিরোজের দীর্ঘশ্বাস।

আদিল। কে—কে তুমি? কে তুমি আমায় প্রতারিত ক'রলে? কে—কে তুমি পাঠান-যুবক?

মরিয়ম। আমি পাঠান-যুবক নই পুত্রহন্তা! আমি ইসলামশাহের বিধবা পত্নী মরিয়ম বেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

[প্রস্থান।

আদিল। শয়তানী! যদি একবার তোকে সামনে পাই—

বাইরাম। পেতে পার কবরের তলায় শুয়ে। নিয়ে চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পাঠান-প্রাসাদ।

চাঁদ ও হাস্‌নাবানুর প্রবেশ।

হাস্‌না। মা, তুমি আমাকে বৃথাই বোঝাচ্ছ। মহব্বৎকে আমি অসম্মান ক'রতে পারবো না। যাকে ভালবেসেছি, সে ছাড়া অন্ত কাউকে সাদী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

চাঁদ। আমি তোর মা। আমার হুকুম—আলীহোসেনকেই তোকে সাদী ক'রতে হবে।

হাস্‌না। অন্যায় আদেশ ক'রো না—রাখতে পারবো না।

চাঁদ। তা পারবে কেন? পারবে শুধু পাঠানসাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে। পারবে হিন্দুসমাজের অভিশাপ কুড়িয়ে এনে আমাদের মাথায় অমংগলের পশরা চাপিয়ে দিতে।

হাস্‌না। আম্মা!

চাঁদ। ওঃ! আগে যদি বুঝতাম যে আমার গর্ভে এমন একটা সর্বনাশী জন্মাবে, তাহ'লে আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা ক'রতাম।

হাস্‌না। মা! আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, জীবনে আমি কাউকে সাদী ক'রবো না। তবু তুমি শান্ত হও।

চাঁদ। আজীবন কুমারী থাকবি? অর্থাৎ রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিটির জীবন তিলে তিলে বিষাক্ত ক'রে তুলবি—না?

হাস্‌না। আম্মা!

চাঁদ। তার চেয়ে তুই মর্—তুই মর্। তোর ঐ আংটিতে জহর

আছে। তাই চুষে তুই ম'রে যা হতভাগী। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।

[প্রস্থান।

হাস্‌না। তাই হবে মা, তাই হবে। ওগো বেহেস্তের দূত হিমু বাকাল, তোমার সোহাগ লাভ করা আমার ভাগ্যে হ'লো না। আমার জন্য পিতামাতার মধ্যে দ্বন্দ্ব স্থরু হয়েছে। হারেমে বিষের আগুন জ্ব'লে উঠেছে। সবাব মুখে ঐ এক কথা—আমি পাঠান-সাম্রাজ্যের চরম অনিষ্টের কারণ। না—না, এই বিষপানেই সব শেষ হ'য়ে যাক্। [বিষপানে উদ্যত]

হিমু আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল ও আংটিটি কাড়িয়া লইল।

হিমু। কি কর কি কর শাহাজাদী? বিষ যে তোমার যোগ্য নয়, আমি যে তোমার জন্য অমৃত নিয়ে এসেছি।

হাস্‌না। রাজা!

হিমু। বিশ্বের সমস্ত বিষ একা পান ক'রে শঙ্খিনী আমার ঘুমিয়ে প'ড়েছে। তাই বিষ নয়, তুমি পান কর অমৃত।

হাস্‌না। আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

হিমু। বুঝি স্বপ্ন—বুঝি বাস্তব—বুঝি উগ্র নেশা। হাস্‌নাবান্থ—হাস্‌নাবান্থ—বাম হাত দিয়া কি যেন ধরিতে গেল] নেই—নেই, আমার পাশে আমার বোন শঙ্খিনী নেই।

হাস্‌না। শঙ্খিনী নেই!

হিমু। না। তার শেষ অনুরোধ—তার অন্তিম ইচ্ছা আমি মেনে নিয়েছি; তুমি কি মানবে না? দেবে না কি তার আত্মাকে তৃপ্তি?

হাস্না। দেব, দেব প্রিয়তম।

হিমু। [সরিয়া গিয়া] চুপ্—চুপ্। ও সম্বোধনটা এখানে নয় —আলীহোসেনকে ।

হাস্না। রাজা!

হিমু। শঙ্খিনীর শেষ অনুরোধ তুমি কি রাখবে না? আলী-হোসেনকে কি তুমি সাদী ক'রবে না?

হাস্না। তুমি কী রাজা?

হিমু। আমি কসাই—আমি কসাই, না—না, আমি বাজের ঘায়ে মরা মানুষ।

হাস্না। তুমি পাথরের দেবতা।

হিমু। ভালবেসে আমি বুক পেতে বাজের ঘা নিয়েছি। তুমি কেন কাঁটার আঘাত সইবে না? এই কি তোমার প্রেম? ছিঃ!

হাস্না। রাজা!

হিমু। যে প্রেম ত্যাগ ক'রতে জানে না, সে তো প্রেম নয় শাহাজাদী,—সে যে পাপ।

হাস্না। চুপ কর—চুপ কর। ডাক—ডাক তোমার আলী-হোসেনকে, আমি অমৃত ব'লে বিষই পান ক'রবো।

হিমু। তুমি ধন্য—তুমি পবিত্র—তুমি দেবী।

হাস্না। তুমি ঘৃণ্য—তুমি অশুচি—তুমি পাষাণ।

[প্রস্থান।

হিমু। জীবনযুদ্ধে তোমার এই তিরস্কারই আমার পুরস্কার। তোমাকে হারানো ব্যথার সেবা ক'রেই হিমু বাকাল দুনিয়া থেকে চ'লে যাবে। ওরে, কে আছিস, বিজয় বাদ্য বাজা—বিজয়বাদ্য বাজা। উৎসব কর—উৎসব কর, আমার জয় হয়েছে।

আলীহোসেনের প্রবেশ।

আলী। জয় নয় রাজা, পরাজয়।

হিমু। আলীহোসেন!

আলী। মুঘল প্রতারিত ক'রে সম্রাটকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেছে।

হিমু। কি, আমার সম্রাট বন্দী! অথচ আমি এখনও বহাল তবিয়তে প্রাসাদে বিচরণ ক'রছি। [উচ্চকণ্ঠে] আলীহোসেন, বাহিনী সাজাও, আমি এই মুহূর্ত্তে মুঘলকে আক্রমণ ক'রবো।

আলী। কিন্তু আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তারা সম্রাটকে হত্যা ক'রবে।

হিমু। সেও তো কথা। তবে—তবে কি ক'রবো আলীহোসেন? কেমন ক'রে সম্রাটকে বাঁচাবো?

আলী। মুঘল দূত সংবাদ এনেছে—

হিমু। কি সংবাদ?

আলী। না, থাক্ রাজা। যা হয় হবে—আমরা এখনই আক্রমণ ক'রবো। [গমনোদ্যত]

হিমু। না—না, তা হয় না—তা হয় না আলীহোসেন। তাতে যে সম্রাটের বিপদ। তার চেয়ে বল মুঘল-দূত কি সংবাদ এনেছে।

আলী। সংবাদ—সংবাদ—আপনি একা যদি বাইরামের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তাহ'লে তারা বাদশাহকে মুক্তি দেবে। কোরাণ ছুঁয়ে বলেছে।

হিমু। আমি এই মুহূর্তে দ্রুতগামী অশ্বে মুঘল-শিবিরে ধরা দিতে চল্লাম আলীহোসেন।

আলী। রাজা! তারা যে আপনাকে হত্যা ক'রবে?

হিমু। করুক। জীবন দিয়েও আমি প্রমাণ ক'রে যাবো—হিমু তুচ্ছ দোকানদার হ'লেও মানুষ ছিল

আলী। না, আপনি যাবেন না—যাবেন না রাজা। আপনার মত একটা মহাপ্রাণকে হারিয়ে পাঠান রাজত্ব ক'রতে চায় না।

হিমু। বাধা দিও না ভাই। সম্মুখে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তুচ্ছ প্রাণের মায়ায়, আমি তো তাকে ফিরাতে পারি না আলীহোসেন—ফিরাতে পারি না।

আলী। রাজা! মহান্ রাজা! যাবার আগে পাঠানের শেষ সেলাম নিয়ে যান। [সেলাম করিল]

হিমু। আলীহোসেন, তুমি দিলে আমায় সেলাম, আর আমি দেব তোমায় ইনাম। কই হায়? শাহাজাদী—শাহাজাদী।

আলী। শাহাজাদী!

হিমু। তোমার ইনাম—শঙ্খিনীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণ; আর—আর আমার শেষ পূজা।

আলী। শেষ পূজা।

হিমু। হ্যাঁ—হ্যাঁ, শেষ পূজা। রক্তরাঙ্গা হৃদয়-জবা দিয়ে জীবন-দেবতার পূজা।

হাস্নাবানুর প্রবেশ।

হাস্না। আমায় ডেকেছেন রাজা?

হিমু। হ্যাঁ, ডেকেছি। এদিকে এস—এদিকে এস। কাছে এস আলীহোসেন—

আলী। রাজা!

হিমু। কথা নয়—কথা নয়, নীরবে পবিত্র ভাবে ঈশ্বরকে চিন্তা কর। এস শাহাজাদী, আমি এই মুহূর্তে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আলীহোসেনের হাতে তোমাকে তুলে দিয়ে গেলাম। [হাত মিলাইয়া দিল]

আলী ও হাস্‌না। রাজা—রাজা!

চাঁদ বেগমের প্রবেশ।

চাঁদ। তুমি ধন্য—তুমি সবার উর্ধ্বে—বেহেস্তের ফেরেস্তা।

হিমু। বেগম সাহেবা। [নমস্কার]

চাঁদ। না—না, আর তোমার নমস্কার নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। ওগো শাপভ্রষ্ট দেবতা, যাবার আগে নিয়ে যাও পাঠান-সাম্রাজ্যের হাজার হাজার সেলাম।

হিমু। আমি ধন্য—আমি কৃতার্থ। আসি তবে আলীহোসেন! তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ—যে পারিজাত তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম, তার মর্য্যাদা তুমি রেখো। বিদায়—বিদায়।

[প্রস্থানোদ্যত]

ফকিরের প্রবেশ।

ফকির।—

গীত।

বিদায়ের আগে হে মুসাফের আমার সেলাম নাও।
নয়নের জলে গেঁথে দিনু মালা, যাও বীর চ'লে যাও।
দুনিয়ার এই ছোট্ট বুক তোমারে ধরিতে নারে,
তাই হে বিরাট আমন্ত্রণ তব লোক হ'তে লোকান্তরে,
আলোকের শিশু ডাকিছে আলোক আলোকে সাড়া দাও।

[হিমুকে সেলাম করিল। হিমু তাহাকে নমস্কার করিল]

[ফকির চলিয়া গেল।

হিমু। হে সংসারত্যাগী দরবেশ, তোমার ঈশ্বরপ্রেমে ভরপুর

এই সেলাম-অভিনন্দন আমার তুচ্ছ মানব-জীবনের অমূল্য পাথেয়। জয় ভগবান।

[প্রস্থান।

আলী। যাও রাজা। মাটির পৃথিবী তোমার মত বিরাটকে ধ'রে রাখতে পারলো না। তাই ঐ বেহেস্তের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত হ'য়ে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা ক'রছে। বেহেস্তের দূত তুমি, বেহেস্তেই ফিরে যাও।

হাস্না। রাজা! [চোখে জল পড়িল]

আলী। চোখের জল মুছে ফেল শাহাজাদী। এস ঐ ত্যাগী মহাপ্রাণের জন্য আমরা খোদার কাছে ভিক্ষা করি।

চাঁদ। চল আলীহোসেন। চল মা হাসনাবানু, দেবতা হিমুর শেষ ইচ্ছা আমরা মহাসমারোহে সম্পন্নের আয়োজন করি।

হাস্না। না—না। রক্তমাখা সাদীর বাসরে উৎসব চলে না মা—চলে শুধু নীরবে অশ্রু বিসর্জন।

চাঁদ। হাস্না!

[নেপথ্যে সানাই বাজিল]

হাস্না। শোন মা—ঐ শোন সাদীর বাঁশীতে কি করুণ সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠছে। তামাম হিন্দুস্থান যেন অতি হাহাকারে কেঁদে ব'লছে—নাই—নাই, তার সুযোগ্য সন্তান মহাপ্রাণ হিমু বাকাল নাই। [কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

চাঁদ। হাস্না! মা! শোন শোন—

আলী। ডেকো না আম্মাজান। হৃদপিণ্ড উপড়ে দিয়েছে। নীরবে তাকে কাঁদতে দাও—তার ব্যাথার জ্বালা শান্ত ক'রতে দাও।

চাঁদ। কিন্তু আলীহোসেন, সম্রাট তো এখনো এলেন না?

ঘর্মাক্ত আদিলশাহের প্রবেশ।

আদিল। এসেছি—এসেছি বেগম। দ্রুত অশ্বারোহণে মুঘল-শিবির থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছি।

চাঁদ ও আলী। সম্রাট!

আদিল। কিন্তু কই—কোথায় আমার প্রাণপ্রিয় হিমু? তাকে ডাক—তাকে ডাক! তার জন্য আমার অন্তর যে আকুল হ'য়ে উঠেছে।

চাঁদ। হজরৎ! সে নেই।

আদিল। নেই!

আলী। না। আপনার মুক্তির জন্য সে মুঘল-শিবিরে গেছে নিজের জীবন কোরবাণি দিতে।

আদিল। কোরবাণি?

আলী। হ্যাঁ, কোরবাণি। বাইরাম খাঁ দূত পাঠিয়েছিল, হিমুর আত্মসমর্পণের বিনিময়ে আপনাকে সে মুক্তি দেবে। তাই সে মুঘল-শিবিরে যাত্রা করেছে।

আদিল। আর মূর্খ তোমরা—তাকে অমনি ছেড়ে দিলে।

চাঁদ। হজরৎ!

আদিল। অপদার্থ—অপদার্থ সব। এই অকর্মণ্য উচ্ছৃঙ্খল আদিলশাহের জীবন গেলে কি এমন ক্ষতি হ'তো মূর্খের দল,—যার জন্য অমন অমূল্য জীবনটাকে তোমরা মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিলে?

আলী। আমাদের কোন বাধাই সে মানলো না।

চাঁদ। অনেক চেষ্টা ক'রেও আমরা তাকে ফেরাতে পারলাম না।

আদিল। কিন্তু আদিলশাহ তাকে ফেরাবে। মুঘলের এই জঘন্য চক্রান্ত সে নিজের জীবন দিয়েও ব্যর্থ ক'রে দেবে। [গমনোদ্যত]

চাঁদ। কোথায় চল্লেন হজরৎ ?

আদিল। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ক'ষতে। নিজের জীবন দিয়েও হিমুর জীবন রক্ষা ক'রতে।

চাঁদ। না—না, তুমি যেয়ো না—তুমি যেয়ো না।

আদিল। যাবো না! তীর্থযাত্রার সুযোগ হেলায় হারাবো! বেগম, সারা জীবন তো দু'হাতে শুধু পাপই করেছি। এবার না হয় একটা পশু-জীবন কোরবাণি দিয়েই আলোর তীর্থে যাত্রা ক'রবো।

[প্রস্থান।

চাঁদ। হজরৎ—হজরৎ!

[প্রস্থান।

আলী। আর ফিরবে না হজরৎ। আলোর পথে যে একবার যাত্রা করেছে, পেছনের ডাক সে আর শুনবে না। যাও সম্রাট, যদি পার, কীর্তি রাখ, বেহেস্তের পথ মুক্ত ক'রে নাও।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

মুঘল-শিবির।

উত্তেজিত বাইরাম খাঁ ও পশ্চাতে আকবরের প্রবেশ।

বাইরাম। কে মুক্ত ক'রে দিলে? কে মুক্ত ক'রে দিলে? এত কৌশলে যাকে বন্দী ক'রেছিলাম, কে তাকে মুক্ত ক'রে দিলে?

আকবর। আপনি উত্তেজিত হবেন না হজরৎ।

বাইরাম। উত্তেজিত হবো না? বল কি আকবর? পরাজয়ের মুহূর্তে জয়ের যে মন্ত্রগুপ্তি আমি করায়ত্ত ক'রেছিলাম, কে তাকে দূরে সরিয়ে দিলে? আমার এত আয়োজন—এত কৌশল ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

আকবর। আপশোষ ক'রে লাভ কি জনাব? বরং আদিলশাহ্ পালিয়ে গিয়ে ভালই করেছে। নইলে মুঘলের নামে কলংক থাকতো।

বাইরাম। চাঁদের কলংক চাঁদের আলোকে ম্লান ক'রতে পারে না। তুমি জান না, ঐ আদিলশাহকে দিয়েই আমি যুদ্ধ জয় ক'রতাম।

আকবর। কী ক'রে খানখানান্!

বাইরাম। পাঠান-প্রাসাদে আমি দূত পাঠিয়েছি যে, আদিলশাহের পরিবর্তে হিমু আত্মসমর্পণ ক'রলে পাঠানসম্রাটকে আমি মুক্তি দেব। আর হিমু ধরা দিলেই আগামী কাল পাণিপথের প্রান্তরে জয়লক্ষ্মী হ'তো মুঘলের করায়ত্ব।

আকবর। তবে তো আফশোষের কথা জনাব। এত বড় ফন্দীটা আপনার বানচাল হ'য়ে গেল।

বাইরাম। যাদের বেইমানিতে পাঠানসম্রাট পালাবার সুযোগ পেয়েছে, তাদের সবাইকে আমি হত্যা ক'রবো। [গমনোদ্যত]

আকবর। খানুখানান্‌!

বাইরাম। বুঝিয়ে দেব সেই সব মূর্খ মুঘল-প্রহরীদের, যে, বাইরামের সংগে বেইমানী করা কত ভয়ংকর।

আকবর। দাঁড়ান খানুখানান্‌!

বাইরাম। কেন?

আকবর। প্রহরীরা নির্দোষ। পাঠানসম্রাটকে আমিই মুক্তি দিয়েছি।

বাইরাম। আকবর!

আকবর। কসুর ক'রে থাকি, মাফ্‌ করুন।

বাইরাম। এ কসুরের প্রশ্ন নয় আকবর। এ উত্থান-পতনের, জীবন-মরণের প্রশ্ন। কিন্তু কেন তুমি এ কাজ ক'রলে?

আকবর। পেছন থেকে আঘাত ক'রতে মন সায় দিল না খানুখানান্‌।

বাইরাম। এতে কতবড় ক্ষতি হয়েছে তা বোঝ?

আকবর। কিছুই ক্ষতি হয়নি হজরৎ। আজ পিছু হ'টে এসেছি। কাল আবার যুদ্ধ ক'রবো—সামনে এগিয়ে যাবো। কিন্তু ছলনার আশ্রয় নিয়ে জয়ী হ'লে আমাদের ইমান নষ্ট হ'তো খানুখানান্‌

বাইরাম। তুমি মূর্খ!

আকবর। সে তো সর্ববাদীসম্মত খানখানান্‌।

বাইরাম। কি ব'লবো তুমি আমার প্রভুপুত্র।

আকবর। সেটা খোদার ইচ্ছা জনাব—তার জন্য আমি দায়ী নই।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। শিবিরের দ্বারে একা হিমু্ বাকাল।

আকবর। হিমু্ বাকাল!

বাইরাম। শোভানাল্লা। চল—চল প্রহরী, আমি নিজে তাকে অভ্যর্থনা ক'রবো।

[প্রহরীসহ প্রস্থান।

আকবর। এই হিন্দু জাতটা কি মূর্খ? নইলে স্বেচ্ছায় বাঘের মুখে মাথা বাড়িয়ে দেয়! তাজ্জব!

মরিয়ম বেগমের প্রবেশ।

মরিয়ম। ততোধিক তাজ্জব আমার পুরস্কার আমি পেলাম না।

আকবর। কি চাও নারী?

মরিয়ম। চাই আদিলশাহের ছিন্নশির।

আকবর। পাখী উড়ে গেছে ভূতপূর্ব বেগম সাহেবা।

মরিয়ম। এ তোমার মিথ্যা ছলনা।

আকবর। নারী!

মরিয়ম। কোন কথা আমি শুনতে চাই না। যেখান থেকে পার আদিলশাহের ছিন্নশির আমাকে এনে দাও, নইলে তোমার মাথা আমি চিবিয়ে খাবো।

আকবর। প্রতিহিংসায় অন্ধ পাঠান নারী! ভুলে যেও না তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা ব'লছো।

মরিয়ম। জানি—জানি, যারা কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না, সেই সব বিশ্বাসঘাতক মুঘলের সংগে আমি কথা কইছি।

আকবর। হুঁসিয়ার মরিয়ম বেগম।

মরিয়ম। তোমার রক্তচক্ষুকে মরিয়ম পদাঘাত করে।

আকবর। বটে। কই হ্যায়—

প্রহরীর প্রবেশ।

আকবর। যা, এই নারীকে নিয়ে যা। এর বুকে বড় রক্তের তৃষ্ণা। একে অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী ক'রে রেখে খাদ্য-পানীয়ের পরিবর্তে প্রত্যহ পশু-শোণিত পান ক'রতে দিবি। যা।

প্রহরী। এস বিবি। [আকর্ষণ]

মরিয়ম। বেইমান মুঘল। এই কি আমার কৃতকর্মের পুরস্কার?

আকবর। এই শয়তানীর যোগ্য পুরস্কার। যা, নিয়ে যা।

মরিয়ম। বাঃ-বাঃ-বাঃ, চমৎকার মরিয়মের তক্‌দীর! তার জীবন নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলছো। কিন্তু আর নয়—এবার আমি তোমাকে ফাঁকি দেবো। ফিরোজ, বাবা, অপেক্ষা কর, আমিও যাচ্ছি।

[স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া প্রস্থান।

আকবর। কি ভয়ংকরী এই নারী!

হিমু সহ বাইরামের প্রবেশ।

বাইরাম। ততোধিক ভয়ংকর এই হিন্দু হিমু বাকাল। এর জন্যই আজ আমাদের পরাজয়।

আকবর। তুমি—তুমি সেই মহাবীর হিমু বাকাল? তুমি এত মহান্!

হিমু। এতে মহত্ত্বের কিছুই নেই বালক-সম্রাট। প্রভুর জন্য ভৃত্যের জীবনদান—হিন্দুস্থানে নূতন নয়। দাও সম্রাট, আমার রাজাকে মুক্তি দাও। তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর।

বাইরাম। আদিলশাহকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

হিমু। সত্য?

আকবর। সত্য হিন্দুবীর। আমি বিনা সর্তে পাঠানসম্রাটকে মুক্তি দিয়েছি।

হিমু। ঈশ্বর তোমার নিশ্চয় মংগল ক'রবেন। তুমি আমার কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করেছ, কিন্তু বিনিময়ে আমার তো দেবার কিছুই নেই সম্রাট!

বাইরাম। আছে—তোমার শির।

আকবর। না, বন্ধুত্ব।

হিমু ও বাইরাম। বন্ধুত্ব!

আকবর। হ্যাঁ, বন্ধুত্ব। অর্ধেক রাজত্ব এই হিন্দুকে দান ক'রে আমি তার বন্ধুত্ব অর্জন ক'রতে চাই খান্‌খানান্‌।

হিমু। সম্রাট!

বাইরাম। তুমি উন্মাদ।

আকবর। আমি মানবত্বের সেবক। আসুন মহান্ বীর, পথশ্রমে আপনি ক্লান্ত; মুঘলের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমি আপনার সেবা ক'রে ধন্য হবো।

বাইরাম। আকবর!

হিমু। মহান্ সম্রাট!

আকবর। যাও সৈনিক। এঁকে আমার বিশ্রামাগারে নিয়ে গিয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। যাও।

প্রহরী। আসুন।

হিমু। চল। ওগো মহান্ সম্রাট। তোমার আতিথ্যের আমি অসম্মান ক'রবো না। আমি বিশ্রাম ক'রতে চল্লাম। তবে যাবার

আগে ব'লে যাই, যদি প্রয়োজন হয় তবে বিনা দ্বিধায় তোমার জন্য আমার শির আমি ঘাতকের সম্মুখে এগিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ ক'রবো না।

[প্রহরী সহ প্রস্থান।

বাইরাম। [গম্ভীর ভাবে] আকবর।

আকবর। বলুন খান্‌খানান্‌।

বাইরাম। ঐ হিন্দু বেঁচে থাকলে তোমাকে একদিন রাজ্য হারাতে হবে।

আকবর। রাজ্য হারিয়ে আমি ফকিরই হবো জনাব। তবু পারবো না একটা বিরাট প্রতিভাকে অকালে নিভিয়ে দিতে।

বাইরাম। উত্তম। আমিও বাইরাম। দেখি, অন্য পথে এর প্রতিকার হয় কিনা। [প্রস্থান।

আকবর। খান্‌খানান্‌—খান্‌খানান্‌। না, আর দেরী ক'রবো না। বাইরামের চোখে মুখে প্রতিহিংসার আগুন। ও নিশ্চয়ই হিন্দুবীরকে হত্যা ক'রবে। আর দেরী ক'রবো না। বাধা দিতে হবে। কে আছ? আমার তরবারি—আমার তরবারি—

হিমুর ছিন্নমুণ্ডহস্তে বাইরামের প্রবেশ।

বাইরাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আর তরবারির প্রয়োজন নেই আকবর। তোমার কাজ আমি নিজেই সম্পন্ন ক'রেছি। এই নাও সেই কাফেরের ছিন্নশির।

আকবর। খান্‌খানান্‌—খান্‌খানান্‌, কি করলেন? কি ক'রলেন? একটা মহাপ্রাণ বিরাট মানুষকে আপনি নির্বিচারে হত্যা ক'রলেন? ওঃ, খোদা!

বাইরাম। আগামীকাল যুদ্ধে পাণিপথের বুকে তোমার হিমুর ছিন্ন-শির বর্শাফলকে বিদ্ধ ক'রে পাঠানের সম্মুখে উর্ধ্বে তুলে ধরবো। দেখবে আকবর, এই এক মন্ত্রেই পাণিপথের বুক থেকে তোমার জয়লক্ষ্মীকে আমি ছিনিয়ে এনে দেবো।

আকবর। চাই না—চাই না খানখানান্ অভিশপ্ত জয়লক্ষ্মীর করুণা আমি চাই না। চাই না এমন অভিশপ্ত রাজত্ব।

আদিলশাহের প্রবেশ।

আদিল। রাজ্য নাও—ঐশ্বর্য নাও—আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা সব নাও মুঘল। শুধু আমার হিমুকে তোমরা ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও।

বাইরাম। হিমুকে ফিরিয়ে না দিয়ে তোমাকেই আমি তার কাছে পাঠিয়ে দেবো পাঠান! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

আকবর। হুঁসিয়ার খানখানান্। পিতৃতুল্য বান্ধব ব'লে আপনার নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমি সহ্য ক'রেছি, কিন্তু আর এক পদ অগ্রসর হ'লে আপনাকে আমি বন্দী ক'রবো।

বাইরাম। আকবর!

আকবর। যান, বেরিয়ে যান। নইলে আমি সৈন্য ডাকবো। [বাঁশীতে হাত দিল]

বাইরাম। কী? উপকারী বান্ধবের এত বড় অপমান! আকবর, স্থির জেনো, এ অপমান প্রভুর মুখ চেয়ে বাইরাম সহ্য ক'রলেও খোদা কোনদিন সইবেন না।

[প্রস্থান।

আকবর। খোদা আপনার কেনা গোলাম নয়। তাঁর আর

এক নাম রহমনের রহিম। পাঠানসম্রাট আদিলশাহ্, আপনাকে আমি সসম্মানে মুক্তি দিলাম।

আদিল। সম্রাট!

আকবর। তবে আবার অচিরেই দেখা হবে ওই কাল পাণিপথের প্রান্তরে।

আদিল। কিন্তু মহান্ মুঘল, আমার হিমু—আমার হিমু—

আকবর। আমারই দুর্বলতায় সে আজ নিহত সম্রাট।

আদিল। নিহত! কই, কোথায় তার পবিত্র দেহ?

আকবর। ঐ তার ছিন্নশির।

আদিল। ছিন্নশির! হিমু—হিমু—মহান দেবতা! উঃ! [ছিন্নশির বুকে চাপিয়া ধরিল] কি ক'রলে—কি ক'রলে মুঘল! তুচ্ছ রাজ্যের জন্য এমন একটা মহাপ্রাণকে হত্যা ক'রলে?

আকবর। আমায় আপনি অভিশাপ দিন সম্রাট।

আদিল। অভিশাপ! কি হবে—কি হবে তাতে? আমার হিমু নেই—আমার ভুবন আজ অন্ধকার।

আকবর। আসুন পাঠানসম্রাট, হিমুর মরমী মিত্র আপনি, আর অনুতপ্ত শত্রু আমি, দুজনে সেই পরম পিতা খোদাতাল্লার কাছে নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা করি—এই আলোর যাত্রী দোকানদায়ের যেন বেহেস্তে বাস হয়।

উভয়ে। ইন্ না লিল্লাহে ওয়া—ইন্ না এলায়হে রাজেউন।